ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 February, 2020 ■ আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ২৮ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৬২ আসনে জয় নিয়ে ফের ক্ষমতায় আপ, বিজেপি পেল ৮, কংগ্রেসের ঝুলি শূণ্য

দিল্লীর ভোট ফল নাড়া দিল দেশকে

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতা ধরে রাখল আম আদমি পার্টি(আপ)। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬২টি আসনে জয়ী হয়েছে আপ। ভোটে জিতে দিল্লিবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নয়াদিল্লি কেন্দ্র থেকে ২১,৬৯৭ ভোটের ব্যবধানে তিনি হারান বিজেপি প্রার্থী সুনীল যাদবকে । বিজেপি জিতেছে ৮টিতে। অন্যদিকে এই নির্বাচনে দলের খাতা খুলতেই পারে নি একদা দিল্লিতে রাজ করা কংগ্রেস। টানা ১৫ বছরর দিল্লি শাসন করার পরেও এবারের দিল্লি বিধানসভায় খাতাই খুলতে পারল না কংগ্রেস। ভোট শতাংশের হিসেবেও কংগ্রেসের অবস্থা আরও শোচনীয়। ২০২০ র বিধানসভা নির্বাচেন কংগ্রেসের খাতায় ভোট পড়ল মাত্র ৪ শতাংশ। নির্বাচনে জেতার জন্য কেজরিওয়ালকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে, জনাদেশ মেনে নিয়েছে বিজেপির জাতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। দিল্লিবাসী দেখিয়ে দিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালই হচ্ছেন নিষ্টাবান দেশপ্রেমিক। সন্ত্রাসবাদী নন। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের ফলাফল দেখে এমনই জানালেন আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। আপের এই জয়কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন তিনি। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি নিয়ে মুখে কুলুপ বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের। পাশাপাশি ভোটের ফলাফল প্রকাশ্যে আসতেই শুনশান দিল্লির কংগ্রেস কার্যালয়ে। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির জন্য বিজেপি এবং আপের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতিকে দায়ী করেছেন কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। পাশাপাশি ফের ক্ষমতায় আসার জন্য আপকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপের জয়ে উচ্ছসিত মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে। উন্নয়নের জন্য ভোট দিয়ে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছেন দিল্লিবাসী বলে জানিয়েছেন তিনি।প্রয়াত নেতা মদনলাল খুরানার দিল্লি দখলের স্বপ্ন এবারও পূরণ করতে পারল না বিজেপি। দিল্লির মসনদ ফের নিজেদের দখলে রাখল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। রাজধানীবাসীর জনাদেশকে বিনম্রতার সঙ্গে মেনে নিল বিজেপি।

মঙ্গলবার নিজের টুইটবার্তায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা লেখেন, দিল্লিবাসীর জনাদেশকে সম্মান জানায় বিজেপি। ভোটের প্রচারে দলের সমস্ত কর্মী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন। সকল কর্মীকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপের জয়কে জনগণের জয় হিসেবে অভিহিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই জয় সেই সকল পরিবারের যারা বিদ্যুত, পানীয় জল এবং চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্ব ভোটে জিতে ফের ক্ষমতায় আপ। যা নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উচ্ছাস প্রকাশ করেছে এনডিএ বিরোধী দলগুলি। ফের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলা কেজরিওয়ালকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিন্নারাই বিজয়ন, ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিন, সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব।

মঙ্গলবার ভোটের ট্রেন্ড প্রকাশ্যে আসতেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে সঞ্জয় সিং বলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আপকে ঐতিহাসিক জনাদেশ দিয়েছে দিল্লিবাসী। জাতীয় রাজধানীতে প্রতিটি ঘরের সন্তান যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তা বুঝিয়ে দিয়েছে দিল্লিবাসী।

একটা সময় ছিল যখন শীলা দীক্ষিতের নেতৃত্বে টানা পনেরো বছর দিল্লি শাসন করেছে কংগ্রেস। কার্যত দিল্লিকে নিজেদের গড়ে পরিণত করেছিল শতাব্দী প্রাচীন এই দলটি। কিন্তু এবারের বিধানসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি কংগ্রেস শিবিরে। ৭০ আসন বিশিষ্টি দিল্লি বিধানসভায় এখনও পর্যন্ত একটিও আসনে এগিয়ে নেই কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে মুখ কুলুপ কমল নাথের। তিনি জানিয়েছেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লি জয়ের জন্য শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর পাল্টা ধন্যবাদ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১১ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.)।। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের জন্য আম আদমি পার্টি ও সেই দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার টুইট করে আপ ও কেজরীকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্র। এরপরই রাজধানী দিল্লিকে পৃথিবীর অন্যতম সেরা শহরে পরিণত করতে চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

বিধানসভায় এককভাবে দিল্লিতে ক্ষমতায় ফিরেছে আম আদমি পার্টি । ৭০ আসনের মধ্যে ৬২টি আসন পেয়েছে আপ। অন্যদিকে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের হাল ফেরাতে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিলেন বাদল চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের হাল ফেরাতে মুখ্যসচিব মনোজ কুমারকে চিঠি দিলেন বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী। পূর্ত ঘোটালায় যুক্ত থাকার অভিযোগে বাদলবাবু বেশ কয়েকদিন জেল হেফাজতে কাটিয়েছেন। সেই সুবাদে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মুখ্যসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। প্রধানত, জেলে মহিলা ব্লকে পৃথক মহিলা জেলার নিযুক্তির পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া জেলে বিভিন্ন সংস্কার কাজ, প্যারোল পুনরায় চালু করা সহ কয়েদিদের দৈনিক মজুরি থেকে ২০ শতাংশ অর্থ কেন কেটে রাখা হচ্ছে, তার কারণ খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বাদল চৌধুরী বলেছেন, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে মহিলা কয়েদিদের জন্য পৃথক ব্লক রয়েছে। কিন্তু সেখানে পৃথক কোনও জেলার নিযুক্ত করা হয়নি। মহিলা কয়েদিদের জন্য মহিলা জেলার থাকা অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি মনে করেন। তাই, অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, জেলে পাহারায় চারটি শিফটে কাজ করার জন্য কর্মী স্বল্পতা দূর করতে তিনি মুখ্য সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাদল বাবু চিঠিতে আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে কয়েদিদের শ্রমের বিনিময়ে দৈনিক ৩৩ টাকা মজুরি প্রদান করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু, প্রত্যেক কয়েদির দৈনিক মজুরি থেকে ২০ শতাংশ কেটে রাখা হচ্ছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে আয়রণ টেবলেট সেবন করে অসুস্থ ১২ জন ছাত্রছাত্রী, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ ফেব্রুয়ারী।। আয়রণ টেবলেট সেবন করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ১২ জন ছাত্রছাত্রী। ঘটনা গোমতী জেলার উদয়পুরের গকুলপুর কলোনী হাইস্কুলে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে তারা গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার গকুলপুর কলোনী হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের আয়রণ টেবলেট খাওয়ানোর দিন ধার্য্য হয়। সেই মোতাবেক স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছেন। এদিকে, স্কুল কতৃপক্ষ সোমবার বলে দিয়েছিলেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা মঙ্গলবার স্কুলে আসার সময় খালি পেটে না আসে। খাবার খেয়েই স্কুলে আসে। সেই অনুযায়ী স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা ছাত্রছাত্রীদের আয়রণ টেবলেট সেবন করার জন্য দেন। আয়রণ টেবলেট সেবন করার পর ১২ জন ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাথে সাথেই তাদের গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় অভিভাবকদের। অনেক অভিভাবক সাথে সাথে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন। এদিকে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৫৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার বাজেট প্রস্তাব পেশ এডিসির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) অধিবেশনে ১০৫৯ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার বাজেট পেশ করেছেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। এদিকে, এমজিএনরেগায় ২০,৭০৪.২৯ লক্ষ টাকা এবং সর্বশিক্ষা অভিযানে ৭,৬১৬.৯০ লক্ষ টাকা প্রস্তাবিত বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে।

এডিসি-র মুখ্য নির্বাহী সদস্য বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটের মধ্যে রয়েছে মার্কেট লাইসেন্স ফি অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ খাতে ২৫৮ লক্ষ টাকা, সুদের টাকার খাতে ৪৩৪ লক্ষ টাকা, অন্যান্য খাতে ৩৭৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া পরিকল্পনা (রাজস্ব) খাতে ২৯,৫৯৪.৯৪ লক্ষ টাকা, শেয়ার-অব-ট্যাক্সেস (রাজস্ব) খাতে ১৫,৭৩০ লক্ষ টাকা, ট্রান্সফার খাতে ৩৩,১৫৫.২১ লক্ষ টাকা, চতুর্দশ অর্থ কমিশন গ্রান্ট অনুদান খাতে ১৪,১৬০ লক্ষ টাকা, নিতি আয়োগ অথবা পঞ্চদশ অর্থ কমিশন গ্রান্ট খাতে ১২,২৪২.১৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে বাজেটে।

তিনি জানান, এডিসি এলাকার সার্বিক কল্যাণে প্রস্তাবিত বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, পাঁচটি জোনাল এলাকায় গরিব জুমিয়া টং ঘরবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামীতে দিল্লীতে বিজেপিই হবে বিকল্প, দাবি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিল্লিতে ভোট হয়েছে। জনগণের রায় মাথা পেতে নিয়ে বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা দাবি করেন, আগামী দিনে দিল্লিতে বিজেপিই হবে একমাত্র বিকল্প।

মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে আম আদমি পার্টি জয়ী হয়েছে। কেজরিওয়ালের দলের ঝুলিতে গেছে ৬৩টি আসন। বিজেপি সাতটি আসনে জয়ী হয়েছে। ২০১৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ৪-টি আসন বেড়েছে এবার।

দিল্লি নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি বলেন, ভোটে হার-জিত আছে। এক দল জিতবে, অন্য দল হারবে। কিন্তু, এমন একটা অবস্থায় দিল্লি নির্বাচন হয়েছে যখন মানুষ বিভ্রান্ত ছিলেন। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, আমি আদমি পার্টি মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোটে লড়েছে। ফলে, এই জয় সাময়িক বলে দাবি করেছেন তিনি। তিনি জোর গলায় বলেন, আগামী দিনে দিল্লিতে বিজেপিই হবে একমাত্র বিকল্প। কারণ, আমরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের ক্ষমতা রাখি।

প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে উন্নয়ন সর্বনাশ ডেকে আনবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ, প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে উন্নয়ন সর্বনাশ ডেকে আনবে। মঙ্গলবার শহিদ ভগৎ সিং যুব আবাসে ন্যাচার অ্যাক্টিভিটি ক্যাম্প ফর চিলড্রেন শীর্ষক চারদিনব্যাপী ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দফতরের মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর কথায়, প্রকৃতি আমাদের রক্ষা করে, তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করাটাও আমাদের দায়িত্ব। তাঁর মতে, প্রকৃতিকে জানতে হবে। তবে শুধু বই পড়ে জানলে হবে না। প্রকৃতিকে জানতে হলে তাকে রক্ষা করার উপায় জানা খুবই দরকার। সে জন্যই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, এই শিবিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রকৃতি সম্পর্কে টানা চারদিন সম্যক ধারণা লাভ করবে। প্রশিক্ষকরা তাঁদেরকে প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দেবেন। মুনি ঋষিদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, পৃথিবীতে যা কিছু উৎপন্ন হয়, যা কিছু সৃষ্টি হয় সব প্রকৃতির দান। তাই আমরা প্রকৃতিকে সৃষ্টির উৎস বলি। কারণ, প্রকৃতিই হল জগতের মাতা।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি, কিন্তু বুঝি কম। জানা ও বোঝার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁর মতে, হিমালয় পর্বতকে বই দেখে যে কেউ বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু হিমালয় পর্বত নিজের চোখে দেখাটা আলাদা অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, জানা ও বোঝার মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে। তাঁর দাবি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত ৫টি বাস, অভিযোগ নাশকতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হল ৫টি বাস। উদয়পুর রাজারবাগ বাসস্ট্যান্ডে ওই ঘটনায় নাশকতার অভিযোগ উঠেছে। দমকলের ৫টি ইঞ্জিন মিলে আগুন আয়ত্বে এনেছে। আজ রাত ১১টা নাগাদ ওই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

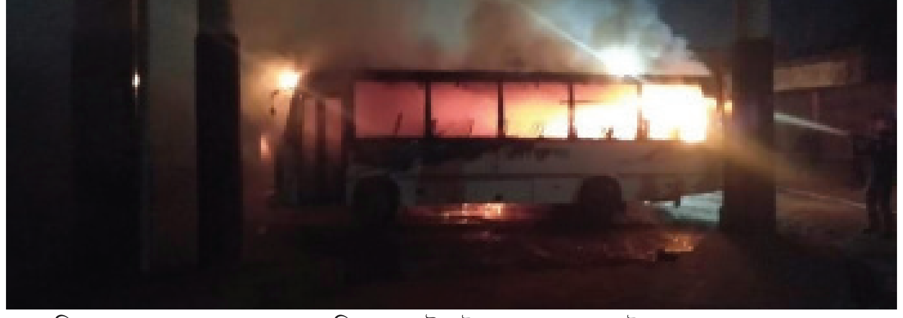

উদয়পুর রাজারবাগ বাস স্ট্যান্ডে প্রতিদিন সারি করে দাঁড়ানো থাকে বিভিন্ন রুটের বাস। আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের পাশে ওই বাস স্ট্যান্ডে কোন বাউন্ডারি ওয়াল নেই। ফলে, সারা রাত খোলা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকে বাসগুলি। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হল, ওই বাস স্ট্যান্ডে কোন নৈশ প্রহরীও নেই। ফলে, চরম নিরাপত্তাহীনভাবেই গাড়ির মালিকরা ওই স্ট্যান্ডে রাতে যানবাহনগুলো রাখেন।

আজ রাত ১১টা নাগাদ দমকল বাহিনীর কাছে রাজারবাগ স্ট্যান্ডে আগুন লাগার খবর পৌছায়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দমকল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয়টি অজগরের মাংস ভক্ষণ ! অপরাধীদের খোঁজে তল্লাশি জোর কদমে, জানান ডিএফও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।।এক-দুটি নয়, ছয়টি অজগর ধরে খোলাবাজারে কেটে বিক্রি এবং ভক্ষণের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি। তবে, ১-২ দিনের মধ্যে এর সাথে যুক্তদের পাকড়াও করা সম্ভব হবে, দাবি করেছেন উত্তর ত্রিপুরার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) ড় নরেশবাবু এন। তাঁর দাবি, কাঞ্চনপুর মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামে ওই ঘটনা ঘটেছে। ফলে কাউকেই সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। তাছাড়া, গ্রামবাসীরাও সহযোগিতা করছেন না বলে দাবি করেছেন ডিএফও।

প্রসঙ্গত, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার জম্পুই-এর সিমলং এলাকায় ছয়টি অজগর কেটে খোলা বাজারে বিক্রির ভিডিও এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কারণ ওই ভিডিওয় দাবি করা হয়েছে, অজগরের মাংস কেজি প্রতি ১,০০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। সে-মোতাবেক ১ কুইন্টাল ৫০ কেজি অজগরের মাংস বিক্রি হয়েছে। সিমলং এলাকাটি মিজোরাম সীমান্ত লাগোয়া হওয়ায় বিভিন্ন জীব-জন্তুর মাংস বিক্রি এবং পাচারের ঘটনা প্রায়ই প্রকাশ্যে আসে। সম্প্রতি, কাঞ্চনপুর মহকুমায় মিজোরামে পাচারের জন্য বহুসংখ্যক সারমেয় নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল।

উত্তর ত্রিপুরার ডিএফও-র কথায়, অজগরের মাংস বিক্রির ছবি ও ভিডিও আমরা সংগ্রহ করেছি। সে-মোতাবেক ওই এলাকা পরিদর্শন এবং স্থানীয়দের সাথে জিজ্ঞাসাবাদও হয়েছে। কিন্তু কারা অজগরের মাংস বিক্রি করেছেন, গ্রামবাসীরা সে-বিষয়ে মুখ খুলছেন না। গ্রামবাসীরা সাফ জানিয়েছেন, তারা কিছুই জানেন না। ফলে, প্রকৃত বিক্রেতাদের খুঁজে বের করতে সময় লাগছে। তাঁর দাবি, বিক্রেতার পাশাপাশি অজগরের মাংসের ক্রেতাদেরও খোঁজা হচ্ছে। কারণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের অধীনে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই অপরাধী।

তিনি বলেন, সিমলং এলাকা ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রাম। মিজোরামের সীমান্ত লাগোয়া হওয়ায় সেখানে প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখা কিছুটা মুশকিল। তাছাড়া, ওই অজগরের মাংস কোনও বাজারে বিক্রি হয়নি। খোলা বাজারে বিক্রি না হওয়ায় নির্দিষ্ট স্থান এবং বিক্রেতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর দাবি, ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মামলা করা হয়েছে। অপরাধীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, ওই ভিডিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে, আদৌ ঘটনাটি ত্রিপুরায় ঘটেছে না-কি অন্যত্র হয়েছে তা যাচাইয়ের কাজ চলছে। তাঁর আরও দাবি, ১-২ দিনের মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার এবং প্রকৃত রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে।

ডিএফও-র কথায়, এ ধরনের ঘটনা এড়াতে জনসচেতনতা খুবই জরুরি। তবেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

৪২৫ জন স্নাতক শিক্ষককে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর টেট উত্তীর্ণ ৪২৫ জন শিক্ষককে নিয়োগপত্র দিয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। মহাকরণে শিক্ষমন্ত্রী এই সংবাদি জানানোর পাশাপাশি মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও সাংবাদিকদের অবহিত করেন।

আজ রাজ্য মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্তগুলি তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়ম লঙ্ঘন, রাজ্যে ১৮টি ওষুধের দোকানের লাইসেন্স সাময়িক বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক রুল-১৯৪৫ ধারা লঙ্ঘন করায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকটি ওষুধের দোকানের ড্রাগ লাইসেন্স নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য সাময়িক বাতিল করা হয়েছে। আগরতলার হরিগঙ্গা বসাক রোডের বঙ্কিম মেডিক্যাল হল, মেলারমাঠের জিএস হেলথ কেয়ার এবং ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটের পূর্ণ মেডিক্যাল হল-র ড্রাগ লাইসেন্স ১০ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাময়িক বাতিল করা হয়েছে। ডেপুটি ড্রাগ কন্টোলার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গকুলনগর বাজারের স্বরূপানন্দ মেডিক্যাল হল-এর লাইসেন্স ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাময়িক বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে পশ্চিমজেলার কামালঘাটের নারায়ণ মেডিক্যাল হল, কুমারঘাটের নিরাময় মেডিক্যাল হল, উত্তর জেলার ধর্মনগর হসপিটাল রোডের মামন মেডিক্যাল হল, হসপিটাল রোডেরই ত্রিপুরেশ্বরী ড্রাগস, কাঞ্চনপুরের জম্পুই হিলের ভাংমুনস্থিত মার্সি মেডিক্যাল হল, সিপাহিজলা জেলার মেলাঘরের হসপিটাল রোডের নিউ পোদ্দার মেডিক্যাল হল, একই জায়গার মা মেডিক্যাল হল, আগরতলার কের চৌমুহনির রামকৃষ্ণ মেডিক্যাল হল, আগরতলার অফিসলেনস্থিত নিউ শ্রীশ্রী মা মেডিক্যাল হল এবং এডি নগরের কবিরাজটিলাস্থিত জীবনদ্বীপে-এর ড্রাগ লাইসেন্স ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, আগরতলা কৃষ্ণনগরের ঠাকুরপল্লি রোডস্থিত ভাইটেলাইজ মেডিকেয়ার সেন্টার ও উত্তরজেলার দামছড়াস্থিত শ্রীমা মেডিক্যাল হল-এর ড্রাগ লাইসেন্স ২৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এবং বামুটিয়ার কালিবাজারস্থিত শান্তি মেডিসিন সেন্টারের ড্রাগ লাইসেন্স ২০ ফেব্রুয়ারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১২৪ ▫ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং ▫ ২৮ মাঘ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নজরকাড়া জয়

ইন্দ্রপ্রস্ত কি পথ দেখাইল? বিজেপি ধুইয়া মুছিয়া যাইবার অবস্থা? গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার যেখানে সেখানে এই দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনে দলের বিপর্যয় দেশ জুড়িয়া রীতিমতো জোর প্রতিক্রিয়া আনিয়া দিল। দিল্লী দেশের রাজধানী বলে সেখানে বিধানসভা নির্বাচনের গুরত্বই আলাদা। গোটা দেশের নজর ছিল এই নির্বাচনের দিকে। দিল্লী দেখাইয়া দিল দেশবাসীকে। সত্তর আসনের মধ্যে আম আদমী পার্টি পাইয়াছে ৬২টি আসন। বিজেপির দখলে রহিয়াছে আটটি আসন। কংগ্রেস কার্য্যত নির্বাচনে প্রার্থী দিলেও লড়াই'র ময়দানেই ছিল না। আম আদমী পার্টির জয়ের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় নাই। একথা তো ঠিক, দিল্লীর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সমস্ত শক্তি নিয়া নামিয়াছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিজেপির নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া কেন্দ্রের এত মন্ত্রী নেতা ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন দিল্লীর নির্বাচনে। কিন্তু, শেষ রক্ষা আর হইল না। আম আদমী পার্টি জয়ের ইতিহাস রচনা করিল। দিল্লীর এই বিধানসভা নির্বাচন কি শিক্ষা দিল? এই নির্বাচন এই শিক্ষাই দিল যে, দম্ভ অহংকার পতনকেই ত্বরান্বিত করে মাত্র। কেন্দ্রের মোদি সরকার একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়া জনমনে বিরূপ প্রভাব ফেলিয়া চলিয়াছে। দেশ জুড়িয়াই এক অশান্তির পরিবেশ। সিএএ ও এনআরসির বিরূপ প্রভাব কি এই নির্বাচনে বিজেপিকে ডুবাইয়াছে? যদি তাহাই সত্যি হয় তাহা হইলে সামনে আরও যেসব রাজ্যে নির্বাচন আসছে সেখানেও তো এরকম বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। আর এজন্য বিজেপিকে এমনই আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়া নেওয়ার সংগ্রাম যে শুরু করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিল্লীর বিধানসভার এই নির্বাচনে আম আদমী পার্টি পাইয়াছে ৫৩.৬ শতাংশ ভোট। বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৩৮.৪ শতাংশ। কংগ্রেস পাইয়াছে ৪.৪ শতাংশ ভোট। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩টি াাসন পাইয়াছিল। এবারের নির্বাচনে তো কার্য্যত বাড়িয়া আটে উঠিয়াছে। এই অবস্থায় এইবার বিজেপি কি আত্মসন্তুষ্টি পাইবার কথা? আম আদমির বিরুদ্ধে এত ব্যাপক প্রচার, মুখ্যমন্ত্রী কেজরীওয়ালকে আতংকবাদী বলে অভিহিত করা এবং বিভাজনের তাস বিজেপির রাজনীতিতে সুবিধা দিল না। পরপর তৃতীয়বার আম আদমী পার্টির ক্ষমতারোহন রাজনীতির পথ কিভাবে আগাইবে এখন ইহাই বড় কথা বলা যাইতে পারে।

দিল্লীর বিধানসভা নির্বাচন গোটা দেশের সামনে কি বার্তা আনিয়া দিল? আজ রাজনীতিতে মূল্যবোধের অভাব, স্বচ্ছতার ঘাটতি, নৈতিকতার ঘাটতি গ্রাস করিতেছিল। যেন তেন প্রকারে ক্ষমতা দখলের প্রবণতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনেও গেরুয়া শিবির ধাক্কা খাইয়াছে। একথা স্পষ্টই বলা যাইতে পারে দেশ জুড়িয়া বিরোধীদের চরম অনৈক্যের মাঝে রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি ধাক্কা খাইতেছে। হয়ত বিজেপি নেতৃত্ব তাহা ঠাহর করিয়াই দিল্লী বিধানসভায় বিপুল জয়ের জন্য প্রাণপন লড়াই করিয়াছে। কিন্তু, আশার গুঁড়ে যে এইভাবে জল ঢালা হইবে তাহা হয়ত ভাবনার অতীত ছিল। আসল কথা হইল মানুষের বিবেক, মন তাহার অভিজ্ঞতা। দেশ জুড়িয়া মানুষ দেখিতেছে। সেখানেই আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে। কতদিন মানুষ অন্ধভাবে সব মানিয়া নিতে পারে? যদি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তাহা হইলে মানুষ যে দম্ভ অহংকারের জবাব দিতে জানে দিল্লীর নির্বাচন বোধহয় তাহাই দেখাইয়া দিয়াছে। দিল্লীর এই নির্বাচনী ফলাফল বিজেপির শাসনের বিরুদ্ধেই সুচ্চারিত হইল বলা যাইতে পারে। গণতন্ত্র, স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানাইয়াই এতকাল ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা চলিয়াছে। আজ পরিস্থিতি কি? আজ গণতন্ত্রের জন্য সরব হইতে হইবে। দিল্লীবাসী দেখাইয়া দিয়াছেন কিভাবে গণতন্ত্রের বিজয় পতাকা তুলিয়া ধরিতে হয়।

দিল্লীর বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমী পার্টির এই জয়কে নানা জনে নানাভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইবে। কিন্তু, একটা কথা খুব স্পষ্ট যে, মানুষের বিচার বুদ্ধিই বারবার এই দেশকে বাঁচাইয়াছে। স্বাধীনতার পর এই ভারতবর্ষে কত বিপর্য্যয় গিয়াছে। এখানে জরুরী অবস্থা জারী করিয়া মানুষের স্বাধীনতা গণতন্ত্র কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছিল। আজকের পরিস্থিতি কি? দিল্লীর মানুষ সেই স্বাধীনতাই ঘোষণা করিয়াছে। বিভাজনের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি, হিন্দুস্থান পাকিস্তানের রাজনীতি এই ভারতবর্ষে অচল। এখানে মনুষ্যত্বের জয় হয় বারবার। সমস্ত রকম ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন কায়েম ও উন্নয়নের স্রোতধারাকে আরও বেগবতী করিয়া আগাইয়া যাইতে পারিলেই আম আদমী মানুষের বিশ্বাসের মূল্য দিতে পারিবে। বিজেপি এই নির্বাচন হইতে শিক্ষা নিয়া নিশ্চয়ই আগামী দিনে নতুন চিন্তা চেতনায় আগাইয়া যাইবে। দিল্লীর নির্বাচন তো সেই বার্তাই স্পষ্ট করিয়া দিল।

চালু হয়ে গেল মাধ্যমিক পরীক্ষার কন্টোলরুম

কলকাতা,১১ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.) : আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষার সংক্রান্ত যে কোনও খুঁটিনাটি জানার জন্য আজ মঙ্গলবার থেকে চালু হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কন্টোলরূম। মাধ্যমিক পরীক্ষার সংক্রান্ত যে কোনও খুঁটিনাটি জানার পাশাপাশি পরীক্ষার কোনও সমস্যার কথাও জানানো যাবে হেল্পলাইন নম্বরে।নম্বর দুটি হল ০৩৩-২৩৫৯-২২৬৪ এবং ০৩৩-২৩৫৯-২২৭৪, এছাড়াও সমস্যার কথা জানিয়ে ইমেল করা যেতে পারে ঠিকানায় দ্বখত্মাঞ্চদ্বদ্ধ.দাঞ্চহ্দ্ধস্তুদ্বস্থন.ত্বদ্রদ্ব। কন্টোলরুম খোলা থাকবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি। আর কন্টোলরূম খোলা থাকবে ২৭ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার শেষ দিন পর্যন্ত।

কন্টোল রুম প্রসঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব পার্থ কর্মকার বলেন, যে কোনও সমস্যা হবে সেটা কন্টোলরুমে ফোন করে জানাতে পারবে। পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক যে কেউ সমস্যা নিয়ে ফোন করতে পারবেন। যেমন অ্যাডমিট কার্ডে ভুলে আছে, অ্যাডমিট কার্ড আসেনি বা নামের ভুল আছে বা পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও বিষয় হতে পারে। অনেক সময় পরীক্ষা দিতে আসার সময় বা পরীক্ষা চলাকালীন ছোটখাটো কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়লে নিয়ম অনুযায়ী, রাইটার কীভাবে পাবে তার জন্য বা হাসপাতালে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতির জন্য ফোন করা যাবে'।

২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৮ ফ্রেবুয়ারি (মঙ্গলবার) প্রথম ভাষা-র পরীক্ষার। এরপর ১৯ ফ্রেবুয়ারি (বুধবার) দ্বিতীয় ভাষা। ২০ ফ্রেবুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ভূগোল। ২২ ফেবুয়ারি (শনিবার) ইতিহাস। ২৪ ফ্রেবুয়ারি (সোমবার) অঙ্ক ঊ২৫ ফ্রেবুয়ারি (মঙ্গলবার) ভৌত বিজ্ঞান। ২৬ ফ্রেবুয়ারি (বুধবার) জীবন বিজ্ঞানঊ ২৭ ফ্রেবুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ঐচ্ছিক বিষয়ের মাধ্যমে শেষ হবে ২০২০-র মাধ্যমিক পরীক্ষা।

ব্যবসায়ীর মৃতদেহ ঘিরে উত্তপ্ত পাইকপাড়া

কলকাতা, ১১ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.) : সিঁথি থানায় ব্যবসায়ী রাজকুমার সাউয়ের মৃত্যু নিয়ে সোমবার থেকে উতপ্ত পাইকপাড়া চত্বর ঊমঙ্গলবার পুলিশী নিরাপত্তায় হাসপাতাল থেকে ওই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ পাইকপাড়ার তার বাড়িতে নিয়ে এলে মৃতদেহ ঘিরে উতপ্ত হয়ে ওঠে পাইকপাড়া ঊপুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী।

বছর ৫৩-র মৃত ওই ব্যবসায়ী রাজকুমার সাউ পাইকপাড়ার বাসিন্দা ঊ বাড়ির পাশেই তাঁর কাগজ ও লোহার ছাঁটের দোকান। অভিযোগ উঠেছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার সিঁথি থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ওই ব্যবসায়ীকে ঊ অভিযোগ, থানায় তাঁকে মারধর করা হয়, এমনকি বিদ্যুতের 'শক'ও দেওয়া হয়ঊ তার জেরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই প্রৌঢ়ঊ পরে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ ব্যবসায়ীর মৃত দেহে বাড়িতে নিয়ে এলে ফের উতপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ঊ জুতো হাতে পুলিশকে তাড়া করে উত্তেজিত এলাকাবাসী।

প্রবল হত্যাকাণ্ডের পরিশিষ্ট

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে, কেনিয়ার নানউকি শহর থেকে ট্রান্স-আফ্রিকান হাইওয়ে ধরে, একটি সাইকেল সঙ্গী করে, এক বিচিত্র পথ চলা শুরু হয়েছিল আমার। উদ্দেশ্য ছিল পাড়ি দেব বিষুবরেখা থেকে মকরক্রান্তি রেখা। নানইউকি থেকে নাইরোবি হয়ে প্রথমে পৌঁছেছিলাম কিলিমাঞ্জারোর পায়ের তলার ছোট শহর আরুশায়। সেখান থেকে দার-আস-সালামে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ছুঁয়ে, আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে মালাউয়ি, জাম্বিয়া পার হয়ে আমার সাইকেল চালানো শেষ হয়েছিল নামিবিয়ার পশ্চিম উপকূলের ওয়াল্ভিস বন্দরে। আফ্রিকা মহাদেশের পাঁচটা দেশ ও পাঁচ হাজার কিলোমিটারের একটু বেশি পথ আমি চলেছিলাম একা। একটু একটু করে পার হয়েছিলাম ভূগোল বইয়ে পড়া সেই গ্রেট রিফ্‌ট উপত্যকা, মাসাই স্টেপে, দার -এর -সালামের বন্দর, ডেভিড লিভিংস্টোনে স্মৃতি জড়ানো লেক নিয়াসা (লেক মালাউয়ি), জাম্বেজির জঙ্গল, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত,ওকাভাঙ্গোর জলাভূমি, কুখ্যাত ট্রান্স কালাহারি হাইওয়ে এবং শেষে নামিব মরুভূমি। আমার পথ চলা ছিল সর্বজয়ার সেই হাঁ-করা ছেলেটার মতো। চোখ খোলা ছিল ইতিহাসে। দৃষ্টি স্থির ছিল মানুষের অতীত থেকে প্রাত্যহিক সংগ্রাম। সে ছিল নীরবে, নতশিরে কিছু শিখে নেওয়ার যাত্রা। জীবনের কিছু উত্তর খুঁজে নেওয়ার যাত্রা।

জাম্বিয়ার লিভিংস্টোন শহর থেকে পশ্চিম দিকে অনেকটা পথ চলার পর, আমি নামিবিয়া প্রবেশ করেছিলাম 'ক্যাপ্রিভি স্ট্রিপ'-এর একেবারে শেষ প্রান্তের এক বর্ডার পোস্ট দিয়ে সীমান্ত থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরের ছোট শহর কাটিমা মুলিলোয়, জাম্বেনিজ নদীর পারে, কাটিয়েছিলাম নামিবিয়ার প্রথম রাত। ক্যাম্প সাইটের ম্যানেজার বলেছিলেন নদীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে আমার তাবু লাগাতে। বলেছিলেন, 'রাতে ওরা জল থেকে উঠে আসে মাঝেমধ্যেই। জল থেকে একটু দূরে থাকবেন, ব্যস, অসুবিধে হবে না। তাছাড়া আমাদের নাইট গার্ড তো আছেই। সেরকম কিন্তু হলে আপনাকে ডেকে দেবে। আপনি তাঁবু ছেড়ে চট করে বেরিয়ে আসতে পারবেন তো? আমি ভেবেছিলাম এতো সাবধানবাণী কীসের জন্য রে বাবা! যথাসময়ে ব্যাপারটা পরিষ্কারও হয়ে গিয়েছিল।

তাঁবু লাগিয়ে,অল্প রান্না সারতে না সারতেই সূর্য ঢলেছিল অস্তাচলে। আর ঠিক তখনই, আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে, একের পর এক হিপোর ডাকে মুখর হয়ে উঠেছিল জাম্বেজির জল। মনে হয়েছিল, যেন কথা বলছে ওরা সারাদিনের পর। বুঝেছিলাম, এইবার ওরা উঠে আসবে নদীর পারে। এদের থেকে সাবধান থাকার কথাই তো ম্যানেজার সাহেব বলছিলেন। হিপোর ডাকেই রাত নেমেছিল। আমার দীর্ঘ অ্যাডভেঞ্চার যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে সেদিন আমি। তাই কিছুটা হয়তো উত্তেজনায় আর বাকিটা

রোমাঞ্চে ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল অনেক।

মাঝরাতে একবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়িযে ছিলাম নদীর দিকে চেয়ে।

বেলুড়ের গঙ্গার ধারে বড় হওয়া ছেলে এত অদ্ভুত যাত্রায় আজ জাম্বেজি নদীর পারে---এটা ভাবতেই বেশ মজা লাগছিল। অবাক লাগছিল তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে। আকাশজুড়ে তারার মেলা। অথচ তাদের কাউকেই চিনতে পারছিলাম না। দক্ষিণ গোলার্ধের তারামণ্ডল বা 'কনস্টিলেশন' অচেনা একেবারেই আমার। তবু সন্ধের মুখে, পশ্চিম আকাশে, যে তারামণ্ডল উঠেছিল, তার কথা বহু শোনা এবং পড়া। 'সাদার্ন ক্রস' বা 'ত্রুক্স' তার নাম। এই 'কনস্টিলেশন' দেখেই একসময় নাবিকরা দিকনির্ধারণ করতেন। এই ত্রুক্সের দু'টি তারা জুড়ে এক কাল্পনিক রেখা টানলেই তা সরাসরি পথ দেখায় দক্ষিণ মেরুর। মজার ব্যাপার হল, আমাদের গোটা আকাশে চোখে দেখা যায় মোট ৮৮টি তারামণ্ডল। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম হল 'ত্রুক্স'।

আকাশের বুকে লেখা অগণিত শিক্ষার যেন এ-ও এখ সহজ পাঠ।

ক্ষুদ্র মানেই ফেলনা নয়, অশেষ তাৎপর্য থাকতেই পারে তার সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরে।

(২)

১৮৯০ থেকে আরম্ভ করে ১৯৯০। এই ১০০ বছরকে যদি যুদ্ধের ক্যালেন্ডারে দেখা যায়, তাহলে ক্যাপ্রিভি স্টিপে দেখা যাবে বেশিরভাগই লাল 'কালি' (পড়তে হবে 'রক্ত') -র দাগ।

অ্যাঙ্গোলা, বোতসোয়ানা, জাম্বিয়ার মধ্যে স্যান্ডইউচ হয়ে থাকা একপালি জমি। একেনিয়ে সাহেবসুবোরা নিজেদের মধ্যে মারামারি আর কাড়াকাড়ি না রে যদি সেই লোজি রাজাদের হাতেই ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে বোধহয় এত হিংসার ইতিহাস রচিত হত না। সাহেবদের বুনে যাওয়া বিবাদের বীজ আজও টিকে আছে ক্যাপ্রিভি স্ট্রিপে। হালে 'ক্যাপ্রিভি লিবারেশন আমি নাম দিয়ে ফের রক্তাক্ত এই অঞ্চল। অ্যাঙ্গোলার জঙ্গিদের মদতে তারা চায় স্বাধীন 'ক্যাপ্রিভি'। ১৯৯৯-তেই ক্যাপ্রিভি লিবারেশন আর্মি আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছিল কাটিমা মুলিলো শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তর। তাদের দখলে চলে গিয়েছিল ওয়েনেলা বর্ডার পোস্ট, কাটিমা রেডিও স্টেশন, থানা এমনকী, একটি সেনা ছাউনি। কয়েক দিনের মধ্যেই নামিবিয়ার সেনা কঠিন হাতে সেই পরিস্থিতির সামাল দিয়েছিল। ১০০ বছর আগে হলে এই ঘটনাকে বলা হত 'বিদ্রোহ দমন'; আর আজ তা এক 'বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন'-কে কঠোর হাতে শাসন। অথচ,এই খবরের উল্টোপিঠে,এটাই হয়তো কারও 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'।

২০০২-এ এই বিদ্রোহীরা ঘোষণা করে দিয়েছে স্বাধীন ক্যাপ্রিভি রাষ্ট্রের। নামিবিয়ার অধীনেও আর থাকতে চায় না তারা। স্বাধীনতা পেলে এই দেশের নাম আবার হবে 'ইনটেঙ্গা'। এ যেন ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে লোজি রাজাদের সেই রাজত্বে আবার ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি এবং প্রতিশ্রুতি। ক্যাপ্রিভি স্ট্রিপের আজকের লড়াই আর জমি দখল করে থাকা সাদা চামড়ার বহিরাগতদের সঙ্গে নয়। সংগ্রাম তাদের স্বজাতীয় নামিবিয়ার হেরেরো, নামা, বুশম্যানদের সঙ্গে। একসময় ইনটেঙ্গা তো স্বাধীন এক রাজ্যই ছিল। বোতসোয়ানা, নামিবিয়া, জম্বিয়া, অ্যাঙ্গোলা---কারওরই অধীন ছিল না। বিদ্রোহের ইতিহাস ও ভূগোল,কোনটাই তো আঞ্চলিক নয়। সব দেশের সকল রাজ্যে বিষয়টি সমান প্রাসঙ্গিক। আমাদের নিজের দেশে, এমনকী, রাজ্যেও কি তা দেখি না প্রতিদিন?রাজনীতির ধূর্ত চালে ধামাচাপা দেওয়ার থাকে নাকি এমন অনেক ক্যাপ্রিভি স্ট্রিপ।

তাই সেদিন, জাম্বেজি নদীর পারে একটা ছোট্ট তাঁবুর মধ্যে শুয়ে 'সাদার্ন ক্রস' এর মতো একই সঙ্গে আমার মনে হয়েছিল 'কাটিমা মুলিলো' শব্দটারকথা, লোজি ভাষায় যার অর্থ 'আগুন নিভল'। জাম্বেজির জলযে তার দু'কুলে বাস করা মানুষগুলোর বুক জুড়িয়ে, আগুন, ক্ষুধার আগুন, স্বাধীনভাবে বাঁচার আগুন। সবার তৃষ্ণা মিটিয়ে রয়ে চলেছে জাম্বিজি।

(৩)

এরপরের দশদিনে নামিবিয়ায় অনেকটা পথ পার হয়ে গিয়েছিলাম। ক্যাপ্রিভি স্ট্রিপ, কাভাংগো অঞ্চল পার হয়ে আমি ক্রমশ এগিয়ে চলছিলাম নামিব মরুভূমির দিকে। মহাকাশের বিস্ময়দূত, বিশ্বের বৃহত্তম উল্কাপিণ্ড 'হোবা' দেখে সেদিন যাচ্ছিলাম ওটাভি নামের এক প্রাণহীন ছোট্ট গ্রামের দিকে। হোবা দেখতে যাওয়ার ফলে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল, আর ওটাভি মাউন্টেন রেঞ্জও আমাকে সহজে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল না। মাঝে মাঝেই ধুলোর ঝড় উঠছিল। নাক-মুখ বেদুইনদের মতো ঢেকে আমি সাইকেল চালাচ্ছিলাম। টুইস্টার ঝড়ের মতো ধুলোর স্তম্ভগুলো বহুদূর থেকে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই ধুলোর ঝড়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ধোঁয়া। একটু পরেই বুঝেছিলাম, ধোঁয়ার উৎস আমার পথের পাশের অরণ্য। বুঝতে পেরেছিলাম, এতক্ষণ ধুলোর ঝন থেকে বাঁচতে গিয়ে ভাল করে পথের দু'পাশে তাকাতেই ভুলে গিয়েছিলাম আমি। সাইকেল থামিয়ে থমকে দাঁড়াতেই হয়েছিল।

আমার দু'পাশে, মাইলের পর মাইল জুড়ে শুয়ে ছিল এক অরণ্যের শ্মশান। আগুন জ্বলছিল না। জমি ঢেকেছিল ছাইয়ের প্রলেপে। যত এগিয়েছিলাম রাস্তারধার জুড়ে দেখা দিয়েছিল এক প্রবল হত্যাকাণ্ডর পরিশিষ্ট। পথের ধারে কখনও দেখিছিলাম আধপোড়া সাপ,কখনও খরগোশের অবশিষ্ট শব। বুঝছিলাম, এক প্রকাণ্ড দাবানল বয়ে গিয়েছে এখানে। ওটাভি পৌঁছে জানতে পেরেছিলাম এই দাবানলের সৃষ্টি মানুষেরই হাতে। গোচারণ বুমি বাড়ানোর জন্য, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এমনটা নাকি করেই থাকেন ফি বছর। তবে এ বছর নাকি সেই আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, যে তাকে থামানো সম্ভব হয়নি।

'এয়ার কোয়ালিটিইনডেক্স', পি-টু' মুখোশ,'এয়ার পিউরিফায়ার', 'ক্লাইমেট রিফিউজি' এই সব শব্দ আজ প্রাত্যহিক। ইংল্যান্ডের এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক রিচার্ড বেটসের মতো, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি এভাবেই বাড়তে থাকে, তাহলে আজকের অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই ভবিষ্যতের পৃথিবীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। 'কর্পোরেট গ্রিড ওভার হিউম্যান নিড'-এর দর্শন তো সেই কবেই সভ্যতার নয়নের মণি হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের এই ভয়াবহ নতুন বাস্তব থেকে জন্ম নিয়েছে এক নতুন শব্দ। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা দানিয়েলে সেলেরমাহের বলেছেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে, এ এক নতুন ধরনের 'ক্রাইম'। 'জেনোসাইড' নয়, কেবলমাত্র প্রকৃতি ধ্বংস অর্থাৎ, 'ইকোসাইড' নয় এ হল এক সর্বাত্মক সংহার,তাই একে বলা উচিত, 'ওমনিসাইড'।

আজ তাই কখনও অস্ট্রেলিয়া, কখনও ইন্দোনেশিয়া, কখনও আমাজনে মনে করিয়ে দিচ্ছে নামিবিয়ার সেই ভিষণ্ণ, আধপোড়া অরণ্য এবং তার ধারে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলির কথা। আজ এই ওমনিসাইডই যদি বর্তমান বিশ্বের শাসকদরে দর্শন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে মানুষের ভবিষ্যৎ কি অস্ট্রেলিয়ার মতোই দেখতে হবে? (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

বাঙালী নির্যাতনের নজির আনন্দনগর

হরিগোপাল দেবনাথ

মহাজনোক্তি রয়েছে—অদৃষ্ট-কর্তৃক বাঙালী মারের পর মার খেয়েও মরবে নাট মারের উপর মাথা তুলেই সে বেঁচে থাকবে ও পরমশ্বরের কৃপায় অসাধ্য সে সাধন করবেই। বাঙালী কবি তাঁর লেখনীর আঁচড়েই ফুটিয়ে তুলেছেন তার হৃদয়বার্তা--- "মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি" বস্তুত এসব কথাগুলো যে শুধু বাহবা স্ফোটক বা অসারের তর্জন গর্জন তা তো নয়। কেননা, সত্যিই যে বাঙালীর মনাস্বিতা ও তেজস্বিতা তুলনাহীন শুধু নয়, বিশ্বজয় সূচক তাও কিন্তু বাঙালী মাত্রেই বারবার প্রমাণ রেখেছে বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা। কথাগুলো যে স্রেফ কথার কথাই নয় ও বাস্তবাত-নির্ভর নিখুঁত সত্য এর দু'চারটে প্রমাণ মূলক নজির এখানে উল্লেখ করেই তবে শিরোনামে উল্লেখিত আনন্দনগর ও তার সমপর্যায়ের ঘটনার ইঙ্গিত প্রকাশ করব। পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন। বাংলার মরমী কবি ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা পংক্তিগুলো- "গঙ্গা-রাঢ় পাল রাজার বীর্য গরিমা/ চন্ডীদাস জয়দেবের ছন্দ মহিমা/ ঢেউ তাদের দেয় মোদের চিত্তে নব বল।" এবারে, বাঙালীর বীর্যবত্তার দু'চারটে নজির এখানে তুলে ধরছি--- ১)ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস অদ্যাপি নিখুঁতভাবে পুস্তকাকারে তৈরি হয় নি। অর্থাৎ এযাবৎ যা ' লেখা হয়েছে ও যতটুকুই লেখা হয়েছে, এর অধিকাংশই হয়তো ইচ্ছাকৃত বিকৃত ধরনের, অসত্যকে ফলাও করতে বেয়ে সত্যের ধামাচাপা রাখার অপকৌশল, বাঙালীকে খাটো বা হেয় করতে চেয়ে অন্যদের ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে দেখানোর কারসাজি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃত ইতিহাসকে চাপা রাখার অপচেষ্টাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে যথেষ্ট রূপে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীকে "যুদ্ধাপরাধী" সাজিয়ে বর্তমানের বিকৃত ইতিহাস কিন্তু বাঙালীকেই লজ্জিত করছে। অথচ এর আশানুরূপ প্রতিবাদ হচ্ছে কোথায়? ক'জনেই বা আমরা সঠিক তথ্য জানতে পেরিছি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের কোন কোন জনগোষ্ঠীর ত্যাগ, বীর্যবত্তা ও আত্মোৎতাগের পরিমাপ কতটুকু? আর কতটুকুই বা সঠিক বার্তার সন্ধান পেয়েছি উক্ত সংগ্রামে কাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বৃত্তান্ত কত কী? ২) সর্বশেষে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির মুহূর্তে দেশ বিভাজনের মূল উদ্দেশ্যটাই যে ছিল বাঙালী জনগোষ্ঠীটাকে নিঃশেষ করে দেওয়া ও পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বাংলা তথা বঙ্গ দেশটাকেই মুছে ফেলা ও একই উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেয়ে একদিকে ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদীদের চক্রান্ত ও অপরদিকে উর্দু সাম্রাজ্যবাদী ও হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীদের যে গভীর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, এর আনুপূর্বিক ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা কীভাবে জানতে পারবে বলে বাঙালী বিদ্বজ্জনেরা বর্তমানে ভাবছেন? আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা ১৯৫২ সালে পূর্ব বাঙালায়, ১৯৬১ সালে শিলচরে যে আত্মোৎসর্গের নজির স্থাপিত হয়েছে, পৃথিবীতে এর সমকক্ষ আর করা রয়েছেন?

৩) পূর্ব বাঙলার মুক্তি সংগ্রামে ৩০ লাখ বাঙালীর প্রাণ ও ৩ লক্ষেরও বেশী বাঙালী মাও বোনেদের আত্মসম্মানের বিনিময়ে পাক-বাহিনীর ৯০ হাজার সৈন্যের নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের নজির আর কোথায় কারা কবে দেখেতে পেরেছেন? এছাড়া অবর্ণনীয় ক্লেশ, নির্যাতন, দুঃখ ও প্রাণের বিনিময়ে শত্রু পক্ষের কাছ থেকে বর্তমান বাংলা দেশটাকে ছিনিয়ে আনার যে নজির বাঙালীর স্থাপন করলেন এরই বা সমকক্ষ ও সমতুল্য কারা হবেন? যাক, এবারে মূল প্রসেঙ্গর ফিরে আসি পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই মনে করতে পারছেন, বিগত ২-৩ বছর পূর্বে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চপুর মহকুমার কালীরাম পাড়াতে মিজোরামের রিয়াং শরনার্থীরা অতর্কিতে সেখানকার বাঙালী জনবসতির ওপর হামলা চালায়। বসত ঘরে আগুন দেয়, বাড়ি ঘরে ও দোকানপাটে লুটপাট চালায়, স্থাবর অস্থাবর জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়, গবাদি পশু চুরি করে নেয়। বিপন্ন ও অসহায় বাঙালীরা প্রাণ রক্ষার্থে স্থানীয় থানায় ও ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। সেখানে তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধদের দিন কাটাতে হয়েছে। কোন প্রতিকার আজও হয় নি।

গত বাম জমানায় উগ্রপন্থীদের হামলায় আক্রান্ত ও বাস্তুহারা অসংখ্য বাঙালী পরিবারের লোক জনের সস্থানে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ এখনও ঝুলে রয়েছে। ১৯৮০ সালের ভ্রাতৃঘাতী গণহত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ এখনও অধরা।

গত ১০ ই জানুয়ারি ক্যা-বিরোধী আন্দোলনে অসংযত রিয়াং শরণার্থীরা আবারও জঙ্গীপনা দেখাল। শিকারে পরিণত হল অসহায় স্থানীয় বাঙালীরাই। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই হামলাকীরদের ওপর অতীব সদাসয় তার পরিচয় রাখালেন। অথচ একই যাত্রায় দুই হল। অর্থাৎ আক্রমণ কারীরা পুরস্কার পেল আর আক্রান্তরা পেল অবর্ণনীয় নির্যাতন। থানায় তাদের সম্পত্তির হরণের এফ আই আর রাখা হল না। শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষের বেঁচে থাকার মত খাদ্যের সংস্থান করা হচ্ছে না। অশ্রিতদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত নেই। এর পর কোনও মুখে সরকার স্লোগান সোনাচ্ছেন--- সবকা সাথ সবকা বিকাশ? তদুপরি, সরকারের এই ধরনের নীতিকে কী আখ্যা দেওয়া সম্মত হবে, বিবেকবান ও বিচারশীল ব্যাষ্টিরা একবার অন্তত ভাবনে কী কেন বর্তমান সরকার এ ধরনের পক্ষপাত মূলক আচরণ করছেন? এতে তাদের কী রূপ মানসিকতার প্রমাণ মিলছে? কেন বর্তমান সরকার কি উক্ত আনন্দনগরের অসহায় অশ্রিতদের কাছ থেকে বিগত ২০১৭ -১৮-র ভোট পেয়েই নির্বাচিত হন নি? তাহলে সাধরণ কৃতজ্ঞতাবোধ ও মানবিকতার জ্ঞান রহিত হয়ে তাঁরা অন্ধ ও বধির সাজাবেন কেন?

মঙ্গলবার শিক্ষা ভবনে সেভ এডুকেশন নিয়ে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশের সেন্টমার্টিনে ট্রলারডুবিতে ১৫ রোহিঙ্গার মৃত্যু, নিখোঁজ ৫২

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১১।কক্সবাজারের টেকনাফের বঙ্গোপসাগরে একটি ট্রলার ডুবে অন্তত ১৫ রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়েছে। সাগর থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনও নিখোঁজ অন্তত ৪০ জন। তাদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী। সমুদ্রপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে সোমবার গভীর রাতে সেন্টমার্টিনের ছেঁড়াদ্বীপের দণি-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবির এ ঘটনা ঘটে। সেন্টমার্টিন কোস্টগার্ডের স্টেশন কমান্ডার লে. নাঈম উল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

লে. নাঈম উল হক বলেন, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর থেকে ১৫ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি ৬২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। এখনও ৫২ জনের মতো নিখোঁজ। জীবিত উদ্ধার ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে নাঈম উল হক বলেন, নিখোঁজদের উদ্ধারের চেষ্টা করছি আমরা। ট্রলারডুবিতে হতাহতদের সবাই রোহিঙ্গা। টেকনাফ থেকে সমুদ্রপথে ট্রলারযোগে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় যাচ্ছিলেন তারা। তাদের ট্রলারে ১২০ জনের মতো রোহিঙ্গা ছিলেন। এর মধ্যে ১৫ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কেউ কেউ সাঁতরে কূলে উঠে পালিয়ে গেছেন। অনেকেই নিখোঁজ। উদ্ধারকাজ চলছে। উদ্ধার রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন, সোমবার রাতে সমুদ্রপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তারা। সেন্টমার্টিনের ছেঁড়াদ্বীপের দণি-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটে। এতে অনেকেই ডুবে যান। কেউ কেউ সাঁতরে পার হন।

কক্সবাজারের টেকনাফে বঙ্গোপসাগরে ছোট ছোট পাঁচটি বোটে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন ১৩৮ জন রোহিঙ্গা। পরে তাদের আরেকটি বোটে তোলার পরই সেটি ডুবে যায়। কোস্টগার্ড সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, জীবিত উদ্ধার ৭১ জনের মধ্যে ২৪ জন পুরুষ, ৪৪ নারী ও তিন শিশু। মৃত অবস্থায় উদ্ধার ১৫ জনের মধ্যে তিন শিশু ও ১২ নারী ছিলেন। নিহত ১৫ জনকে টেকনাফে তাদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সহকারী পরিচালক (গোয়েন্দা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম হামিদুল ইসলাম জানান, ১৩৮ জনের মধ্যে নিখোঁজ ৫২ জন। তাদের উদ্ধারে যৌথভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড।তিনি বলেন,উদ্ধার অভিযানকালে ওই বড় বোট থেকে দুজন দালালকে আটক করে কোস্টগার্ড। এ ব্যাপারে তাদের বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এরপর আইনগত পদপে নেয়া হবে।প্রকৃতপে পাঁচটা ছোট বোটে মোট ১৩৮ জন রোহিঙ্গা মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। পরে দালাল তাদের অপর একটি বোটে তুলে নিয়ে রওনা হলে, সেটি আজ ভোরে ডুবে যায়। সকাল থেকে আরেকটি নিখোঁজ বোটের কথা বলা হলেও সেটি মূলত ওই ছোট বোটগুলোরই একটি।

এর আগে সেন্টমার্টিন কোস্টগার্ডের স্টেশন কমান্ডার লে. নাঈম উল হক বলেন,নিখোঁজদের উদ্ধারের চেষ্টা করছি আমরা। ট্রলারডুবিতে হতাহতদের সবাই রোহিঙ্গা।টেকনাফ থেকে সমুদ্রপথে ট্রলারযোগে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় যাচ্ছিলেন তারা।

উদ্ধার রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন, সোমবার রাতে সমুদ্রপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন তারা। সেন্টমার্টিনের ছেঁড়াদ্বীপের দণি-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ট্রলার ডুবে যায়। এতে অনেকেই ডুবে যান। কেউ কেউ সাঁতরে পার হন।দালালরা তাদের সবাইকে ওই বড় বোটে তুলে নেয়। রাত ৪টায় সেন্টমার্টিন থেকে ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে সমুদ্রে পাথরের সাথে ধাক্কা লেগে বোটের তলা ফেটে যায়। এতে পানি প্রবেশ করে তা ডুবে যায়। খবর পেয়ে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড স্টেশন সেন্টমার্টিন ও টেকনাফ থেকে দুটি উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। শুরু করে উদ্ধার অভিযান। তখন সাগরে ভাসমান অবস্থায় ৭১ জনকে জীবিত এবং ১৫ জনকে মৃত উদ্ধার করা হয়। দুপুর নাগাদ ডুবন্ত বোটটি উদ্ধার করে সেন্টমার্টিনে নিয়ে আসা হয়। উদ্ধার জীবিত রোহিঙ্গাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিচ্ছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। মৃতদের যথাযথ নিয়ামানুযায়ী টেকনাফে তাদের স্বজনদের কাছে হস্থান্তর করা হয়। উদ্ধার অভিযানে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড জাহাজ মনসুর আলী, শ্যামল বাংলা ও ছোট বড় বেশ কয়েকটি বোট নিয়োজিত রয়েছে।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ডুবে যাওয়া ট্রলারের রোহিঙ্গারা নুর আলম ও সৈয়দ আলম নামের দুই দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাচ্ছিলেন। দুই দালালও ডুবে যাওয়া বোটে ছিলেন।

বিয়ে করে সংসার পাততেই দল বেঁধে মালয়েশিয়া যাচ্ছিলেন রোহিঙ্গা তরুণীরা! এমনটি জানিয়েছেন কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন সাগরের দণি-পশ্চিমাংশে ট্রলার ডুবির ঘটনায় উদ্ধার হওয়া বেশ কয়েকজন তরুণী। কক্সবাজারের টেকনাফের বঙ্গোপসাগরে সোমবার গভীর রাতে ট্রলার ডুবির ওই ঘটনায় অন্তত ১৫ রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়। সাগর থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনও নিখোঁজ অন্তত ৫২ জন। তাদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী। মর্মান্তিক ওই ঘটনায় দুই দালালকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সহকারী পরিচালক (গোয়েন্দা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম হামিদুল ইসলাম জানান, ১৩৮ জনের মধ্যে নিখোঁজ রয়েছেন ৫২ জন। তাদের উদ্ধারে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড। তিনি বলেন,উদ্ধার অভিযানকালে ওই বড় বোট থেকে দুই দালালকে আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এরপর আইনগত পদপে নেয়া হবে। উদ্ধার হওয়া টেকনাফের শামলাপুর ক্যাম্পের তরুণী খতিজা বেগম বলেন,বাবা নেই, তাই যৌতুক দিয়ে বিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না। ভবিষ্যত অন্ধকার চিন্তায় জীবনটা এলোমেলো চলছে। পরিচিতদের মাধ্যমে জেনেছি, মালয়েশিয়ায় স্থানীয় ও প্রবাসীরা বিনা যৌতুকে তরুণীদের সম্মান দিয়ে বউ করে নেন। তাই সংসারি হতেই ঝুঁকি নিয়ে ট্রলারে মালয়েশিয়া পাড়ি দিচ্ছিলাম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের সহায় হয়নি। একই কথা বলেন মধুরছড়া ক্যাম্প থেকে ট্রলারে ওঠা রোকসানা বেগম, জাদিমুরার হোসনে আরা, লম্বাশিয়ার ইয়াসমিন। তারা বলেন, ক্যাম্পে জীবনটা বিষিয়ে উঠেছে। স্বজাতিরাই অসহনীয় আচরণ করেন। এখানে সময়টা অতিবাহিত হলেও বুড়িয়ে যেতে হচ্ছে। তাই পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যতের সন্ধানে আমরা ঝুঁকি নিয়েছি।

উদ্ধার হওয়া এসব রোহিঙ্গা তরুণীর সঙ্গে রয়েছেন কিছু বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তাও। তাদের মধ্যে নূর বানু ও ছলেমা খাতুন বলেন, কোনো একটা কাজে যোগ দিয়ে সন্তান ও নিজেদের সামনের দিনগুলো সুন্দর করার আশায় আমরা ট্রলারে মালয়েশিয়া পৌঁছাতে চেষ্টা করেছিলাম। এভাবে মাঝ সাগরে ট্রলার ডুবে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে কল্পনাও করিনি।

সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান উদ্ধার হওয়া রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি এমন তথ্য দেন। তিনি বলেন, উদ্ধার হওয়া রোহিঙ্গারা ভেঙে যাওয়া নিজেদের স্বপ্নের কথা বলার পাশাপাশি আরও জানান, অর্থলোভী পাচারচক্র ইচ্ছা করেই অমানবিকভাবে সাগরের মাঝপথে ট্রলারটি ফুটো করে ডুবিয়ে দিয়েছেন এমন ধারণা তাদের। আল্লাহ সহায় ছিলেন বলে মৃতের সংখ্যা কম হয়েছে, জানান উদ্ধার হওয়া রোহিঙ্গারা। ডুবে যাওয়া ট্রলারে ১২০ থেকে ১২৫ নারী-পুরুষ ও শিশু ছিল।

সূত্র মতে, প্রশাসনিক কড়াকড়িতে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে সাগরপথে ছয়ের পাতায়

বিজেপি-র সমর্পণ দিবস পালিত কাছাড় জেলার কাটিগড়া ও কালাইন মণ্ডলে

কাটিগড়া (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : বিজেপি-র সমর্পণ দিবস পালিত হলো বিজেপি কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া ও কালাইন মণ্ডলে। একাত্ম মানবতাবাদ দর্শনের প্রবর্তক, ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যু দিবসতে সমর্পণ দিবস হিসেবে পালন করেছে বিজেপি-র কাটিগড়া মণ্ডল। প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের পর মণ্ডল সভাপতি বিশালাক্ষ দেবের পৌরোহিত্যে এক সভা শুরু হয়।

সভায় বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা নির্মলেন্দু চক্রবর্তী বলেন, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একজন আদর্শবান শিক্ষাবিদ ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংস্পর্শে আসেন তিনি। পণ্ডিতজির জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন নির্মলেন্দু চক্রবর্তী। এছাড়া বক্তব্য পেশ করেন মণ্ডল সদস্য অমলেন্দু মালাকার, দক্ষিণ কাটিগড়া জেলা পরিষদ সদস্য অসীম দত্ত, বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে বিশালাক্ষ দেব বলেন, আগামী বুথসভায় "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে কাটিগড়া মণ্ডলের অন্তর্গত ৮৮টি বুথের মধ্যে ৮৪টি বুথে একজন করে "মন কি বাত" ইনচার্জ প্রদান করা হয়েছে। সকলের নাম প্রকাশ করেন তিনি। সভা শেষে উপস্থিত সবাই নিজের নিজের সাধ্যমতো অনুদান দিয়ে সমর্পণ-অর্ঘ্য প্রদান করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটিগড়া মণ্ডলের সহ-সভাপতি সজলরঞ্জন দেব, দুই সাধারণ সম্পাদক জয়াশিস দাস ও সুভাষ মজুমদার। কাটিগড়া আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সহ-সভাপতি দিব্যজ্যোতি পাল, মণ্ডল কমিটির বিভিন্ন সদস্য-সহ সক্রিয় কর্মীরা।

এদিকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে "সমর্পণ দিবস" উপলক্ষ্যে কালাইন বিজেপি-র মণ্ডল কার্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন মণ্ডল সহ-সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি বিপ্লবকান্তি পাল, ভূপেন্দ্র বৈষ্ণব, সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দাস, অমিতাভ চক্রবর্তী, বাবলু দাস, সৌমিত্র পাল, ভুবন রাজোয়ার, অসিত দাস-সহ অনেকে।

জম্মুতে হিজবুল-মদতদাতা সন্দেহভাজন গ্রেফতার, মেন্ধরে খতম ৩ জন পাক সন্ত্রাসবাদী

জম্মু ও শ্রীনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর কিশত্বর জেলায় হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিদের মদতদাতা সন্দেহে একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করল পুলিশউ সোমবার কিশত্বর জেলার হোনজালা গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই সন্দেহভাজনকেউ ধৃত সন্দেহভাজনের নাম-মহম্মদ রুস্তামউ ওই জঙ্গির বাড়ি হোনজালা গ্রামেইউ ওই সন্দেহভাজনকে জেরা করছেন তদন্তকারী।

অন্যদিকে, গত ৯ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের মেন্ধর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ৩ জন পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ মঙ্গলবার ভারতীয় সেনাবাহিনী সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছেউ সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গত ৯ ফেব্রুয়ারি মেন্ধর সেক্টরে ভারতীয় সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জন পাক সন্ত্রাসবাদীরউ এছাড়াও বিগত কয়েকদিন ধরে মেন্ধর-সহ বিভিন্ন সেক্টরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

আজ থেকে অসমে উচ্চ মাধ্যমিক, পরীক্ষায় বসবেন ৯ লক্ষ ৩ হাজার ৮০৯ জন

শিলচর (অসম), ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (এএইচএসএসএলসি) পরিচালিত ২০২০ শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক স্বাক্ষরিত সূচি অনুযায়ী বুধবার প্রথম দিন ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়ে শেষ হবে ১৪ মার্চ ২০২০ তারিখ গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের পরীক্ষার পর।

গত বছরের মতো এ বছরও উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা কয়েকদিন এগিয়ে আনার সূচি নিয়েছেন এএইচএসএসএলসি কর্তৃপক্ষ। এমন-কি পরীক্ষার শুরু এবং অন্তিম তারিখও একই ধার্য করা হয়েছে। গতবারও পরীক্ষা ১২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল ইংরেজি পরীক্ষার মাধ্যমে এবং ১৪ মার্চ জৈব প্রযুক্তি / ইতিহাস / ইকোনমিক / জিওগ্রাফি / মিউজিক-এর মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।

এবার উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের ৯ লক্ষ ৩ হাজার ৮০৯ জন পরীক্ষার্থী অবতীর্ণ হবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানিয়েছেন, গোটা রাজ্যের প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৫০ মিটার জায়গা জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। মোবাইল ফোনের জন্য জ্যামারের ব্যবস্থা থাকবে। কোনও কেন্দ্রে নকল বা অন্য কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হবে পরীক্ষা কেন্দ্র। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গোটা রাজ্যে ৮ জন সুপারভাইজিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে ৪০ জন অবজারভার।কাছাড়ে পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে ২৭টি। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে সুপারভাইজিং অফিসার রাখা হয়েছে। এছাড়া বরাক উপত্যকার কাছাড়, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলায় মোট ২১,৪১৫ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন। কাছাড়ে কলা বিভাগে ৮,৩০৩ জন, বিজ্ঞানে ১,৭১৫ জন, কমার্সে ১,০২৯ জন এবং ভোকেশনাল বিভাগে ১৬, সব মিলিয়ে মোট ১১,০৬৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসবেন আগামীকাল।

হাইলাকান্দি জেলায় মোট ৪,১২৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কলা বিভাগে ৩,০৯৮ জন, বিজ্ঞানে ৬৫২ জন, কমার্সে ৩৫৫ জন এবং ভোকেশনাল বিভাগে ১৯ জন পরীক্ষায় বসছেন। অনুরূপভাবে করিমগঞ্জ জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৮৭১ জন। তার মধ্যে কলা বিভাগে ৫,১১৫ জন, বিজ্ঞানে ৭০৫ জন, কমার্সে ৩৯ জন এবং ভোকেশনাল বিভাগে ১২ জন পরীক্ষার্থী আগামীকালের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন।

পঞ্জাবের ফিরোজপুর থেকে গ্রেফতার পাকিস্তানি নাগরিক

ফিরোপুর(পঞ্জাব), ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার অপরাধে এক পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেফতার করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। মঙ্গলবার পঞ্জাবের ফিরোজপুরের মামডট সেক্টরে ঘটেছে।

ধৃত ব্যক্তির নাম সাদিক। বয়স ৫০। পাকিস্তানের উখারা জেলার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে পাকিস্তানি মুদ্রা ১৭০ রুপিস এবং পরিচয় পত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রজু করা হয়েছে

দিল্লিতে শীলা দীক্ষিতের অভাব অনুভব করছেন সিংভি

নয়াদিল্লি, ১১ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): শীলা দীক্ষিতের অভাব অনুভূত হয়েছে। দিল্লেতে দলের শোচনীয় হারের পর প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ অভিষেক মনু সিংভির উ ৭০ আসন বিশিষ্টি দিল্লি বিধানসভায় একটিও আসনেও খাতা খুলতে পারল না কংগ্রেস। যা নিয়ে তিনি নিশ্চিতভাবে দুঃখিত বলে জানান সিংভি।

মঙ্গলবার ভোটের ফল ঘোষণায় দলের অবস্থান স্পষ্ট হতেই অভিষেক মনু সিংভি বলেন, কংগ্রেসের ফল অত্যন্ত হতাশাজনক। নিশ্চিতভাবে আমি দুঃখিত। শীলা দীক্ষিতের অভাব অনুভূত হয়েছে। আগামী চার বছরে আমাদের এমন একজন কোনও ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তাঁর হাতে দায়িত্ব তুলে দিতে হবে। আজ কোনও বাহানা বা কারণ দেখাতে চাই না। অনেক কাজ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, একটা সময় ছিল যখন শীলা দীক্ষিতের নেতৃত্বে টানা পনেরো বছর দিল্লি শাসন করেছে কংগ্রেস। কার্যত দিল্লিকে নিজেদের গড়ে পরিণত করেছিল শতাব্দী প্রাচীন এই দলটি। কিন্তু এবারের বিধানসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি কংগ্রেস শিবিরে। ৭০ আসন বিশিষ্টি দিল্লি বিধানসভায় একটিও আসনেও খাতা খুলতে পারল না কংগ্রেস।শুধু তাই নয় ৬৭টি আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে কংগ্রেসের। সেইসঙ্গে ২০২০ সালের দিল্লি বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার মাত্র ৪ শতাংশ। এই অবস্থায় প্রয়াত নেত্রী শীলা দীক্ষিতকে মনে পড়ছে সিংভির

দিল্লি বিধানসভা ভেঙে দিলেন উপরাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিধানসভা ভেঙে দিলেন দিল্লির উপরাজ্যপাল অনিল বৈজাল।

মঙ্গলবার প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লির ষষ্ঠ বিধানসভা ভেঙে দিলেন উপরাজ্যপাল অনিল বৈজাল। সপ্তম বিধানসভা গঠনের জন্য শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

পাশাপাশি দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জেতার জন্য আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অভিনন্দন জানান উপরাজ্যপাল। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫৪টি আসনে ইতিমধ্যেই জিতে গিয়েছে আপ। এগিয়ে রয়েছে ৮টিতে। বিজেপি জিতেছে ৬টিতে। এগিয়ে ২টিতে।

দিল্লিতে কংগ্রেসের হারের জন্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত দুষলেন শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১১ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি, স্ট্র্যাটেজির অভাব ও রাজ্য স্তরে ঐক্যের অভাবেই আজ এই ফল। দিল্লিতে কংগ্রেসের হারের জন্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দেরিকে দুষে একথা বলেন দিল্লি কংগ্রেসের নেত্রী শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় উ এই হারের জন্য নিজেকেও দায়ী করেছেন প্রণব কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় ।

একটা সময় ছিল যখন শীলা দীক্ষিতের নেতৃত্বে টানা পনেরো বছর দিল্লি শাসন করেছে কংগ্রেস। কার্যত দিল্লিকে নিজেদের গড়ে পরিণত করেছিল শতাব্দী প্রাচীন এই দলটি। কিন্তু এবারের বিধানসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি কংগ্রেস শিবিরে। ৭০ আসন বিশিষ্টি দিল্লি বিধানসভায় একটিও আসনেও খাতা খুলতে পারল না কংগ্রেস। দিল্লিতে কংগ্রেসের অবস্থা যে শোচনীয়, তা নিঃশর্তে মেনে নিচ্ছেন কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা। দিল্লি কংগ্রেসের নেত্রী শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় দলের হারের জন্য দুষছেন দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দেরিকে। তাঁর কথায়, "সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি, স্ট্র্যাটেজির অভাব ও রাজ্য স্তরে ঐক্যের অভাবেই আজ এই ফল। এখনই সঠিক পদক্ষেপ করতে হবে। তবে আমি যেহেতু এই সিস্টেমের অংশ, তাই এই হারের দায় আমারও।'

বিজেপির অভিনন্দন যাত্রাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সোনারপুরে

সোনারপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের স্বপক্ষে বিজেপির ডাকে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর থেকে হরিনাভি মোড় পর্যন্ত অভিনন্দন যাত্রার কর্মসূচি হয়। আর সেই অভিনন্দন যাত্রাকে কেন্দ্র করেই এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল দুপক্ষের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি ও বেঁধে যায় সোনারপুর থানার বৈকুণ্ঠপুর মোড়ের কাছে।

বিশাল পুলিশ বাহিনী শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু অভিনন্দন যাত্রা শেষে বৈকুণ্ঠপুর মোড়ের কাছে বিজেপির একটি প্রচারের গাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

এদিন বিজেপি নেতা মুকুল রায়, জয়প্রকাশ মজুমদার, শর্বরী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ সোনারপুর মোড় থেকে শুরু হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের সমর্থনে অভিনন্দন যাত্রা। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব থেকে শুরু করে জেলা সভাপতি হরিকৃষ্ণ দত্ত সকলেই মিছিলে পা মেলান। মিছিল কিছুটা এগোতেই বৈকুণ্ঠপুর মোড়ের কাছে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করতে থাকেন তৃণমূল কর্মীরা। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করলে দুপক্ষের মধ্যে বচসা থেকে শুরু করে হাতাহাতি বেঁধে যায়। এরফলে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশের সামনেই সমস্ত ঘটনাটি ঘটে। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী পরিস্থিতি সামাল দেয়। যাতে আর কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই কারণে বিজেপির এই মিছিলকে কার্যত স্কট করে হরিনাভি মোড়ের দিকে নিয়ে যায় পুলিশ। এদিনের এই কর্মসূচীতে প্রায় দশ হাজার বিজেপি কর্মী সমর্থক যোগ দিয়েছিলেন। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ শেষ হয় এই কর্মসূচী। কর্মসূচী শেষ হলে বিজেপি কর্মীদের একটি প্রচারের গাড়ি বৈকুণ্ঠপুর মোড় দিয়ে যখন ফিরছিল তখন সেই গাড়ির উপর তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা হামলা করে বলে অভিযোগ। ভেঙে দেওয়া হয় গাড়িটি। সোনারপুর থানার পুলিশ গিয়ে গাড়িটি উদ্ধার করে। বিজেপি নেতা মুকুল রায় বলেন, " এ রাজ্যে গনতন্ত্র নেই।

আর সেই কারণেই বিজেপি মিটিং, মিছিল করার কথা বললেই অনুমতি দেওয়া হয় না। মিটিং, মিছিলে হামলা করা হয়। আজও তাই হয়েছে। পুলিশ নীরব দর্শক। পুলিশের সামনেই সব ঘটনা ঘটছে"। যদিও এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব দাবী করেছেন, বিজেপির মিছিল যাওয়ার সময় তাদের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছিল, সেই ঘটনার প্রতিবাদ করায় তাদের কর্মীদের উপর চড়াও হয় বিজেপির কর্মীরা। লাঠি দিয়ে মারধোর ও করে। এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বৈকুণ্ঠপুর এলাকায়।

এবার জোড়া মোবাইল কন্টোলরুম ভ্যান চালু করতে উদ্যোগী দমকল দফতর

কলকাতা, ১১ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.) : আগুন মোকাবিলায় আরও জোরদার পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য দমকল দফতর উ এবার অস্থায়ী কন্টোলরুম খুলতে উদ্যোগী দমকল দফতর উ আগুন লাগা মাত্রাই নিভিয়ে ফেলতে জোড়া মোবাইল কন্টোলরুম ভ্যান নিয়ে এসেছে দমকল দফতর । দুটি মোবাইল কন্টোলরুম ভ্যানের পাশাপশি দ্রুত আগুন নেভাতে ১২টি ওয়াটার বাউজার, ১০টি ব্রেকডাউন ভ্যানও আনা হয়েছে উ দমকল সূত্রে খবর, যে দুটি মোবাইল কন্টোল রুম ভ্যান নিয়ে আসা হয়েছে তার মধ্যে অত্যাধুনিক ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম, ৩৬০ ডিগ্রি লাইটিং ব্যবস্থা ও ইনসিডেন্ট স্পট অবজারভেশন ক্যামেরা থাকছে উ ওয়াটার বাউজারগুলি ১৪ হাজার লিটার জল ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে উ এই বাউজারগুলি থেকে লো প্রেশারে প্রতি মিনিটে ৪০০ লিটার ও হাই প্রেশারে প্রতি মিনিটে ৩০০ লিটার জল নিক্ষেপ করা সম্ভব ।

দোলের দিন বসন্ত উৎসব, তবে স্থান বদলে মেলার মাঠ

শান্তিনিকেতন, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিশ্বভারতী ঘোষণা করেছিল যে তারা দোলের দিন বসন্ত উৎসব করবে না। কিন্তু রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে শেষমেষ ঐ সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটল বিশ্বভারতী। তবে অবশ্যই স্থান বদল হয়ে গেল বসন্ত উৎসবের।

মঙ্গলবার বিকালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বিশ্বভারতী ও জেলা প্রশাসনের কর্তাদের ম্যারাথন বৈঠক শেষে বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী জানান, রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের আশ্বাস পেয়ে আমরা দোলের দিন বসন্ত উৎসবের আয়োজন করব। তবে এবার বসন্ত উৎসব হবে পৌষমেলার মাঠে। '

দোল মানেই শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব ! কিন্তু দোলের অনেক আগেই এবার বসন্ত উৎসবের আয়োজন করার কথা ঘোষণা করেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত জানার পর কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বভারতীর এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্য সরকারের গড়িমা নষ্ট হচ্ছে। এই মর্মে উপাচার্যের সঙ্গে ফোনে তিনি কথা বলেছেন বলেও জানান। পাশাপাশি, ঐতিহ্যশালী বসন্ত উৎসবের গড়িমা অক্ষুণ্ণ রাখতে রাজ্য সরকার সবরকমভাবে সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

সেই মত জেলার দুই মন্ত্রী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ সিংহ পৌরোহিত্য বসন্ত উৎসবে প্রশাসনের তরফে কি কি সাহায্য করা যায় তা নিয়ে গত সপ্তাহে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অনুপস্থিত থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়। এদিন বিশ্বভারতীর ডাকা বৈঠকে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের উপস্থিতিতে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় দোলের দিনই বসন্ত উৎসব হবে। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংকীর্ণ আশ্রম প্রাঙ্গনের বদলে পৌষমেলার মাঠে বসন্ত উৎসবের স্থান বদলের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

দীপিকাকে পরামর্শ দেব না, আমি হলে টুকরে গ্যাংয়ের পাশে থাকতাম না: কঙ্গনা রানাওয়াত

দীপিকা পাড়ুকোনের জেএনইউতে যাওয়া নিয়ে অভিনেত্রীকে অনেকেরই রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল। তবুও নিজের অবস্থান থেকে সরেননি ছপক অভিনেত্রী। এবার তাঁরই সহকর্মী কঙ্গনা রানাওয়াত এ নিয়ে এতদিন বাদে মুখ খুললেন। তিনি দীপিকার উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন যে দীপিকার অধিকার রয়েছে তিনি কি করবেন কিন্তু তাঁর কখনই উচিত হয়নি জেএনইউতে যাওয়া এবং ''টুকরে গ্যাং''-এর পাশে দাঁড়ানো।ফোনে কথা বললে পুলকার চালকদের লাইসেন্স বাতিল করবে রাজ্য পরিবহন দপ্তরসম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে ''কুইন'' অভিনেত্রী জানান যে দীপিকার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে তাঁর পছন্দকে বেছে নেওয়ার এবং এই পছন্দ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা তাঁর জন্য অনুচিত হবে। কঙ্গনা বলেন, ''যেটাই হয়ে থাকুক না কেন আমি কখনই সেখানে যেতাম না এবং টুকরে গ্যাংয়ের পাশে দাঁড়াতাম না। যারা দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছে আমি তাদের কখনই সমর্থন করতাম না। জওয়ানরা যখন মরছে তখন যারা উল্লাস করছে আমি এমন মানুষদের ক্ষমতা বা ক্ষমতায়ন দিতে চাই না। আমি ওদের সঙ্গে থাকতে চাই না। সুতরাং, আমি কী বলতে চাই তা বলতে পারি তবে তাঁর কী করা উচিত সে সম্পর্কে আমি মন্তব্য করতে চাই না।''ছবির সাফল্য গুণগত মানের ওপর''ছপক'' মুক্তির দুই-তিনদিন আগে দীপিকা জেএনইউ ক্যাম্পাসে আহত পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে যান। অভিনেত্রীর এই একটি পদক্ষেপই তাঁকে চরম সমালোচনার মুখে ঠেলে দেয়। এমনকী অনেকেই তাঁর ছবি ''ছপক'' বয়কট করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আওয়াজ তোলেন। টুইটারে হ্যাশট্যাগ দিয়ে ''বয়কটছপক'' ট্রেন্ড হয়ে যায়। এই হ্যাশট্যাগ প্রসঙ্গে কঙ্গনা জানান, একটা ছবির সাফল্য নির্ভর করে তার গুণগত মানের ওপর, এ ধরনের কোনও বিষয় তাতে প্রভাব ফেলে না। কঙ্গনা আসলে বলতে চেয়েছেন যদি ছবিটি ভালো হয় তবে তা শত্রুকেও দেখার জন্য আকর্ষণ করবে।কঙ্গনার আগামী ছবিকঙ্গনাকে খুব শীঘ্রই দেখা যাবে পরিচালক অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারির খেলা সংক্রান্ত ছবি ''পঙ্গা''-তে। এরপর তিনি প্রয়াত জয়ললিতার বায়োপিক ''থালাইভা''-তেও মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন। এই ছবিটি হিন্দি, তামিল ও তেলেগু ভাষায় ২৬ জুন মুক্তি পাবে।

তৈমুরকে বিদেশে বোর্ডিং স্কুলে পাঠাচ্ছেন করিনা, সইফ? এটাই ঐতিহ্য নবাব পরিবারে

দ্য ওয়াল ব্যুরো: পতৌদি পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য তৈমুর আলি খান সেই ছোট্টবেলা থেকেই বিখ্যাত। তার চলা, বলার সব খবরই বিদ্যুত গতিতে ভাইরাল হয়। তাকে নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই বি টাউনে। সেই জল্পনা মুহূর্তে ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে। এবার এমনই এক খবর ঘিরে ফের শিরোনামে ছোট্ট তৈমুর। জানা যাচ্ছে, লন্ডনের একটি বোডিং স্কুলে ভর্তি করা হবে অভিজাত পতৌদি পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য তৈমুর আলি খানকে। লন্ডনে লেখাপড়া এই পরিবারে নতুন নয়, বরং এটাই ঐতিহ্য নবাব পরিবারের। সেই ঐতিহ্য মেনেই পড়াশুনা করতে লন্ডনে যাবে সাইফ আলি খান ও কারিনা কাপুর খানের ছেলে তৈমুর। পতৌদি পরিবারের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, পতৌদি পরিবারে এরকমই হয়ে এসেছে বরাবর। সাইফের বাবা মনসুর আলি খান পতৌদি ইংল্যান্ডেই পড়াশুনা করেছিলেন। তার ছেলে সাইফ এবং মেয়ে সাবা ও সোহা আলিও পড়াশুনা করেছেন ইংল্যান্ডে। সাইফের প্রথম স্ত্রীর মেয়ে সারা

এবং ছেলে ইব্রাহিম আলিও সেখানে বোর্ডিং স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। সেই ধারা মেনে এবার তৈমুরের পালা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর, তৈমুরকে শিগগিরই লন্ডনের একটি বিখ্যাত বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করা হবে। তবে পতৌদি পরিবারের সূত্র এমন খবরের সত্যতা প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি। অনেক বলছেন বোর্ডংয়ে পাঠানো হবে এটা ঠিক কিন্তু সেটা এখনই নয়। ১২ কিংবা ১৩ বছর বয়স হওয়ার পরেই। তবে তৈমুরের বাবা সাইফ তার আদরের ছেলেকে মোটেও এখনই দূরে পাঠাতে আগ্রহী নন। সম্প্রতী এক সাক্ষাতকারে এনিয়ে মুখও খুলেছেন তিনি। সেখানেই জানিয়েছে কেরিয়ারের দিকে নজর দিতে গিয়ে প্রথম দুই সন্তান সারা ও ইব্রাহিমের সঙ্গে সেভাবে সময় কাটানোর সুযোগ হয়নি তার। তৈমুরের ক্ষেত্রে তিনি সেটা হতে দিতে চান না। এখনই বোর্ডিংয়ে না পাঠিয়ে বরং আরও একটু সময় দিতে চান। এখন দেখার বাবার ইচ্ছা না পরিবারের ঐতিহ্য কে জেতে।

সিক্যুয়েলে মেয়ে সারা মাতালেন ''প্রাক্তন'' আরিয়ানের সঙ্গে! ''লাভ আজ কাল''

দীপিকা পাড়ুকোন ও সইফ আলি খানের ছবি ''লাভ আজ কাল'' এর পরবর্তী সিক্যুয়েল ''লাভ আজ কাল'' এর ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে এদিন। সইফের ফিল্মে সইফ কন্যার অভিনয়ের ঝলকের সঙ্গেই এই ফিল্ম আলাদা করে নজর কেড়েছে সারা ও তাঁর প্রাক্তন কার্তিক আরিয়ানের রসায়ন।ছবিতে সারা ও কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন আরুষি শর্মা। তিন অভিনেতার সম্মেলনে তৈরি এই ফিল্ম ফের একবার দুই দশকের প্রেমের কাহিনি বলা হয়েছে। যেখানে বর্তমান যুগে একটি প্রেম কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে, আর নব্বইয়ে দশকে আরও একটি প্রেম কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের গল্পে দেখানো হয়েছে, একটি মেয়ের প্রেমে পাগল এক স্কুল বয়ের

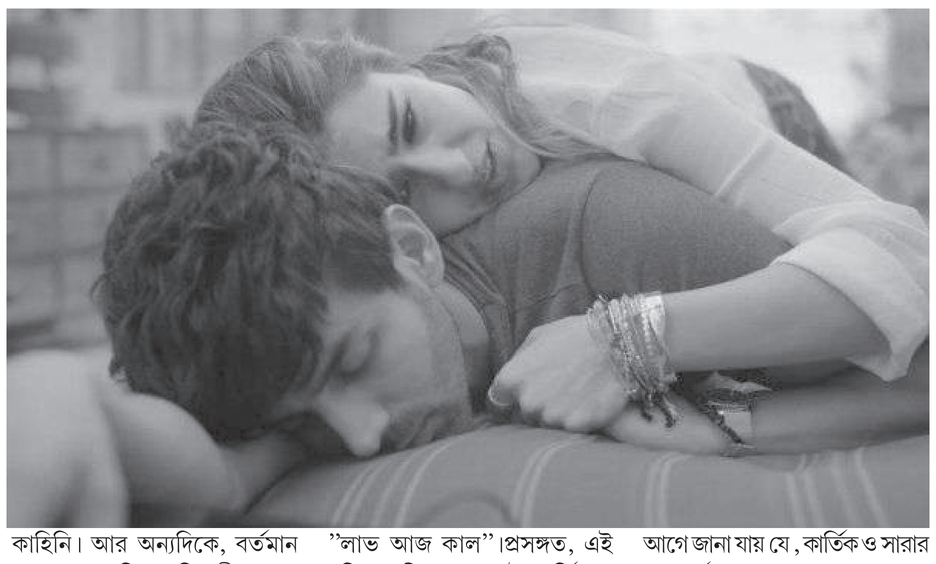

কাহিনি। আর অন্যদিকে, বর্তমান যুগে এক কেরিয়ার-বিলাসী মেয়ের প্রেমে পাগল এক যুবকের কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে ২০২০ সালের ''লাভ আজ কাল''।প্রসঙ্গত, এই ছবির শ্যুটিং এর সময়ই কার্তিক ও সারা কাছাকাছি আসেন বলে শোনা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁদের প্রেম পর্ব অনেকটাই এগিয়ে যায়।
যদিও ফিল্মের শ্যুটিং শেষের কিছু আগে জানা যায় যে, কার্তিক ও সারার সম্পর্কে ''ব্রেক আপ '' জায়গা করে নিয়েছে। তবে, আসন্ন ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে দেখার বিষয় এটাই যে, এই ফিল্মে কার্তিক -সারার রসায়নে কতটা মন মজে দর্শকের।

কিভাবে স্যালাডে ওজন কমবে?

আমরা অনেকেই ওজন কমাতে চাইলেও খাওয়ার সময় আর সেকথা মনে থাকে না। ফলে ওজনও কমে না। তবে নিয়মিত পেট ভরে খেয়েও ওজন কমানো সম্ভব। এজন্য দিনে

অন্তত একবার স্যালাড খেতে হবে। কম ফ্যাট, কম ক্যালোরি এবং জলযুক্ত সবজি ও ফল যেমন-শসা, টমেটো, গাজর, পেঁয়াজ, তরমুজ, আঙ্গুর, আম, স্ট্রবেরি দিয়ে স্যালাড খেতে পারেন। সাধারণত দুপুরের খাবারে স্যালাড খাওয়া শরীরের জন্য বেশি উপকারী। সালাদ ফাইবারের ভালো উতস, এতে হজমশক্তি বাড়ে। নিয়মিত স্যালাড খেয়ে আপনি ওজন কমাতে পারবেন। এ ধরনের স্যালাড কীভাবে তৈরি করবেন জেনে নিন-উপকরণ পাকা পেঁপে ১/৪ কাপ, সবুজ ক্যাপসিকাম ১/২ কাপ, টমেটো ১/২ কাপ, মুরগির কিমা ১/২ কাপ, গোল মরিচের গুঁড়া লেবুর রস, লেটুস ও লবণ পরিমাণমতো, অলিভ অয়েল সামান্য। প্রস্তুত প্রণালি প্রথমে মুরগির কিমা লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে রাখুন। এরপর একে একে পাকা পেঁপে, সবুজ ক্যাপসিকাম, টমেটো ধুয়ে কিউব করে কেটে নিন।

কভি ঈদ কভি দিওয়ালি: সলমনের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন পূজা হেগড়ে

২০২১-এর সলমনের ঈদের রিলিজের মুখ্য চরিত্রে কে আসছে তাই নিয়ে এতদিন জল্পনা ছিলই। অবশেষে খোলসা হল, সলমনের বিপরীতে দেখা যাবে পূজা হেগড়েকে। ঠিকই ধরেছেন মহেঞ্জোদারো খ্যাত পূজা হেগড়ে প্রথমবার জুটি বাঁধতে চলেছেন ভাইজানের সঙ্গে।
কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে সলমন-পূজাকে।কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াওয়ালা জানিয়েছেন এই খবর। ফারহাদ সামঝি-র পরিচালনায় সলমন খান ও পূজা হেগড়ে রয়েছেন মুখ্য ভূমিকায়। সাজিদ বলেছেন, ''হাউসফুল ৪-এর পূজার সঙ্গে কাজ করার পর আমাদের মনে হয়েছে কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র জন্য পূজা একদম ঠিক।''তিনি আরও বলেন, ''সলমনের সঙ্গে একটা পূজার প্রথম ছবি, যা গল্পে একটা ঝকঝকে দিক নিয়ে আসবে। স্ক্রিনে অত্যন্ত ভাল এবং কাজের বিষয়ে ও ভীষণ সিরিয়াস।'' একটি বিবৃতিতে সাজিদ নাদিয়াওয়ালা বলেছেন, কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র অক্টোবরে শুটিং শুরু হচ্ছে।তিনি লিখেছেন, ''জুড়ুয়া শুধুমাত্র সলমনের নয়, বলিউডের জন্যও প্রথম ঈদ রিলিজ। এমনকী আমার পরিচালনায় কিক-ও ঈদে মুক্তি পেয়েছিল। কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র বিষয় এবং ছবিটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ এর জন্য ছবিটা করতে পেরে আনন্দিত।''

সকাল বেলার প্রথম পানীয় কি হওয়া উচিত

সকালে আড়মোড়া ভেঙে অনেকের বেড টি খাবার অভ্যাস। আবার অনেকের সকালের জলখাবার না হলেও এক কাপ কফি না হলে চলে না। কেউ আবার ভোরে উঠে খান এক গ্লাস চিরতার জল, নয়তো করলার রস। সকালবেলার প্রথম পানীয় নিয়ে নানা রকমের সংস্কার আছে। কী দিয়ে দিনটা শুরু করা স্বাস্থ্যকর?কফি: ক্যাফেইন স্নায়ুকে উদ্দীপনা দেয় বলে অনেকেরই সকালে এক কাপ কফি পান করা পছন্দ। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের এক রিপোর্টে দেখা যায়, সকালবেলার কফি মস্তিষ্কের কগনিটিভ ফাংশনকে উন্নত করে, মানে মাথা খুলে দেয় আরকি। তা ছাড়া সীমিত পরিমাণ কফি ডায়াবেটিস ও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। কিন্তু অতিরিক্ত বা বিশাল এক কাপ কফি আপনার হৃতস্পন্দন ও রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। ক্যাফেইন কিছু ওষুধের বিপাককে প্রভাবিত করে, সকালে কোন ওষুধ খেতে হলে তা জেনে নিন।চা: মর্নিং টি প্রায় সবারই প্রিয় এবং আবশ্যকও বটে। চায়েও খানিকটা ক্যাফেইন আছে, তাই ওষুধের সঙ্গে পান করা ঠিক কি না জেনে নেওয়া ভালো। চা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিকেল দূর করে। তাই সকালের চা আপনাকে সতেজ করবে। তবে এক গাদা চিনি-দুধ বাদ দিয়ে সকালে এক কাপ গ্রিন টি বা হারবাল টি (যেমন লবঙ্গ বা আদা দেওয়া চা) আপনার দিনটাকেই বদলে দেবে।লেবু পানি: সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস জলে লেবুর রস নিংড়ে মিশিয়ে খেলে সতেজতা আসেএটা গবেষণায় প্রমাণিত। এটি দিনের বিপাক ক্রিয়াকে শুরু করতেও সহায়ক। অনেকের সকালে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, বমি বমি লাগে। এই পানীয় তাদের রুচি বাড়াতে সাহায্য করবে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করবে এটি। প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় তাজা লাগবে। একই ফল পেতে পারেন যদি সকালের জলখাবারে এক গ্লাস তাজা ফলের রস খাওয়ার অভ্যাস করেন।জল: সকালে উঠে বড় এক গ্লাসের জল পান করাই সবচেয়ে উত্তম। হজম ও পেট পরিষ্কার করা, বিপাক ক্রিয়াকে শুরু করা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা আছে। এতে রাতের জলশূন্যতা দূর হবে। সকালে ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস থাকলে চা-কফির বদলে এক গ্লাস জল পান করেই বের হওয়া ভালো। কেননা চা-কফি আপনাকে আরও জলশূন্য করে দেবে।

প্রভাস নয়, ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গেই গাটছড়া বাঁধছেন বাহুবলীর দেবসেনা

ক্রিকেটের সঙ্গে বিনোদনের যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে তার প্রমাণ আগেই মিলেছে। বি-টাউনের অনেক খ্যাতনামা অভিনেত্রীরাই ক্রিকেট তারকাদের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছেন। কেউ কেউ আবার দীর্ঘদিনের সম্পর্কে থেকেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো অনেকের সম্পর্ক পরিণতিও পায়নি। এবার সেই তালিকায় নাম শোনা যাচ্ছে বাহুবলী খ্যাত অভিনেত্রী অনুষ্কা শেট্টির। দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিসেবে ইতিমধ্যেই তার পরিচিতি রয়েছে।বাহুবলী স্টার প্রভাসের সঙ্গে বহুবার নাম জড়িয়েছিল অনুষ্কার। এমনও শোনা গিয়েছিল প্রভাসকেই নাকি ডেট করছেন অভিনেত্রী। এবং খুব শীঘ্রই নাকি চারহাত এক হতে চলেছে। বিয়ের গুঞ্জনও চলেছিল জোরকদমে। যদিও কিছুদিন আগে প্রভাস এসে তাদের বিয়ের গুঞ্জনের খবরের কথা খোলসা করে বলেছিলেন। তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, পুরো বিষয়টাই গুজব। সেকথা জানিয়েছিলেন অভিনেতা।এবার কোনও অভিনেতা বা চলচ্চিত্র জগতের মানুষ নয়, সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ক্রিকেট দলের এক তারকার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন অভিনেত্রী। প্রায়শই নাকি ক্রিকেটারের সঙ্গে ডেট-এও যাচ্ছেন অভিনেত্রী। তবে ক্রিকেটারের নাম এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। দক্ষিণের এই ক্রিকেটারের সঙ্গেই নাকি সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন অভিনেত্রী। তবে এই বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি অভিনেত্রী। আপাতত ছবি নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন অভিনেত্রী। তার বিপরীতে দেখা যাবে অভিনেতা আর মাধবনকে। একজন মূক শিল্পীর ভূমিকায় দেখা যাবে অনুষ্কাকে। চলতি মাসেই প্রেক্ষাগৃহে আসতে চলেছে এই ছবি।

No. F.8(3)-Agri/Engg/N/2019-20/2517-20 Date: 04-02-2020

CORRIGENDUM

In reference to PNIT No.16/EE/Agri/N/2019-20 circulated vide office no.F.8(3)-Agri/Engg/N/201920/2265-68 dated 21-01-2020 the dead line for online bidding has been extended up-to 3.00PM on 17-02-2020 & openning date of the bid will be up-to 3.30PM on 17-02-2020.

ICA/C-2443/2019-20

(Sukumar Chandra Das)
Executive Engineer
Department of Agriculture
Dharmanagar,North Tripura

সন্ধান চাই

Ref : Amtali PS GD Entry No-42, Dated : 27/01/2020

পাশের ছবিটি শ্রীমতি সুপর্ণা রুদ্রপাল, স্বামী-শ্রী-সুমন রুদ্রপাল, সাং-বেলাবর, পোঃ এস, ডি, মিশন, থানা-আমতলী, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স-২২বছর, উচ্চতা-৫ ফুট, গায়ের রঙ-ফর্সা, পরনে-লাল শাড়ি, এবং ব্লাউজ। গত ২৬/০১/২০২০ইং তারিখ কাউকে কোন কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ঃ ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সি. টি. কন্ট্রোল ঃ ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। আমতলী থানা ঃ ০৩৮১-২৩৭-০৩৮৫

ICA/D-1678/2019-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER
PNIT No. E-PT-28/EETRD/KGT/DIV/2019-20,
Dated 04/02/2020

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Unakoti, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3:00 PM on 26/02/2020 for 6 (Six) nos. work under (1) DNIT No. 59/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, **dated** 04/02/2020 (2) DNIT No. 601EE/RD/KGT/DIV/2019-20, dated 04/02/2020 (3) DNIT No. 61/EE/RDIKGT/DIV/2019-20, dated 04/02/2020 (4) DNIT No. 62/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, dated 04/02/2020 (5) **DNIT No.** 63/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, dated 04/02/2020 and (6) DNIT No. 64/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, dated 04/02/2020 under the EE, RD Kumarghat Division during the year 2019-20.

ICA/C-2450/2019-20

(Er. Sujit Sil)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura

HEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by Sri Sunil Tripura. Forester, Wildlife Protection Unit, Joychandpur under Trishna Wildlife Sanctuay Vide his O.R. No. 21ANLPU-Trishna/2019-20 dated, 28/12/2019 has seized a vehicle bearing Registration No. TR-03E-1641 from Chittamara Paikhola Road, Belonia South Tripura area on 27/12/2019 at about 01.15 PM for illegally carried River sand over 3.00(three) cum. Upon enquires by the Forester along with the other staffs of WLPU, Joychandpur it was found that the said vehicle was carrying illegally River sand over 3.00(three) cum without any permission of Forest Department and without GP / TP. Then the said vehicle had been detained without driver and brought in the safe custody as the said vehicle was involved in illegal carrying of Forest produce.
NOW THEREFORE, it is brought to the notice of the autnonzed owner of the said vehicle Registration No. TR-03E-1641 to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur), within 10(ten) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.
If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle .before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

(A. Debnath, TFS)
Authorized Officer
Wildlife Warden
Trishna Wildlife Sanctuary
Joychandpur

ICA/D-1684/2019-20

The Executive Engineer, Rural Development Department, Udaipur Division, Udaipur Gomati Tripura invites separate sealed tender(s) against press NIT No. 12/EE/RDUD/G/2019-20 Dt. 06/02/2020
1. Providing Electrical inatallation to the newly constructed community Hall at first floor of SHG Training centre at Dhajanagar under Tepania R.D. Block, Udaipur, Gomati District
Total E/Cost:- Rs. 71,462/-, E/Money Rs. 715/- Time :- 30(thirty) Days. DNIT No. 24/NIT/EE/RDUD/G/2019-20 dt.06/02/2020
2.Construction of Modern Yatri shed at Gangacherra Tulamura road,near Gangacherra Bridge corner under Kakraban R.D.Block.
Total E/Cost:- Rs. 3,62,641/-, E/Money Rs. 3,626/- Time :- 60 (sixty)Days. DNIT No. 25/NIT/EE/RDUD/G/2019-20 dt.06/02/2020
2.Maintenance of steel Foot Bridge at east Palatana berry under Kakraban R.D. block.
Total E/Cost:- Rs. 1,72,925/-, E/Money Rs. 1,729/- Time :- 60 (sixty)Days. DNIT No. 26/NIT/EE/RDUD/G/2019-20 dt.06/02/2020
2. Construction of Toilet complex at Alor Dishery Orphanage located at Amtali GP under Tepania R.D. Block, Udaipur, Gomati district.
Total E/Cost:- Rs. 4,14,093/-, E/Money Rs. 4141/- Time :- 60 (sixty)Days. DNIT No. 27/NIT/EE/RDUD/G/2019-20 dt.06/02/2020
2.Construction of filter Water tank including pump set for lifting of water at Jail road ward no-20 near Anganwadi centre, Udaipur, Gomati District.
Total E/Cost:- Rs. 2,21,021/-, E/Money Rs. 2,210/- Time :- 60 (sixty)Days. DNIT No. 28/NIT/EE/RDUD/G/2019-20 dt.06/02/2020
Last date & Time for receipt of application & issue of tender document = 18/ 02/ 2020 up to 4.00 pm
Last date & time for dropping of the tender = 20/ 02/ 2020 upto 3.00 pm
Time and Date of Opening of Tender = 20/ 02/ 2020 at. 3:30 pm

Executive Engineer
R.D. Udaipur Division
Udaipur, Gomati, Tripura.

ICA/C-2456/2019-20

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
NORTH DIVISION MACHMARA.
NOTICE INVITING TENDER NO: 37/EE(N)/ADC/MCM/2019-20
DATED, Machamara the 10/02/2020

Separate sealed percentage rate tender are invited by the Executive Engineer, North Division, TTAADC, Machmara on behalf of the authority of TTAADC from approved & eligible contractors registered in appropriate class of state PWD/TTAADC/CPWD/MES/P&T in form No. PWD-7 upto 3.00 PM 29/02/2020 for the below mentioned work. The tender should reach to the office of the undersigned in/Call relevant valid tender documents on working day.

BY REGISTER POST/ COURIER SERVICE ONLY

DNIT No.	Name of work	Estimated cost (in Rs)	Earnest Money 1% of Estimated cost (in Rs)	Time allowed for completion	Last date of receive of application	Issue of tender form & it cost	Dropping date/ opening date & time of tender
1	2	3	4	5	6	7	8
18(02)/CE/ADC/PD-II/ 2019-20 dt. 06/02/ 2020	Upgradation of road from chota Dupcherra to Laxmidhar house (RL=1.30 KM) under Dasda Sub-Zone during the year 2019-20/ SH:-i) 1(one) no Box Cell Culbert *Span=6.00 m) ii) Approach filling and c.c. Block providing on apron.	Rs. 16,90,903.00	Rs. 26,909	4(four) Months	19/02/2020	24/02/2020 RS. 1,000	29/02/2020 upto 3.00 PM 29/02/2020, 3.30 PM it possible
19(02)/CE/ADC/PD-II/ 2019-20 dt. 06/02/ 2020	Upgradation of road from Falgunjoy para to Bhaktirampara (R:=3.00 KM) Under Dasda Sub-Zone During the year 2019-20./ SH:i) 1(one) no Box Cell Culvert (Span=6.00 M) ii) Earth work in formation and Pallasiding.	Rs. 28,93,593.00	Rs. 28,936	4(four) Months	19/02/2020	24/02/2020 RS. 1,000	29/02/2020 upto 3.00 PM 29/02/2020, 3.30 PM it possible

TTAADC/ICAT/C-98/20

(Er.M.K. JHA)
Executive Engineer,
TTADDC, North Division
Machmara, Unakoti Tripura.

মঙ্গলবার আগরতলায় ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি আয়োজিত সেমিনারে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দু''জন ছৌ শিল্পী

পুরুলিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পুরুলিয়ার বরাবাজারে অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন দু''জন ছৌ শিল্পী। গুরুতর আহত হয়েছেন কুড়িজন। মঙ্গলবার ভোরে দুর্ঘটনা ঘটল। আহতের ভর্তি হাসপাতালে। পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীদের খ্যাতি জগৎজোড়া। জেলা তো বটেই, রাজ্যের অন্যপ্রান্ত, এমনকী বিদেশ থেকেও ডাক পান তাঁরা। পুলিশ সূত্রে খবর, পুরুলিয়ার বান্দোয়ানা থানায় এলাকায় দল বেঁধে অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন ৩৭ জন ছৌ শিল্পী। সকলেরই বাড়ি কোটশিলা থানার চিরুহাট গ্রামে। মঙ্গলবার ভোরে যখন গাড়িতে করে বান্দোয়ান থেকে ফিরছিলেন তাঁরা, তখনই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বরাবাজার থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার রাস্তায় কড়াদি মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উল্টে যায়। গাড়ির নিচে চাপা পড়েন দু''জন। ঘটনাস্থলেই মারা যান তাঁরা। এদিকে এই ঘটনার পর উদ্ধার করে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বরাবাজার থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় কুড়িজন উদ্ধার করা হয়। তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে। সকলেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল ? তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশে অনুমান, ভোরের দিকে সম্ভবত গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারজেরেই ঘটেছে বিপত্তি।

ফাঁড়া কাটলো রামপুরহাটের চেয়ারম্যান অশ্বীনী তেওয়ারীর

রামপুরহাট, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ফাঁড়া কাটলো বীরভূমের রামপুরহাটের চেয়ারম্যান অশ্বীনী তেওয়ারীর। খসড়া তালিকায় তার ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হলেও, চূড়ান্ত সংরক্ষণ তালিকায় তার ওয়ার্ড সাধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে একটি সাধারণ ওয়ার্ডকে মহিলা সংরক্ষিত করা হয়েছে। তবে ভাইস চেয়ারম্যান সুকান্ত সরকারের ওয়ার্ড যথারীতি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকছে। এব্যাপারের সুকান্ত সরকার বলেন, এখানে ব্যক্তিস্বার্থ আসে না। দলীয় স্বার্থে কাজ করি।

১৭ জানুয়ারি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থকে বিভিন্ন পুরসভার খসড়া সংরক্ষিত তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকায় ১ ও ৯ তপশীল এবং ৪ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড তপশীল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। অন্যদিকে ৫, ৭, ১০ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড এবার সাধারণ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি চেয়ারম্যান অশ্বিনী তেওয়ারির। তিন ১৯৯৫ সালে প্রথম নির্দলের টিকিটে মই প্রতীকে জয়ী হন। পরের বছরও নির্দলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন। শেষ দু'বার তিনি তৃণমূলের প্রতীকে জয়লাভ করেন। কিন্তু খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই চিন্তিত হয়ে পরেন অশ্বিনী তেওয়ারি। সোমবার সন্ধ্যায় চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হতেই স্বস্তি ফেরে

ছয়ের পাতায়

বাঁকুড়ার সভা থেকে ঝাড়গাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সিসিইউ ইউনিট উদ্বোধন করলেন মমতা

ঝাড়্গাম, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) :- বাঁকুড়ার সভা থেকে ঝাড়্গাম জেলার নয়াগ্রাম এবং গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সিসিইউ ইউনিট উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ১০ শয্যা বিশিষ্ট সিসিইউ ইউনিট দুটির উদ্বোধন করেন।

ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে পরিকাঠামোর দিকে দিয়ে একেবারে সম্পূর্ন ভাবে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে নয়াগ্রাম সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য আশি কোটি এবং গোপীবল্লভপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপতালের জন্য পঞ্চান্ন কোটি প্রকল্প ব্যায় হয়েছে। এই পরিষেবা চালু হলে নয়াগ্রাম ব্লকের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের অধীন প্রায় সাড়ে চার লক্ষ এবং গোপীবল্লভপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের অধীন তিন লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন বলে জানা গিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে।উল্লেখ্য নয়াগ্রাম এবং গোপীবল্লভপুর এক ব্লক দুটি রয়েছে একেবারে ওড়িশা রাজ্যের সীমান্ত এলাকায়।এই দুটি প্রান্তিক এলাকার মানুষ জন সরকারি এই সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল দুটির উপর চিকিৎসা পরিষেবার জন্য নির্ভরশীল।

এই দুটি ব্লকের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে বর্তমানে অনেক জটিল অপারেশ হয়।সিসিইউ চালু হয়ে গেল এবার ক্রিটাক্যাল রোগী,জটিল অপারেশন পরবর্তি রোগীদের সিসিইউতে রাখা যাবে।শ্বাস কষ্ট জনিত সমস্যায় আক্রান্ত সহ অন্যন্য রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সিসিইউতে রাখা যাবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে।এতদিন এই দুটি এলাকার রোগীদের এখন থেকে আর সিসিইউর পরিষেবার জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে যেতে হবে না।

উল্লেখ্য এই দুটি ব্লকের লাগোয়া ওড়িশা রাজ্য থেকেও অনেক রোগী নয়াগ্রাম এবং গোপীবল্লভপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন।এই দুটি হাসপাতালে মোট শয্যা রয়েছে তিনশোটি করে।গড়ে দুটি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে বর্হিবিভাগে রোগী দেখাতে আসেন আটশো থেকে হাজার। সব মিলিয়ে দুটি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সিসিইউ চালু হয়ে গেলে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবেন।

এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ উজ্বল দত্ত নয়াগ্রাম সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পরিদর্শনে যান এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে রোগীদের সাথে কথা বলেন। ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন "আগামী কাল বুধবার বাঁকুড়া থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নয়াগ্রাম এবং গোপীবল্লভপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সিসিইউ উদ্বোধন করবেন।দুটি সুপারস্পেশালিটিতে দশ বেড করে সিসিইউ চালু হবে।

দুটি হাসপাতালে সিসিইউ চালু হলে ক্রিটিক্যাল রোগীদের অনেকটাই সুবিধা হবে।পরিকাঠামো প্রস্তুত রয়েছে।উদ্বোধনের পর খুব শিঘ্রই আমরা চালু করে দেব।

মুজফরপুর শেল্টার হোম মামলায় দোষী সাবস্ত্য ব্রজেশ ঠাকুরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ

মুজফরপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিহারের মুজফরপুর শেল্টার হোম যৌন নির্যাতন মামলায় দোষী সাবস্ত্য ব্রজেশ ঠাকুরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল দিল্লির একটি আদালত। ব্রজেশ ঠাকুর ও তিনজন মহিলা এবং আরও ৭ জনকে যাবজ্জবীন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে দিল্লির আদালত। এছাড়াও ব্রজেশ ঠাকুরের ৩২ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করেছে আদালত।

গত ২০ জানুয়ারি এই মামলায় তাকে দোষী সাবস্ত্য করেছিলেন আদালতের বিচারক। মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করা হল। প্রসঙ্গত ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে একটি বেসরকারি সংস্থার অডিট রিপোর্টের পর মুজফরপুরের ঘটনাটি সামনে আসে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সেবা সংকল্প এভম বিকাশ সমিতি' পরিচালিত ওই হোমে কিশোরীদের উপর যৌন নির্যাতন চলছে বলে অভিযোগ ওঠে। মেডিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়ে ৪২ জন কিশোরীর মধ্যে ৩৪ জনের উপরই প্রায় চার বছর ধরে যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে। এরপরই ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে মুজফরপুর পুলিশ। ওই বছরের জুন মাসের শুরুতেই পাঁচ মহিলা-সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে মামলাটির তদন্তের ভার দেওয়া হয় সিবিআইকে।

বিস্তারিত তদন্তের পর মূল অভিযুক্ত তথা হোমের মালিক ব্রজেশ ঠাকুরের বিরুদ্ধে ৭৩ পাতার চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। তাতে উল্লেখ করা হয় ওই হোমের আবাসিক কিশোরীদের উপর যৌন নির্যাতনের বিবরণ। পকসো আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারক আর পি তিওয়ারির এজলাসে পেশ করা চার্জশিটে সিবিআই জানায়, প্রায় প্রতি রাতেই হোমে অতিথি আসত। আর অতিথি এলেই বসত মজলিশ। আবাসিক কিশোরীদের খোলামেলা পোশাক পরতে বাধ্য করা হত। তারপর স্বল্পবাসে নাচতে হত উত্তেজক ভোজপুরী গানের সঙ্গে। অতিথিদের উত্তেজনা চরমে পৌঁছালে তাদের যৌন লালসা পূরণের দায়িত্বও পড়ত আবাসিক নাবালিকাদের উপরই।

হোম কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ মানতে রাজি না হলে জুটত মার। তাতেও কাজ না হলে রাতে জুটত শুকনো রুটি আর নুন। মুখ বুজে যারা এই নির্দেশ মেনে নিত, রাতে তাদের পাতে অবশ্য ভাল ভাল উপাদেয় খাবার পড়ত।

তবে মার ও শুকনো রুটির বদলে যে সব সময় হোম কৃর্তপক্ষ ও অতিথিদের যৌন লালসা থেকে নিষ্কৃতি মিলত এমনটা নয় বলেই জানিয়েছে সিবিআই। রিপোর্টে উঠে এসেছে, অনেক সময়ই অনিচ্ছুক আবাসিকদের ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ধর্ষণ করা হত।

সরকার গঠন নয়, দিল্লিতে ভোটের হার বাড়ানোই ছিল বিজেপির লক্ষ্য, দাবি নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্ত ও রঞ্জিতের

গুয়াহাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লিতে সরকার গঠনের চিন্তাই করেনি বিজেপি, কেবলমাত্র দলীয় ভোটের হার বাড়ানোই লক্ষ্য ছিল, দাবি করে বলেছেন নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রায় একই কথা বলেছেন বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসও।

মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিজেপি-র পরাজয় সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে হিন্দুস্থান সমাচার-এর পক্ষ থেকে নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা শেষ হয়নি, ড় শর্মা বলেন, 'দিল্লিতে সরকার গঠন করার কথা বিজেপি কখনও ভাবেনি। আসলে দিল্লির জনতা লোকসভায় বিজেপি এবং বিধানসভায় আপ-কে চান। আপ সরকার দিল্লির মানুষকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল সরবরাহ করেছে, এর সুফল পেয়েছেন তাঁরা। তবে কংগ্রেসকে সাফ করা গেছে, এটাই বড় কথা। তবে বিধানসভায় বিজেপির ভোটের হার বেড়েছে এটাই বড় কথা।' অসমে দিল্লি নির্বাচনের প্রভাব পড়বে কি না জানতে চাইলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পালটা ব্যাঙ্গোক্তি, 'দিল্লির মানুষ এসে অসমে ভোট দেন তা জীবনে কখনও দেখিনি। তবে এ ধরনের প্রশ্নকর্তা-সাংবাদিকরা যখন নির্বাচনে ভোটদান করবেন তখন তার প্রভাব পড়তে পারে।'

এদিকে দিল্লির নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে বিজেপি-র অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস বলেন, 'দিল্লির নির্বাচনী প্রচারে আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি আগেই বলেছি আমরা দিল্লিতে সরকার গঠন করতে পারব না। অবশ্য সরকার গঠন করতে না পারলেও গতবারের চেয়ে ভোটের হার বাড়বে, বেড়েছেও। তাছাড়া বিধায়কের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে সাত। অন্যদিকে আম আদমি পার্টি জয়ী হলেও ভোটের গড় হার কমেছে। আর কংগ্রেস তো নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে।' রঞ্জিত দাস বলেন, 'দিল্লিতে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে জনতার মুখে শুনেছি, লোকসভায় তাঁরা মোদী এবং বিধানসভায় কেজরিওয়ালকে চান, কোনও

ছয়ের পাতায়

তৃতীয় দিনেও শিয়ালদহ মেন শাখায় ট্রেন বাতিলে নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা

কলকাতা,১১ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): রবিবার থেকে শিয়ালদহ-নৈহাটি শাখায় আড়াইশোরও বেশি ট্রেন বাতিল উ তৃতীয় দিনেও শিয়ালদহ মেন শাখায় ট্রেন বাতিলে থাকায় বাদুর ঝোলা হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে যাত্রীদের উ চরম সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা।

রবিবার বেলা ১২টা থেকে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা পর্যন্ত শিয়ালদহ-নৈহাটি শাখায় আড়াইশোরও বেশি ট্রেন বাতিল থাকবে।মঙ্গলবার আপ ও ডাউন মিলিয়ে ৪৯টি ট্রেন বাতিল উ ট্রেন বাতিল হলে বাদুড়ঝোলা ভিড়ে রীতিমতো প্রাণ হাতে করে ট্রেনে উঠতে হচ্ছে উ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রোজ ১৩ জোড়া শিয়ালদহ-নৈহাটি লোকাল, ৭টি কল্যাণী সীমান্ত লোকাল, ২ জোড়া রানাঘাট লোকাল ছাড়াও রানাঘাট, নৈহাটি, কৃষ্ণনগর-সহ আরও একাধিক লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকছে উ ১৪ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি নৈহাটি-বজবজ লোকাল ব্যারাকপুর পর্যন্ত চলবে উ তাছাড়াও ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ৮টি লোকাল ট্রেনকে নৈহাটির বদলে কল্যাণী পর্যন্ত চালানো হবে উ ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা পর্যন্ত ৬টি ট্রেন বাতিল থাকবে উ শিয়ালদহ-বলিয়া, কলকাতা -পটনা এবং গৌড় এক্সপ্রেস ডানকুনি দিয়ে ঘুরপথে চলবে ।

জগদ্দলে কৌটো বোমা ফেটে জখম তিন শিশু

জগদ্দল, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার জগদ্দলে কৌটো বোমা ফেটে জখম হল তিন শিশু। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে বারাকপুরের বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। তিনটি কৌটো বোমা রাস্তার ধারে মাটির উপর পড়েছিল। সেগুলিকে বল ভেবে খেলতে গিয়েই হয় বিপত্তি। ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্থানীয় তিন বালক রাস্তার ধারে মাটির উপর পড়ে থাকা কৌটো বোমাগুলিকে বল ভেবে খেলতে শুরু করতেই বিপত্তি হয়। বোমা ফেটে জখম হয় তারা। তাদের মধ্যে একজেনর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে বারাকপুরের বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, স্থানীয় কাউগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নিকাশি নালার জন্য মাটা কাটা হচ্ছিল। তখনই মাটা খোঁড়ার সময় শ্রমিকরা ওই কৌটো বোমাগুলি পান। সেগুলি মাটির পাশে রাখা ছিল। পুলিশের অনুমান, নাশকতার জন্যই মাটির নিচে কৌটো বোমাগুলি লুকিয়ে রাখা ছিল।

চলন্ত ট্রেনের চাকায় দু-টুকরো এক পা, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পাথারকান্দির যুবক

পাথারকান্দি (অসম), ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চলন্ত ট্রেনের চাকায় একটি পা খুইয়েছেন পাথারকান্দির জনৈক যুবক। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। আহত যুবককে পাথারকান্দির ফরিদকোণা-দোহালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আট নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাপুর গ্রামের জনৈক ক্ষিরোদ পালের ছেলে বাবুল পাল (৩০) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় জনৈক পান্না গোপ জানান, মঙ্গলবার সকালে কোনও কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে পাথারকান্দি আসছিলেন বাবুল পাল। পাথারকান্দির ইউনাইটেড ব্যাংকের পিছনে রেল লাইনের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, তখন ত্রিপুরার আগরতলা থেকে বেঙ্গালুরুগামী দুরন্তগতিতে আসে হামসফর এক্সপ্রেস। সে সময় সম্ভবত ট্রেনে গতি এবং শব্দে আতঙ্কিত হয়ে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি। পড়ে যান ট্রেনের নীচে। আর তখনই ঘটে বিপত্তি। তার ডান পা ট্রেনের চাকায় কেটে দু টুকরো হয়ে যায়।

পান্না বলেন, ট্রেন চলে গেলে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে উদ্ধার যখন করেন তখন তিনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন। আহত বাবুলকে উদ্ধার করে প্রথমে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু করিমগঞ্জের ডাক্তাররা তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যালে তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল আহত বাহুল পালের চিকিৎসার জন্য তাঁর পরিবারের হাতে নগদ দশ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। পরবর্তীতে আরও সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক, জানিয়েছেন বাবুলের পরিবারের জনৈক সদস্য।

জনসংযোগের অভাবের দিল্লিতে হার, মত দিলীপের

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জনসংযোগের অভাবের কারণেই দিল্লিতে হার হয়েছেউ মঙ্গলবার দিল্লির বিধানসভা ভোটের ফলাফলের পর এমনটাই জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তবে দিল্লির এই হার এই রাজ্যের ভোটের ফলাফলের ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না বলেই মত তাঁর।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতাসীন হতে চলেছেন অরবিন্দ কেজরিয়াল। শেষ গণনা অনুযায়ী ৬২টি আসনে এগিয়ে রয়েছে আপ আদমী পার্টি। সেখানে ৮ টি আসনে এগিয়ে বিজেপি।

এদিন এই ফলাফলের প্রসঙ্গে মন্তব্য করে দিলীপ ঘোষ বলেন, "দিল্লিতে দলীয় কর্মীদের জনসংযোগের অভাব ছিল। সেই জায়গাটায় হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিল আপ।

আপেদের তরফ থেকে জনগণদের সুবিধার্থে অনেক সুবিধাই দেওয়া হয়েছিল। সেই জায়গা থেকেই ভোট ছিনিয়ে নিয়েছে আপউ।

অন্যদিকে, ২০২১-র বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই জনসংযোগে জোর দিয়েছে বিজেপি।

সূত্রের খবর, দিল্লি প্রভাব যাতে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যই এদিন দুপুর থেকেই রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে চলছে দফায় দফায় বৈঠক।

বৈঠকে রয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রহুল সিনহা। এছাড়াও রয়েছেন রাজ্যের প্রথম সারির নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, রাজ্যে নিজেদের দখলদারি বজায় রাখতে কর্মীদের কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সেই আলোচনাই প্রাথমিক ভাবে স্থির হবে এই বৈঠকে।

এদিন নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে রাহুল সিনহা জানিয়েছেন, "ভোটের ফলাফল আগের থেকে ভালো হয়েছে।

বাঁকুড়ায় তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন থেকে বিজেপিকে আক্রমণ মমতার

বাঁকুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : যে কেউ আসুক না কেন কাউকে কোনও তথ্য দেবেন না এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচয় পত্র দেখালেও না বলে কর্মীদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে বাঁকুড়া শহরের সতীঘাটে আয়োজিত কর্মী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এন আর সি, সি এ এ প্রসঙ্গে তিনি কর্মীদের উদ্দেশে সতর্ক করে বলেন ওরা আপনাদের সমস্ত কিছু, কটি ছেলেমেয়ে, তারা কি করে, তাদের কোথায় বিয়ে হয়েছে, কে কি করে, সব তথ্য হাতিয়ে নেবে, আপনাদের বিপদে ফেলবে।

এন আর সি চালু করবে - এতদিন বসবাস করার পর প্রমাণ দিতে হবে ? মনে রাখবেন আপনার জমির কাগজ পত্র আপনার থাকবে, কাউকে দেখাবার প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় নাগরিক পঞ্জী নিয়ে এদিন চড়া সুরে প্রতিবাদ করার পাশাপাশি এন আর সি নিয়ে গান শুনে ঘন্টা বাজিয়ে তাল মেলান তিনি, তার আগে তিনি মাইক হাতে নিয়ে রাজ্যে এন আর সি চালু হবে না, বিজেপি ছি ছি, এন আর সি ছি ছি ইত্যাদি স্লোগান তুলে কর্মীদের উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম তাদের ভোট বিজেপিকে দিয়ে ভেবেছিল যে রাজ্যে তারা কাজ করতে সাহায্য পাবে, এখন ঝোলা থেকে বিড়াল বেড়িয়ে পড়েছে।তিনি কংগ্রেস, সিপিএম এবং বিজেপিকে জগাই মাধাই বলে কটাক্ষ করে বলেন মনে রাখবেন তৃণমূল দুর্বল নয়, তৃণমূল থাকলে আপনিও বাঁচবেন।

এদিন তিনি দলের প্রশংসা করে বলেন তৃণমূল কিছু করুক আর না করুক গরীব মানুষদের দু টাকা কিলো দরে চাল দিতে পেরেছে। তিনি বলেন বিজেপি মা বোনেদের উপর অত্যাচার করছে, এই রাজ্যে সব মেয়ে কন্যাশ্রী। তিনি বলেন এতদিন পর্যন্ত জঙ্গলমহলে মাওবাদী নিয়ে চিন্তা ছিল এখন আর মাওবাদীদের নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। এদিন তিনি কর্মীদের উদ্দেশে বলেন কর্মীরই দলের সম্পদ নেতারা নয়, তিনি নেতাদের উদ্দেশ্য বলেন কর্মী, সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হবে,।জেলা পর্যবেক্ষক শুভেন্দু অধিকারীকে বলেন নেতাদের ক্রেডিট কার্ড তৈরী করতে হবে, আমি নিজে রাত্রি ১ টা পর্যন্ত কাজ করি,। তিনি কর্মীদের আশ্বস্ত করে বলেন বিজেপির হাতে মাত্র দুটি রাজ্য,। ২১ শে বাংলা আমাদের হাতে থাকবে বলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, প্রত্যুত্তরে উপস্থিত কর্মীরা করতালি ও তার নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। কর্মীসভায় বক্তব্য রাখার পরই তিনি মঞ্চ ছেড়ে বেড়িয়ে যান সার্কিট হাউসের উদ্দেশ্য।

এদিন সতীঘাটে তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীসভার আয়োজন করা হয়।সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় মুখ্য বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন।কর্মীসভার জন্য সতীঘাটে গন্ধেশ্বরী নদীর চর ওসংলগ্ন এলাকায় বিশাল প্যান্ডেল খাটানো হয়।সত্তর হাজার লোকের বসার আয়োজনের পাশাপাশি তাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।এদিন সকাল থেকেই বাঁকুড়া ছিল সতীঘাট মুখী।কাতারে কাতারে মানুষ হাজির হয়েছেন, বাচ্চা কোলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল ১১টায় সভা শুরুর ঘোষনা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সতীঘাটে তৈরী অস্থায়ী হেলিপ্যাড নামেন দুপুর একটার কিছু পরে।

সিঁথি কান্ডে তিন পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

কলকাতা,১১ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): সিঁথি থানার মধ্যেই ব্যবসায়ী রাজকুমার সাউয়ের মৃত্যুতে দুই সাব ইনস্পেক্টর এবং এক সার্জেন্টের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করলেন মৃতের ভাই রাকেশ সাউ উ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত এই ৩ পুলিসকর্মীকেই ক্লোজ করা হয়েছে।

এসআই সৌমেন্দ্রনাথ দাস, এসআই অরিন্দম দাস, সার্জেন্ট চিন্ময় মোহান্তির নামে এফআইআর দায়ের হয়েছে উ অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর অভিযোগে শুরু হয়েছে তদন্তও। বছর ৫৩ মৃত ওই ব্যবসায়ী রাজকুমার সাউ পাইকপাড়ার বাসিন্দা উ বাড়ির পাশেই তাঁর কাগজ ও লোহার ছাঁটের দোকান উ অভিযোগ উঠেছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার সিঁথি থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ওই ব্যবসায়ীকে উ অভিযোগ, থানায় তাঁকে মারধর করা হয়, এমনকি বিদ্যুতের 'শক'ও দেওয়া হয়। তার জেরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই প্রৌঢ় উ পরে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁকেউআর তারপর থেকেই উতপ্ত এলাকা ।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত একদিনের সেমিনারে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হিমন্ত ও রঞ্জিতের

পাচের পাতার পর

রাখঢাক না রেখেই বলেছিলেন দিল্লির ভোটাররা।' দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রশান্ত চক্রবর্তীর মন্তব্য চাওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন,

দেশকে

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস ভোটের ফলাফলে নিজেদের অবস্থান নিয়ে অবগত।

দলের ভরাডুবি হলেও বিজেপিকে তোপ দেগে তিনি বলেন, বিজেপির বড় দাবিগুলি মুখ থুবড়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিচরণ ভূমি দিল্লি হলেও। জনগণের সঙ্গে একাত্ব হতে পারেনি বিজেপি। বেকারত্বের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বিজেপি শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তান এবং সিএএ নিয়ে বকে গিয়েছে। সংসদে উভয় কক্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ করার যৌক্তিকতা এখন ম্লান হয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে, ফলাফল প্রকাশ্যে আসতেই শুনশান কংগ্রেসের কার্যালয়। বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বিজেপি সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপালেও শেষপর্যন্ত দিল্লিবাসী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বেছে নিয়েছে।

এর আগে নিজের ট্যুইটবার্তায় সঞ্জয় সিং বলেন, দিল্লির দুই কোটি পরিবার জানিয়ে দিয়েছে যে তাঁদের সন্তান অরবিন্দ কেজরিওয়াল একজন নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক। সন্ত্রাসবাদী নন। দিল্লিবাসীকে কুর্ণিশ জানাই।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, দিল্লির জনাদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়েছে। বিনম্রতার সঙ্গে জনগণের রায় মেনে নিয়েছে কংগ্রেস। কিন্তু এই ফলাফল থেকে দিল্লিতে কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াবে। এখন থেকে রাজধানীতে দলের তৃণমূলস্তরের কর্মীরা পুনরুজ্জীবিত হবে। দলের ভরাডুবি হলেও দলীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে পরাজিত করার জন্য জাতীয়তাবাদী দলগুলি সর্বশক্তি দিয়ে নির্বাচনে নেমেছিল। স্থানীয় উন্নয়ন থেকে দিল্লিবাসীর নজর ঘোরানোর জন্য আন্তর্জাতিক সমস্যা তুলে ধরেছিল জাতীয়তাবাদী দলগুলি। এই সকল দলগুলি ভিন্ন মতাদর্শের মানুষদের দেশদ্রোহী বলে কটাক্ষ করেছিল। দিল্লির ভোটারা মন কি বাতকে অগ্রাহ্য করে জন কি বাতকে গুরুত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন দলের বিভ্রান্তমূলক প্রচারকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র উন্নয়নকেই গুরুত্ব দিয়েছে জনগণ। তার ফলস্বরূপ ফের দিল্লিতে ক্ষমতায় আপ।

মঙ্গলবার বেলা যত গড়িয়েছে আপের জয় তত নিশ্চিত হয়েছে। দলের জয় নিশ্চিত দেখে উচ্ছাস প্রকাশ করে কেজরিওয়াল সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে 'আই লাভ ইউ' বলেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, দিল্লিবাসী আপনারা চমৎকার করেছেন। স্ত্রী সুনিতাকে পাশে বসিয়ে সমবেত জনতা ও দলীয় কর্মীদের দিকে উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিয়ে আবেগাতুল ন্ট্রে কেজরিওয়াল বলেন, যে দল জনতার হয়ে কাজ করবে, তারাই জিতবে। রাজধানীবাসীকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, এই জয়ে কোনও দলের নয়। সকল দিল্লিবাসীর জয় এটি। সত্যের জয় হয়েছে।

এদিন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতার জন্মদিন ছিল। এই প্রসঙ্গে সুনিতা বলেন, 'সব থেকে বড় উপহার পেয়েছি। মন্তব্য করলেই রাজনীতি হয় না। ইস্যুভিত্তিক রাজনীতির জমানা চলে এসেছে। এদিন যে মঞ্চ থেকে কেজরিওয়াল সমবেত ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং, গোপাল রায় সহ আপের শীর্ষ নেতারা।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অখিলেশ যাদব জানিয়েছেন, কৃষক, গরিব, যুবক যে উন্নয়ন দেখেই ভোট দেবে দিল্লির নির্বাচন গোটা দেশকে সেই বার্তাই দিয়ে গেল। বিজেপির ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে জনগণ। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।এম কে স্ট্যালিন নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হারিয়ে জয় হয়েছে উন্নয়নের।

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ ফেব্রুয়ারী।। সাংবাদিক আজির মিয়ার মাতা সালমা বেগম গত ২৫ জানুয়ারী প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকাল তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। হৃদরোগের কারণে কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে ভর্তী করা হয় তাঁকে। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচরে নিয়ে যাওয়া হয়। শিলচর মেডিকেল কলেজের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি প্রয়াত হন। প্রয়াত সালমা বেগম তিন পুত্র, দুই মেয়ে, ভাই, বোন, নাতি-নাতনি সহ অনেক আত্মীয় পরিজন রেখে গিয়েছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, দুগ্ধ উৎপাদনে গ্রামীণ এলাকার মানুষদের স্বয়ম্ভর করে তোলার পাশাপাশি রাজ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকার কামধেনু নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। রাজ্য মন্ত্রিসভা আজ এই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডেয়ারী এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্পে গাভী ক্রয় করার জন্য ভারত সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে থাকে। এই ঋণের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্যাটাগরীর যারা রয়েছেন তারা ২৫ শতাংশ এবং এস টি, এস সি-রা ৩৩.৩ শতাংশ ভর্তুকী পান। তিনি বলেন, দুগ্ধ উৎপাদনে আরও বেশি করে উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য সরকার ভর্তুকীর পাশাপাশি এই ঋণের ক্ষেত্রে সুদের টাকা বহন করবে, যতদিন পর্যন্ত তাদের এই ঋণের টাকা পরিশোধ না হয়। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে সাড়ে ৪ কোটি টাকা। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় পরিবারের একজনকে দুটি গাভী দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে যাতে করে সেই পরিবারটি স্বাবলম্বী হতে পারে। এই প্রকল্পে একটি পরিবারের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হবে। যদি ক্যাটেল শেড করে থাকে তাহলে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হবে তিনি জানান। এই গাভীগুলি ক্রয় করার ক্ষেত্রে দুই রকম ব্যবস্থা রয়েছে। হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার থেকে গাভীগুলি আনা হবে। সুবিধাভোগীরা সেই জায়গায় গিয়েও গাভীগুলি দেখে কেনার বিষয়ে চূড়ান্ত করতে পারবেন। অপর ব্যবস্থাটিতে গোমতী ইউনিয়ন সেখানে গিয়ে গাভী দেখে আসবে এবং রাজ্যে এসে কেনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। এছাড়াও মন্ত্রী শ্রীনাথ জানান ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট-১৯৬০ যা সর্বশেষ ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়েছিল তাতে সংশোধনী আনার জন্য একটি প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাবে টি-টুরিজমকে উন্নত করে রাজ্যের অর্থনৈতিক মানউন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাজ্যের চা-বাগানগুলির অব্যবহৃত জায়গায় পর্যটন পরিকাঠামো বৃদ্ধি করে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে চা-বাগানের মোট আয়তনের ৫ শতাংশ জায়গা টি-টুরিজমের কাজে লাগানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

এক্ষেত্রে সর্বাধিক সীমা ২০ একর পর্যন্ত থাকবে। তিনি জানান এটা করা হলে পর্যটন ক্ষেত্রের যেমন উন্নয়ন হবে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হবে। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নেও সুযোগ আসবে। মন্ত্রী শ্রীনাথ জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৫৪টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে সরকারী চা বাগান রয়েছে ৩টি, বেসরকারী ৩৯টি এবং সমবায়ের মাধ্যমে চালিত ১২টি। এই বাগানগুলিতে ১০৯১৩ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। এই বাগানগুলি থেকে ২০১৯ সালে ৯২ লক্ষ কেজি চা উৎপাদন হয়েছে বলে তিনি জানান। ২০১৭ সালে উৎপাদন ছিল ৮৭ লক্ষ ৩০ হাজার কেজি। এছাড়াও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ জানান, ৪২৫ জন স্নাতক শিক্ষককে ৩৬২টি স্কুলে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। পোস্ট গ্রেজয়েট টিচার পদে ৭ জনকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাজে যোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তিনি জানান, স্নাতক শিক্ষকদের মধ্যে ধলাই জেলায় ৭০টি স্কুলে ৭৯ জনকে, দক্ষিণ জেলার ৭৫টি স্কুলে ৮৬ জনকে, গোমতী জেলায় ৬৫টি স্কুলে ৮৭ জনকে, ঊনকোটি জেলার ৩১টি স্কুলে ৩৩ জনকে, সিপাহীজলা জেলায় ৩০টি স্কুলে ৪১ জনকে, খোয়াই জেলার ৪০টি স্কুলে ৪৫ জনকে এবং পশ্চিম জেলায় ১টি স্কুলে ১ জনকে (যিনি দিব্যাঙ্গ) এই পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। পি জি টির ক্ষেত্রে ধলাই জেলায় ২ জনকে, দক্ষিণ জেলায় ৩ জনকে, ঊনকোটি ও খোয়াই জেলায় ১ জন করে শিক্ষককে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। জি টিতে ১০ জন ও পি জি টিতে ১ জনের বিরুদ্ধে ফেইক (ভূয়ো) সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার বিষয়টি দপ্তরের নজরে এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হবে। এছাড়াও ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ার কারণে ১২ জন জি টি এবং ১ জন পি জি টি'র পোস্টিং দেওয়া যায়নি। প্রক্রিয়া শেষে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। ১ জন জি টি যিনি বর্তমানে এডহক শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন উনার ক্ষেত্রে বয়সের রিল্যাশেনের বিষয়টি রয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন নিতে হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নবনিযুক্ত এই শিক্ষকদের পোস্টিং এর ক্ষেত্রে যেসব স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার স্বল্পতা রয়েছে সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী শ্রীনাথ জানান।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রকৃতি সম্পর্কে না জানলে সমাজ গঠন, রাষ্ট্রগঠন কোনও কিছুই সম্ভব নয়। এজন্য প্রত্যেক শিশুকে প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। তাঁর কথায়, প্রকৃতি না বাঁচলে কোনও ধরনের উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে উন্নয়ন সর্বনাশ ডেকে আনবে। তিনি বলেন, গোটা পৃথিবী এখন উষ্ণায়ন নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু, প্রকৃতির প্রতি সুবিচার করলে উষ্ণায়নের আতঙ্কে ভুগতে হবে না। তাঁর দাবি, যত আবিষ্কারই হোক তা প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। বিজ্ঞানের আধার, সংস্কৃতির আধার সবই প্রকৃতি। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, মানুষ পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিতেই আমাদের জন্ম, প্রকৃতিতেই বসবাস করতে হবে। তাই প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। প্রকৃতির চেয়ে বড় শিক্ষক কেউ হতে পারে না, বলেন তিনি।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, এদিন আয়রণ টেবলেট খাওয়ানোর কর্মসূচীতে স্বাস্থ্য দপ্তরের এমপিডব্লিও, ফার্মাসিস্ট ছিলেন। কোন চিকিৎসক ছিলেন না। এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে অন্তত একজন চিকিৎসক রাখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর কিংবা স্বাস্থ্য দপ্তর। এনিয়ে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে অভিভাবক মহলে।

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

এই প্রকল্প সম্পর্কে মানুষ যাতে আরও সচেতন হতে পারে তার জন্য প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত বড় বড় হোর্ডিং বানিয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলা সদরে লাগাতে হবে। পাশাপাশি ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের সম্পর্কেও জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যালোচনাসভায় শ্রমদপ্তর এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব দীপা ডি নায়ার জানান, অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার লক্ষ্যে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনা চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে একজন শ্রমিক ৬০ বছর অতিক্রান্ত হলে মাসে ৩ হাজার টাকা করে পাবেন। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ২১ হাজার ১৮২ জন অসংগঠিত শ্রমিক তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। এই প্রকল্পে আরও বেশি করে অসংগঠিত শ্রমিক যাতে নাম নথিভুক্ত করেন সেজন্য প্রকল্পের প্রচারের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বাল স্বচ্ছতা মিশন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ সচিব দীপা ডি নায়ার জানান, এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে বিশুদ্ধ পানীয়জল পান করা সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি, শিক্ষা সম্পর্কে শিশুদের এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সচেতন করা। সভায় এছাড়াও সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, পোষণ অভিযান এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার।

পর্যালোচনাসভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, পরিকল্পনা দপ্তরের বিশেষ সচিব অপূর্ব রায় এবং ন্যাশনাল হেলথ মিশনের মিশন ডিরেক্টর অদিতি মজমদার উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনার অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার তপশীলি অংশের মানুষের কল্যাণ চায় না বলে অভিযোগ এনেছেন কংগ্রেস নেতা অক্ষয় কুমার। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই এর প্রমাণ মিলে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। কংগ্রেস দল তপশীলি অংশের কল্যাণে কাজ করে বলেও তিনি দাবি করেন। মঙ্গলবার এসসি ডিপার্টমেন্টের সেমিনার শেষে আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

মধুপুরে বিস্তর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১১ ফেব্রুয়ারী।। মধুপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে হরিহরদোলা এলাকা থেকে ৪৪ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। মঙ্গলবার বিকালে জঙ্গল থেকে এই এই গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মধুপুর সীমান্ত এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে অবিলম্বে পুলিশের অভিযান জারি রাখার দাবি উঠেছে।

কৃষকদের নিয়ে কর্মশালা ১৩ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। উন্নত ও সংকর প্রজাতির ধান আর ভুট্টা বীজ ও চাষবাস নিয়ে রাজ্যের কৃষকদের সচেতন করতে ১৩ ফেব্রুয়ারী এক কর্মশালার আয়োজন করতে চলেছে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ ত্রিপুরা কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় রবীন্দ্র ভবনে এই কর্মশালার উদ্বোধন করবেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববমা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক, কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। এই কর্মশালায় রাজ্যের ১২ শতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করবেন।

কমিটি

আটের পাতার পর

মিড ডে মিল বেসরকারি করণের মধ্য দিয়ে সরকার নিজ দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে চলেছে বলেও নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশান প্রদান করেছে। শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেসান ও স্মারকলিপি প্রদানকালে প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের নেতা সুভাষকান্তি দাস, কমল রায় চৌধুরী, ড. অলক সৎপথী, অসিত দাস, হরিকিশোর ভৌমিক প্রমুখ। তাদের প্রদেয় স্মারকলিপির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল প্রদান চালু করতে হবে, টেট উত্তীর্ণদের অবিলম্বে শিক্ষক পদে নিয়োগ করতে হবে, ছাত্র স্বল্পতায় অজুহাত কোন স্কুল বন্ধ করা চলবে না, সর্বশিক্ষা অভিযানে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিত করতে হবে প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয়

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। সাথে অন্যান্য রাজ্যের মতো ত্রিপুরায়ও কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে কয়েদিদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, দীর্ঘ সময়ের জন্য সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের বেঙ্গল জেল কোড অনুযায়ী সমস্ত নিয়ম মেনে প্যারোল-এ যাওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু, বর্তমানে ওই পদ্ধতি বন্ধ রয়েছে। প্যারোল পুনরায় চালু করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্য সচিবকে অনুরোধ জানিয়েছেন বাদল চৌধুরী। তাতে, সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিরা ওই সুযোগ নিয়ে উপকৃত হবেন বলে তিনি মনে করেন।

এছাড়াও, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিভিন্ন সংস্কার কাজ, কয়েদিদের জন্য পূর্বের ন্যায় ৭০০ গ্রাম চাল বরাদ্দ, অসুস্থ কয়েদিদের জেল হাসপাতালে সমস্ত প্যাথলজি টেস্টের সুবিধা প্রদানের দাবি মুখ্য সচিবের কাছে পেশ করেছেন বাদল চৌধুরী। চিঠিতে উল্লিখিত সমস্ত বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

নির্বাচনে বিপর্যয়ের দায় নিজের কাঁধে নিলেন দিল্লির কংগ্রেস সভাপতি

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের দায় স্বীকার করে নিলেন দিল্লি কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চোপড়া। মঙ্গলবার ভোটের ফল স্পষ্ট হতেই চোপড়া বলেন, আমি দলের এই খারাপ ফলে দায় স্বীকার করছি। এই ফলের কারণগুলি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব।

দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গণনার প্রবণতা অনুযায়ী সকলেই স্পষ্ট হয়ে যায় ফের ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে আম আদমি পার্টি (আপ)। প্রত্যাশিত ফল না করতে পারলেও আসন বাড়ছে বিজেপির ঊ এই অবস্থায় দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের দায় স্বীকার করে নিয়ে দিল্লি কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চোপড়া বিজেপি ও আম আদমি পার্টিকে মেরুকরণের রাজনীতির জন্য দায়ী করেছেন। এদিন তিনি বলেন, আমি দলের এই খারাপ ফলে দায় স্বীকার করছি। এই ফলের কারণগুলি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব। বিজেপি ও আপ-উভয় দলের মেরুকরণের রাজনীতির কারণেই আমাদের দলের প্রাপ্ত ভোটের হার কমেছে। চোপড়া আরও বলেন, তিনমাস হল দলের দায়িত্ব নিয়েছি। সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছি। যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি আমিই।

দিল্লি কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেছেন, তাঁদের দল সর্বদাই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের শেষপর্যন্ত বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।এদিকে, শোনা যায় দলের বিপর্যয়ের দায় নিয়ে দিল্লি কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে চেয়েছেন সুভাষ চোপড়া। তিনি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে তাঁর পদত্যাগপত্রও পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে খবর ।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

কর্মী জানিয়েছেন, বাস স্ট্যান্ডের পশ্চিম দিকের বিশ্রামাগারের পাশে ৫টি বাসে আগুন লেগেছিল। তাতে, তিনটি বাস সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। বাকি দুইটি বাসও আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, টি আর - ০৩ - ১৪৪৬, টি আর - ০৩ - ১৪৪৭, টি আর - ০৩ - ১৩৭৪, টিআর-০৩-১৪৩৪ এবং টিআর-০১-এ-১২৭৯ এই ৫টি বাস আগুনে পুড়েছে।

জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, আর কে পুর, কিল্লা এবং কাঁকড়াবন থেকে ৫টি ইঞ্জিন টানা চেষ্টায় আগুন আয়ত্বে এসেছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ পুলিশ কিংবা দমকল বাহিনী কেউ বলতে পারছে। তবে, নাশকতার আগুনে পুড়েছে বাসগুলি, এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে।

বাতিল

● প্রথম পাতার পর

থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত সাময়িক বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া রামনগর ৫ নম্বরের গুডলাইফ মেডিমার্টের ড্রাগ লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ওষুধের দোকানে সমস্ত নিয়ম মানতে হবে। না হলে, আগামী দিনেও এমনই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জারি থাকবে।

করল বিজেপি

আটের পাতার পর

চলতে হবে। তাতে দেশ ও সমাজের কল্যাণ হবে। ১৯৬৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাণপুরুষ দীনদয়াল উপাধ্যায়কে তাঁততায়ীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন। দিবসটি দলের পক্ষ থেকে সমার্পণ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। রাজ্য, জেলা, মাশুল ও বুথস্তরে দিবসটি পালিত হয়।

তেওয়ারীর

পাচের পাতার পর

অশ্বিনী তেওয়ারির। খসড়া তালিকার সব কিছু রেখে শুধুমাত্র চেয়ারম্যানের ৭ নম্বর ওয়ার্ডটি সাধারণের করে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডটিকে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। ি

দিল্লী জয়ের

● প্রথম পাতার পর

৮ আসন পেয়েচে বিজেপি। দিল্লিতে এই জয়ের জন্য মঙ্গলবার টুইট করে আম আদমি পার্টি ও সেই দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন টুইটারে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'আপ ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভাল ফল করার জন্য শুভেচ্ছা। দিল্লির সাধারণ মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্খা পূরণে তাঁরা সাফল্য পান সেই কামনা করি।'

এরপরই প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুইট করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'ধন্যবাদ স্যার। আমি কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ ভাবে আমাদের রাজধানীকে পৃথিবীর অন্যতম সেরা শহরে পরিণত করতে চাই।'

এডিসির

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্যে নুখুঙ হামারি হাউজিং প্রকল্পে পাকাবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে, পাকাবাড়ি নির্মাণের জন্য বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, সিকলা হাম মালখুঙ সার্ভিস প্রকল্পে ২০০ জনকে অটোরিকশা দেওয়া হবে।

তাঁর দাবি, কৃষির মানোন্নয়ন ছাড়া এডিসি এলাকায় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই, ৩৫ থেকে ৪০ মন ধান উৎপাদন করার জন্য কৃষকদের সহায়তা করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫-টি জোনাল এলাকায় ৫-টি হেরিটেজ ভিলেজ গড়ে তোলা হবে। তিনি জানান, ককবরক ভাষা উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় ভাষা উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, গত ১৯ জানুয়ারি ককবরক দিবসের অনুষ্ঠানে হালাম ভাষার অভিধান প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর আরও দাবি, বেকার যুবকদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে।

আগরতলা চেকপোস্টে ব্যাটারি চালিত গাড়ি দিল পর্যটন দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্যে বেটারি চালিত গাড়ি পরিষেবায় নতুন সংযোজন হয়েছে। ত্রিপুরা পর্যটন দফতর ল্যান্ডপোর্ট অথরিটিকে একটি বেটারি চালিত গাড়ি প্রদান করেছে। ইতিপূর্বে ল্যান্ডপোর্ট অথরিটির এমন দুটি গাড়ি ছিল। ফলে, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে এখন তিনটি ব্যাটারি চালিত গাড়ি পরিষেবা দিচ্ছে। মঙ্গলবার আগরতলা ল্যান্ডপোর্টের ম্যানেজার দেবাশিস নন্দি এই খবর দিয়েছেন। মূলত, জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য এই পরিষেবা চালু রয়েছে।

দেবাশিস নন্দি বলেন, আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে বহু বয়স্ক যাত্রী যাতায়াত করেন। এমনও যাত্রী রয়েছেন যাঁদের সাথে প্রচুর জিনিসপত্র থাকে এবং তাঁদের পক্ষে একা সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যায়ায়াত করা সম্ভব হয় না। তাঁদের জন্য ওই সব বেটারি চালিত গাড়ি ভীষণ উপকারী। তাছাড়া, চেকপোস্ট দিয়ে রোগীরাও যাতায়াত করেন। তাঁর দাবি, ল্যান্ডপোর্ট অথিরিটি প্রায় তিন বছর ধরে ব্যাটারি চালিত গাড়ি পরিষেবা দিচ্ছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওই পরিষেবায় দুই পাড়ের যাত্রীরা ভীষণ উপকৃত হচ্ছেন।

দেবাশিসবাবু জানিয়েছেন, সম্প্রতি ত্রিপুরা পর্যটন দফতর ল্যান্ডপোর্ট অথরিটিকে একটি ব্যাটারি চালিত গাড়ি প্রদান করেছে। ত্রিপুরা পর্যটন দফতর খুব শীঘ্রই আরও একটি গাড়ি প্রদান করবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এখন প্রতিদিন প্রায় দুই সহস্রাধিক যাত্রী আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে যাতায়াত করেন। সম্প্রতি ল্যান্ডপোর্ট অথরিটির চেয়ারম্যান এই চেকপোস্ট পরিদর্শন করে গেছেন। যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্যে আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

নিখোঁজ ৫২

তিনের পাতার পর

মালয়েশিয়া মানবপাচার চক্র। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে সোমবার রাতে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া রোহিঙ্গাবোঝাই ট্রলারটি ডুবে যায়। কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন সাগরের দণি-পশ্চিমাংশে ঘটা ট্রলার ডুবির ঘটনায় নিহত নারী-শিশুসহ ১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড, নৌবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। এ ঘটনায় জীবিত উদ্ধার হয়েছেন ৭১ জন। উদ্ধার ও নিহতদের মাঝে অধিকাংশই নারী। যাদের সিংহভাগই তরুণী।

ভারত সরকার, বস্ত্র মন্ত্রক

হস্ত তাঁত উন্নয়নের কমিশনার কার্যালয়

আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে, যোগ্য সমস্ত হস্ততাঁত ক্লাস্টারদের কাছ থেকে সাথে সমবায়ের সমিতির / উৎপাদক দল, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠির এবং সংগঠন দিল্লি হাঁট, আইএনএ, নতুন দিল্লিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য ২০২০-২১ তে নিম্নলিখিত স্লটে ঃ

দিল্লি হাঁট, আইএনএ, নতুন দিল্লির

এসএল নং	স্লট	এসএল নং	স্লট
১.	১ম থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	৮.	১ম থেকে ১৫ জুন, ২০২০
২.	১ম থেকে ১৫ মার্চ, ২০২০	৯.	১৬ই থেকে ৩০শে জুন, ২০২০
৩.	১৬ই থেকে ৩১শে মার্চ, ২০২০	১০.	১ম থেকে ১৫ই জুলাই, ২০২০
৪.	১ম থেকে ১৫ই এপ্রিল, ২০২০	১১.	১৬ই থেকে ৩১শে জুলাই, ২০২০
৫.	১৬ই থেকে ৩০শে এপ্রিল, ২০২০	১২.	১ম থেকে ১৫ই আগস্ট, ২০২০
৬.	১ম থেকে ৩০শে মে, ২০২০	১৩.	১৬ই থেকে ৩১শে আগস্ট, ২০২০
৭.	১৬ই থেকে ৩১শে মে, ২০২০		

যোগ্যতা

১. সমস্ত হস্ততাঁত ক্লাস্টার যারা সমবায় সমিতির / উৎপাদক গোষ্ঠী, স্ব-সহায়ক দল এবং সংগঠন এর সাথে যুক্ত তাঁরা অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। স্টল, বরাদ্দ করা থাকবে সন্তকবির পুরস্কার প্রাপকদের জন্য এপ্রিল ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

২. সংস্থাগুলিকে অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে **১ বছর**(অক্টোবর থেকে মার্চ) এবং **৬ মাস** (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর) পূর্বের বরাদ্দকৃত স্টলের ভিত্তিতে।

সমস্ত যোগ্য ক্লাস্টারদের অবশ্যই পূরণ করতে হবে আবেদনপত্র দিল্লি হাঁটে স্লট নেওয়ার জন্য নির্ধারিত এবং তা জমা দিতে হবে নিকটবর্তী উইভার্স সার্ভিস সেন্টার (ডব্লিউএসসি) সাথে জানাতে হবে উন্নয়ন কমিশনার (হস্ততাঁত) অফিসকে। দিল্লি হাঁটের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করার অন্তিম তারিখ হবে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ১ মাস। আরও বিস্তারিত জানার জন্য আবেদনকারীরা যোগাযোগ করতে পারেন নিকটবর্তী উইভার্স সার্ভিস সেন্টার (ডব্লিউএসসি) অথবা লগঅন করা যেতে পারে উইভার্স সার্ভিস সেন্টার এর ওয়েবসাইট **ICA/** (www.handlooms.nic.in)

উন্নয়ন কমিশনার (হস্ততাঁত অফিস)

বস্ত্রমন্ত্রক, ভারত সরকার, উদ্যোগ ভবন, নতুন দিল্লি

davpm41102/11/004/1920

ক্রীড়াঙ্গন

মোট রান মাত্র ৭৫, পাঁচ বছরে সবচেয়ে খারাপ সিরিজ কাটালেন বিরাট কোহালি

নয়াদিল্লী, ১১ ফেব্রুয়ারি।। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডেতে কথা বলল না ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির ব্যাট। পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচে তাঁর খারাপ সময় দেখে ক্রিকেটপাগলদের মনে পড়ে যাচ্ছে ৫ বছর আগের স্মৃতি। সে বার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্লান দেখিয়েছিল কোহালিকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ আগেই হেরে গিয়েছে ভারত। মাউন্ট মাউঙ্গানুই- এর তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচ কোহালির দলের কাছে নিয়মরক্ষার। চোটের জন্য রোহিত শর্মা ওয়ানডে সিরিজ থেকে আগেই ছিটকে যাওয়ায় ভারতের ওপেনিং স্লট হয়ে যায় দুর্বল। না থাকায় কোহালিকেই নিতে হত দলের দায়িত্ব। কিন্তু কোহালি পারেননি। প্রথম ওয়ানডে- তে ভারত অধিনায়ক করেন ৫১ রান। সেই ম্যাচে ভারত পাহাড়প্রমাণ রান করেও জিততে পারেনি। দ্বিতীয় ম্যাচে রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৫ রানে ফিরতে হয় চেজমাস্টারকে। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৯ রান করে কোহালি। এ দিন দলের রান যখন ৮, তখন ফেরেন ময়ঙ্ক আগরওয়াল। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন কোহালি। কিন্তু ভারত অধিনায়ক ক্রিজে টিকলেন মাত্র ১২ বল। করলেন মাত্র ৯ রান। ফলে তিনি ম্যাচে কোহালির সংগ্রহ ৭৫ রান। এই সিরিজে তাঁর গড় ২৫। গত চার বছরে কোহালি‌তে ব্যাট হাতে এতটা ম্লান দেখায়নি। এ বারের নিউজিল্যান্ড সফরের কাছাকাছি রয়েছে ২০১৫ সালের বাংলাদেশ সফর। সে বার তিন ম্যাচে মাত্র ৪৯ রান করেছিলেন কোহালি। শেষ ৯টি ইনিংসে ভারত অধিনায়কের রান ৪,০, ৮৫, ১৬, ৭৮, ৮৯, ৫১, ও ৯। কোহালি নিজেই নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন অন্য এক উচ্চতায়। সেই কারণে শেষ ন'টি ইনিংসের মধ্যে চারটিতে পঞ্চাশের বেশি রান করলেও তাঁকে বলা হচ্ছে ব্যর্থ।

ফাইনালে ধাক্কাধাক্কি, বড়সড় শাস্তি ভারত- বাংলাদেশের পাঁচ ক্রিকেটারের

নয়াদিল্লী, ১১ ফেব্রুয়ারি।। যুব বিশ্বকাপ ফাইনালের শেষে বাংলাদেশ ও ভারত- দুইদেশেড ক্রিকেটারা মাঠের ভিতরেই জড়িয়ে পড়েছিলেন ধাক্কাধাক্কিতে। তার জন্য বাংলাদেশের তিন জন ও ভারতের দুই ক্রিকেটারকে বড়সড় শাস্তি দিল আইসিসি। চার থেকে ১০টি ম্যাচ পর্যন্ত নির্বাসিত হতে পারেন পাঁচ ক্রিকেটার। রবিবাসরীয় যুব বিশ্বকাপের বল গড়ানোর স্তর থেকেই দুই দলের ক্রিকেটারদের মেজাজ ছিল সপ্তমে। স্লেজিং, কথা কাটাকাটি, উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়, বল ছুড়ে মারার ঘটনা লেগেই ছিল। ম্যাচের শেষে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। রাকিবুল হাসান উইনিং স্ট্রোক নিতেই মাঠের ভিতরে ঢুকে পড়েন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। প্রায় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন ক্রিকেটাররা। ম্যাচ শেষের পরের ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন আইসিসি-র ম্যাচ রেফারি গ্রেম লেব্রুয়। সেই অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের তৌহিদ হৃদয়, শামিম হোসেন ও রাকিবুল হাসানকে। ভারতের দুই ক্রিকেটার আকাশ সিংহ ও রবি বিষ্ণোইকেও আইসিসি-র আচরণবিধির ২.২১ ধারা ভাঙায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। ভারতের লেগ স্পিনার বিষ্ণোই বাংলাদেশের ওপেনার ইমনের সঙ্গে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। খারাপ ভাষা ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ। টুনামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্ররকারী বিষ্ণোইয়ের বিরুদ্ধে ২.৫ ধারা লঙ্ঘন করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানিয়েছে আইসিসি। বাংলাদেশের তৌহিদ পেয়েছেন ১০টি সাসপেনশন পয়েন্ট। কিন্তু ৬টিই থাকছে। রাকিবুল ৪টি সাসপেনশন পয়েন্ট পেয়েছেন, যেটা ৫ ডিমেরিট পয়েন্টের সমান। ভারতের আকাশ ৮টি সাসপেনশন ও ৬টি মেরিট পয়েন্ট পেয়েছেন। বিষ্ণোই প্রথম অপরাধের জন্য ৫ স্যাসপেনশন ও ৫ ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছেন। ২৩তম ওভারে বাংলাদেশের অভিষেক দাস আউট হওয়ার বাজে ভাাষা ব্যবহার করায় বিষ্ণোই পেয়েছেন আরও ২টি ডিমেরিট পয়েন্ট। পাঁচ ক্রিকেটারই এই শাস্তি মেনে নিয়েছেন। অনুর্ধ্ব ১৯ অথবা অন্য যে কোনও আন্তর্জঙ্গাতিক ম্যাচে যখনই এই ক্রিকেটাররা অংশ নেবেন, এই সাসপেনশন পয়েন্ট পযোজন্য হবে তাঁদের ক্ষেত্রে। ১ সাপপেনশন পয়েন্ট মানে একটি ওয়ানডে বা টি পয়েন্টি, অনুর্ধ্ব ১৯ পর্যায় বা এ দলের একটি ম্যাচ খেলেত না পারার শাস্তির সমান। ক্রিকেটের স্পিরিট অমান্য করার জন্য ক্রিকেটাররা পেলেন বড় শাস্তি।

সিলভার পদক জয়ী নরমা দেববর্মাকে এডিসির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা

খুমুলুঙ, ১১ ফেব্রুয়ারি।। আজ খুমুলুঙস্থিত লংগই চকে (জুডো হল) দুবাইয়ের আবুধাবীতে ২০১৯ সালের কিক বক্সিং মুয়াথাই এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সিলভার পদক জয়ী মিস নরমা দেববর্মাকে এডিসির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে রিসা ও শংসাপত্র দিয়ে পদক জয়ী নরমা দেববর্মা বরণ করেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য র াধাচরণ দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা ও পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদেরমধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বলীন দেববর্মা, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সুবল দেববর্মা, উপমুখ্য নির্বাহী অধিকারিক উষারঞ্জন দেববর্মা, শিল্প দপ্তরের প্রধান আধিকারিক বিশ্বজিৎ সিনহা, উপপজাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান আধিকারিক মতিলাল দেববর্মা। এছাড়া নরমা দেববর্মার মাতা কবিতা দেববর্মা ও তার কাকা উপস্থিত ি ছলেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন সুব্রত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে ি গয়ে মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা নরমা দেববর্মা আগামী দিনে সুনাম অর্জন করবে বলে আশাবাদী। গত ২৬ শে জানুয়ারি পদক জয়ী অমিত মুড়াসিংকেও এডিসির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেয়ার কথা তিনি জানান। তিনি জানান খেলাধূলার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে এডিসি বেশি জোর দিচ্ছে। খুমুলুঙ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান খুমুলুঙে ইন্ডোর স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে। সেজন্য সাড়ে ৭ কোটি টাকার প্রকল্প তৈরি করে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বলীন দেববর্মা পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধূলা চর্চা করার উপ গুরুত্বারোপ করেন।

ছন্দপতন, সময়ের আগেই মাঠ ছাড়লেন জয়সূর্য

নয়াদিল্লী, ১১ ফেব্রুয়ারি।। জয়সূর্যকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে কিঠুটা হলেও তাল কাটল বিশৃঙ্খলা রবিবার খগড়পুরের বিএনআর ময়দানে চেয়ারম্যানস ট্রফির ফাইনালের প্রধান অতিথি ছিলেন লঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক সনৎ জয়সূর্য। তিনি মঞ্চে আসা থেকে মাঠে ঘোরা পর্যন্ত তাঁকে ঘিরে জমাট বেঁধে থাকল ভিড়। তার সঙ্গে যোগ হল নিজস্বীর জন্য হুড়াহুড়ি, হাত ধরে টানাটানি ও ঠেলাঠেলি। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছয় যে জয়সূর্যের চোখেমুখেও অস্বস্তির ছাপ ধরা পড়ে। রাত ৯টা নাগাদ মাঠে ঢুকলেও ফাইনাল আগেই ১০টায় মাঠ ছেড়ে আইআইটির অতিথিনিবাসে ফিরে যান এই বিশ্বকাপজয়ী তারকা। সাধারণত প্রতিযোগিতায় ফাইনালের পঙ্গরধান অতিথিই চ্যাম্পিয়ন হাতে ট্রফি তুলে দেন। এহার সেটা হয়নি। তাতে কিছুটা ছন্দপতনও হয়। জয়সূর্য আগেই মাঠ ছাড়ায় ফাইনালের বিজয়ী দলকে ট্রফি তুলে দেন পুরপ্রধান প্রদীপ সরকার। জয়সূর্যর হাত থেকে ট্রফি না পেয়ে চ্যাম্পিয়ন দলের অনেকেই হতাশ। তবে মাঠ ছাড়ার আগে প্রতিযোগিতার প্রশংসা করে গিয়েছেন জয়সূর্য। তিনি বলেন, এই প্রতিযোগিতায় একসময়ে ধোনি খেলেছেন বলে শুনেছি। সিনেমাতেও দেখিয়েছে। তাতে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুশি। পুরপ্রধান প্রদীপ সরকার যে ভাবে এই প্রতিযোগিতাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তা প্রশংশনীয়। তবে জয়সূর্য মাঠ ছাড়ার পরেও বিশৃঙ্খলা পিছু ছাড়েনি। দ্বিতীয় সেমিফাইনালের শেষ ওভারে মাঠে নো বল অশান্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি সামলাতে মাইক ধরতে হয় খোদ পুরপ্রধান তথা বিধায়ক প্রদীপ সরকারকে। তিনি আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার অনুরোধ বলেও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ক্রিকেট দল সে কথা শানেনি। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলরও মাইক হাতে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বলায় পরিস্থিতি শান্ত হয়। ফাইনালে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ২২ নম্বর ওয়ার্ড।

টি ২০ ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন ডেভিড ওয়ার্নার

নয়াদিল্লী, ১১ ফেব্রুয়ারি।। নিজের ক্রিকেটজীবন দীর্ঘায়িত করার জন্য টি টোয়েন্টি থেকে অবসরের কথা ভাবছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁ হাতি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ক্রিকইনফোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিধ্বংসী অজি ওপেনার বলেছেন, টি টোয়েন্টিতে আমরা পর পর দু'বার বিশ্বকাক জিতেছি। এই ফরম্যাট থেকে আমি অবসর নিতে চাই। আগে অবশ্য ক্রীড়াসূচি দেখতে হবে। তিনটি ফরম্যাটে খেলে যাওয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করতে এর আগেও অনেক ক্রিকেটার টি টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই রাস্তায় এ বার হাঁটতে চাইছেন ওয়ার্নারও। তিনি বলেছেন, আমার তিন সন্তান। স্ত্রী ওদের দেখভাল করে। ক্রিকেটের জন্য আমার পক্ষে সব সময়ে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হয়ে উঠছে না। যদি একটা ফরম্যাট থেকে আমাকে সরে দাঁড়াতে হয়, তা হলে আমি টি টোয়েন্টি ছাড়ার কথাই ভাবব। বিগ ব্যাশ লিগে প্রথম বার খেলছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। ওয়ার্নার সরে দাঁড়িয়েছেন এই লিগ থেকে। বাঁ হাতি অজি ওপেনার বলছেন, এ বার আমি বিবিএল খেলছি না। পরবর্তী সিরিজের জন্য নিজের মন ও শরীরকে সতেজ রাখার জন্যই সরে দাঁড়িয়েছি বিগ ব্যাশ থেকে।

ব্যায়াম করছেন রোনাল্ডো, পেটের উপর বসে "পাহারা" দিচ্ছে মেয়ে

দিন কয়েক আগেই হেলাস ভেরোনা-র কাছে তাঁর ক্লাব জুভেন্তাস ২-১ গোলে হেরেছে। আর হেরেছে বলে বাড়িতে বসে থাকাও চলবে না। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো মেয়ের "তত্বাবধানে" জিমে কসরত করছেন। এমনই একটি ভিডিয়ো নিজেই শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়াগুলিতে।নিজের টুইটার ও ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে আট সেকেন্ডের ভিডিয়োটি পোস্ট করেছেন সিআর৭। সেখানে দেখা যাচ্ছে একটি এক্সারসাইজ বলের উপর ব্যায়াম করছেন। আর তাঁর পেটের উপর বসে রয়েছে দু"বছরের মেয়ে অ্যালানা। যেন বাবা ঠিকঠাক শরীরচর্চা করছে কিনা, কঠোর নজর রাখছে একরত্তি মেয়ে।রোনাল্ডো নিজেই ভিডিয়োটির ক্যাপসন দিয়েছেন, "নো এক্সকিউজ" (কোনও অজুহাত নয়)। অর্থাতযেন হারের দুঃখে বসে থাকা যাবে না, পরের লড়াইয়ের জন্য তৈরি করতে হবে নিজেকে।রোনাল্ডো ও তাঁর বান্ধবী জর্জিনা রড্রিগেজের চার সন্তান। অ্যালানা ছাড়াও ন"বছরের ছেলে ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র রয়েছে। এছাড়াও ২০১৭ সালের জুনে সারোগেট মাদারের গর্ভে জন্ম নেয় যমজ সন্তান মাতেও এবং ইভা।

হোয়াইটওয়াশের লজ্জা থেকে বাঁচতে পারল না টিম ইন্ডিয়া

টি২০ সিরিজে ভারতের কাছে হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছিল কিউয়িদের। এবার একদিনের সিরিজে পাল্টা দিলেন কেন উইলিয়ামসন বাহিনী। তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ আগেই হাতছাড়া হয়েছিল। এবার শেষ একদিনের ম্যাচেও হারতে হল বিরাট বাহিনীকে। পাঁচ উইকেটে জিতে গেল নিউজিল্যান্ড। অর্থাত ভারতের হার ০-৩ ব্যবধানে।চোটের জন্য একদিনের সিরিজ থেকে ছিটকে যান রোহিত শর্মা। একই কারণে দলে জায়গা হয়নি শিখর ধাওয়ানেরও। আবার চোট সারিয়ে দলে ফিরে এলেও সেভাবে ঝলসে উঠতে দেখা যায়নি জশপ্রীত বুমরাকে। এই পরিস্থিতিতে কোহলির অস্ত্র ছিল তরুণ ব্রিগেড। ওয়ানডে সিরিজে আনকোড়া পৃথ্বী শ এবং মায়াঙ্ক আগরওয়ালকেই এগিয়ে দিতে হয়েছিল কিউয়ি পেসের সামনে। এমন পরিস্থিতিতে বিদেশের মাটিতে ফল যা হওয়ার তাই হল। দু"জনেই ব্যর্থ। তবে মঙ্গলবার বে ওভালে পৃথ্বী ৪০ রানের ইনিংস খেলেছেন। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। মায়াঙ্ক করেছেন মাত্র ১। মিডল অর্ডারে এদিন ছিলেন রাহুল-মণীশ-শ্রেয়স। রাহুল নিঃ সন্দেহে এই সিরিজের বড় প্রাপ্তি। চার নম্বরে পাকাপাকি জায়গা করে নিলেন শ্রেয়সও। মণীশ পান্ডেও আজ ৪২ রান করে গেলেন। কিন্তু বাকিরা সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারলেন না। ক্যাপ্টেন কোহলি নিজেও চূড়ান্ত ব্যর্থ।টস জিতে শুরুতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। ভারতের কিন্তু শুরুটা ভাল হয়নি। ৬২ রানের ভিতরেই ৩ উইকেট চলে গিয়েছিল ভারতের। এরপর ১০০ রানের জুটি তৈরি করেন শ্রেয়স ও রাহুল। চার নম্বরে নেমে ৬২ করেন শ্রেয়স। পাঁচে নামা রাহুলের ব্যাট থেকে এল ঝকঝকে শতরান। কিউয়ি সফরে স্বপ্নের ছন্দে রয়েছেন রাহুল। এদিন করলেন ১১২। মেরেছেন ৯টি চার ও ২টি ছয়। মণীশ পান্ডের (৪২) সঙ্গে জুটিতে ১০৭ রান যোগ করেন রাহুল। ডেথ ওভারে বড় শট মারতে না পারায় ভারতে রান ৩০০-র গন্ডি পার হল না। ২৯৬/৭ রানেই আটকে থাকতে হল টিম ইন্ডিয়াকে। কিউয়ি বোলারদের মধ্যে হ্যামিশ বেনেট পান ৪ উইকেট।জবাবে ৪৭.১ ওভারেই ৩০০/৫ তুলে ম্যাচ জিতে নেয় কিউয়িরা। ওপেনিং জুটিতে ১০৬ রান তুলে ফেলেন মার্টিন গাপটিল (৬৬) ও হেনরি নিকোলাস (৮০)। চোট সারিয়ে মাঠে নামা কেন উইলিয়ামসন (২২) অবশ্য রান পাননি। তবে জিততে অসুবিধা হয়নি কিউয়িদের। কলিন ডি গ্রান্ডহোম ২৮ বলে ঝোড়ো ৫৮ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে দেন। যার মধ্যে রয়েছে ৬টি চার ও ৩টি ছয়। টম ল্যাথাম ৩২ রানে থাকলেন অপরাজিত।ভারতীয় বোলারদের মধ্যে চাহাল পেলেন ৩ উইকেট। সাইনি, শার্দুলদের বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেতে হল।শেষ ম্যাচেও হার ভারতের, একদিনের সিরিজে ৩-০ জিতল নিউজিল্যান্ডমাউন্ট মোনগোনি: ীসিরিজের শেষ তথা তৃতীয় একদিনের ম্যাচেও জিতল নিউজিল্যান্ড। ভারতকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে ৩-০ সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড। টি ২০ সিরিজে ভারত হোয়াইট ওয়াশ করেছিল নিউজিল্যান্ডকে। এবার একদিনের সিরিজে ভারতকে হোয়াইট ওয়াশ করে বদলা নিল কিউই ব্রিগেড। এদিন নিউজিল্যান্ডের রান তাড়া করে জয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন হেনরি নিকোলস ও মার্টিন গাপ্টিল। নিকোলস ৮০ ও গাপ্টিল ৬৬ রানের ইনিংস খেলে দলের জয়ের পথ প্রশস্ত করেন।উজিল্যান্ডের ওপেনাররা শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের ওপর চাপ তৈরি করেন। ওপেনিং জুটিতে ১০০ রান ওঠে। গাপ্টিল ছিলেন মারমখী মেজাজে। গাপ্টিল ও নিকোলস জুটি মাত্র ১৬ ওভারে ১০০ রান পূর্ণ করেন। ১৬ তম ওভারেই তাদের প্রথম উইকেটের পতন হয়।এরপর কিউই অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ব্যাটিং করতে আসেন। কিন্তু উইকেটে জমে যাওয়ার আগেই ২২ রান করে আউট হন তিনি। একপ্রান্তে কয়েকটি উইকেট পড়লেও অন্যপ্রান্তে নিকোলস ছিলেন লক্ষ্যে অবিচল। ৩০ ওভারে ১৯০ রানে পৌঁছে যায় নিউজিল্যান্ড। এরপর পরপর কয়েকটি উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড। আউট হয়ে যান টেলর, নিকোলস ও নিশাম। শেষের দিকে লাথম ও জেমস নিশাম ভারতীয় বোলারদের পুরোপুরি ব্যাকফুটে ঠেলে দেন। শেষপর্যন্ত পাঁচ উইকেটে জয়ী হয় তারা।ীপ্রথমে ব্যাট করে ভারত নির্ধারিত ৫০ ওভারে করল ২৯৬ রান। জাডেজা ৮ ও সাইনি ৮ রানে অপরাজিত থাকেন।ীপাঁচ নম্বরে নেমে দুরন্ত সেঞ্চুরি কেএল রাহুলের। চলতি নিউজিল্যান্ড সফরে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন রাহুল। একদিনের সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচেও দাপট তাঁর ব্যাটে। একদিনের আন্তর্তাজিক ক্রিকেটে এটি তাঁর চতুর্থ সেঞ্চুরি। পাঁচ নম্বরে নেমে প্রথমবার সেঞ্চুরি এল তাঁর ব্যাট থেকে। ১০৪ বলে নয়টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্য শতরান সম্পূর্ণ করেন রাহুল।কটা সময় ৬২ রানে তিন উইকেট পড়ে গিয়েছিল ভারতের। সেখান থেকে শ্রেয়স ও রাহুলের ব্যাটে ভর করে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। চতুর্থ উইকেট জুটিতে তাঁরা ১০০ রান যোগ করেন। চার নম্বরে নেমে ফের সফল শ্রেয়স। এদিন ৬২ রান করেন তিনি। এরপর মণীশ পান্ডের সঙ্গে জুটি বাঁধের রাহুল। সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। দুজনের জুটিতে ১০৯ রান যোগ হয়। ১১৩ বলে ১১২ রান করে আউট হন। দলের রান তখন ৫ উইকেটে ২৬৯।২৬৯ রানেই মণীশ পান্ডে আউট হন। তিনি ৪৮ বলে ৪২ রান করেন।এদিন শুরুতেই আট হয়ে যান ওপেনার মায়াঙ্ক অগ্রবাল (১)। অধিনায়ক বিরাট কোহলিও বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি। ৯ রান করে আউট হয়ে যান। অন্য ওপেনার পৃথ্বী শ ৪২ বলে ৪০ রান করে আউট হন।বে ওভালে আজ তৃতীয় তথা শেষ একদিনের ম্যাচে টসে জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠাল নিউজিল্যান্ড। কিউই দলে ফিরেছেন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। জানান, দলের পারফরম্যান্সে তিনি খুশি। নিউজিল্যান্ড দলে আরও একটি পরিবর্তন হয়েছে। মার্ক চ্যাপম্যানের জায়গায় দলে এসেছেন মিচেল

ব্যাট কেনার জন্য অভাবে চুরিও করেছিলেন এই বিখ্যাত তারকা

ভালো পরিবেশ, ভালো ব্যবস্থার মধ্যে তো সবাই বড় হতে চায়। কিন্তু যারা সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে নিজের স্বপ্নকে সফল করে তারাই আকাশের সব থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে স্থান পে যেমন ভারতের ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র এই ১০ ক্রিকেটার! যারা জীবনে আজ খ্যাতি,অর্থ সব রোজগার করেছেন এমন পরিস্থিতিতে থেকে যেখানে অনেকেরই স্বপ্ন ভেঙে খান-খান হয়ে যায়। কিন্তু এরা না থিম এগিয়ে গেছেন তাই তারা আজ বিশ্বে সমাদৃত। যেমন -১) পাঠান ব্রাদার্স: ভারতীয় ক্রিকেটে পাঠান ভাইদের ছোটবেলা কেটেছে মসজিদে। যে মসজিদে মাত্র মাসিক ২৫০ টাকায় ঝাঁট দেওয়ার কাজ করতে ইরফান ও ইউসুফের বাবা। পরে একটি ঘর নিলেও সেখানেই থাকতেন পরিবারের পাঁচজন। নতুন জুতো কেনার পয়সা না-থাকায় পুরনো জুতো কিনে তা নিজেই সেলাই করতেন ইরফান।বাকিটা ইতিহাস। মাত্র ১৯ বছর বয়সে টেস্ট অভিষেক হয় ইরফানের। ২০০৬-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম ওভারে হ্যাটট্রিক করে নজির গড়েন ভারতের বাঁ-হাতি সুইং বোলার। ২৯টি টেস্ট, ১২০টি ওয়ান ডে এবং ২৪টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন ইরফান। দাদা ইউসুফ দেশের হয়ে ৫৭টি ওয়ানডে এবং ২২টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। পরে ভদোদরায় বাংলো বানান পাঠান ব্রাদার্স।২) মুনাফ প্যাটেল: গুজরাতের ইকহারে জন্ম মুনাফ মুসা প্যাটেলের ছোটবেলা কেটেছে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। বাবা ছিলেন একজন দিনমজুর। শিশুশ্রমিক হিসেবে ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার দৈনিক ৩৫ টাকা বেতনে কাজ করতেন টাইলস ফ্যাক্টরিতে।তিন বেলা পেট ভরে খেতে না-পাওয়া মুনাফের ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন অবাস্তব। জুতো কেনার পয়সা না-থাকায় চপ্পল পরেই টেনিস বলে খেলতেন তিনি।গ্রামের এক ব্যক্তি এ দেখে মুনাফকে জুতো কিনে দেন এবং বরোদার এক ক্রিকেট ক্লাবে ওকে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। পরে এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনে ট্রায়ালে সুযোগ পান মুনাফ। সেখানে কিংবদন্তি অজি পেসার ডেনিস লিলির তত্ত্বাবধানে প্র্যাকটিস করেন বরোদার ডানহাতি। পের স্টিভ ওয়া মুনাফের জন্য সচিনের কাছে দরবার করেন। ২০০৬-এ টেস্ট অভিষেক হয় মুনাফের। দেশের হয়ে ১৩টি টেস্ট ও ৭০টি ওয়ান ডে খেলেছেন তিনি।৩) জাহির খান: কপিল দেবের পর একমাত্র ভারতীয় পেসার যাঁর দখলে তিনশোর বেশি টেস্ট উইকেট রয়েছে। কিন্তু জাহিরের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার রাস্তা ছিল অমসৃণ। মুম্বই ন্যাশানাল ক্রিকেট ক্লাবে সুযোগ পাওয়ায় জাহিরকে আন্টির সঙ্গে মুম্বইয়ে এক হাসপাতালের একটি বেডের মধ্য দিন কাটাতে হয়। কারণ তাঁর আন্টি হাসপাতালে হেল্পারের কাজ করতেন।দু-বেলা খাবারের পয়সাও ছিল জাহিরের কাছে। না-খেয়ে সকালে প্র্যাকটিসে যেতেন জাহির। মেন্টর সুধীর নায়েক জাহিরকে মাসে পাঁচ হাজার টাকার কাজ দেন। তা দিয়েই সমস্ত খরচ চালাতেন ভারতীয় বোলিংয়ের "জ্যাক"। ২০০০ সালে কেনিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয় ভারতীয় ক্রিকেটে সেরা বাঁ-হাতি পেসারের। ভারতের হয়ে ৯২টি টেস্ট এবং ২০০টি ওয়ান ডে খেলেছেন জাহির।৪) রবীন্দ্র জাদেজা: সৌরাষ্ট্রে জন্ম রবীন্দ্র অনিরুদ্ধ জাদেজার বাবা একটি বেসরকারি সংস্থায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতেন। দ্ররিতার সঙ্গে লড়াই করা জাদেজার ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন

ছিল অলীক। তবুও চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু ২০০5-এ দুর্ঘটনায় মায়ের মৃত্যুর পর ক্রিকেট ছেড়ে দিতে চেয়েছিল জাদেজা। কিন্তু বোন পার্টটাইম কাজ করে তাঁর খেলার খরচ চালাতেন। ২০০৮-এ বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ভারতের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন জাদেজা। পরের বছরই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে অভিষেক হয় বাঁ-হাতি অল-রাউন্ডারের। এক সময় টিম ইন্ডিয়ার বিরাটের দলে অন্যতম সদস্য জাড্ডু।৫) বিনোদ কাম্বলি: মুম্বইয়ের বস্তি থেকে ক্রিকেটের রাজপথে আগমন ঘটে কাম্বলির। বাবা ছিলেন এক সামান্য মেকানিক। মাসে যাঁর আয় ছিল মাত্র ৫০০ টাকা। একটি ঘরের ১৮জন থাকত। শোনা যায় ব্যাট কেনার জন্য চুরিও করেছিলেন কাম্বলি। কিন্তু চমক ঘটে স্কুল ক্রিকেটে সারদাশ্রম বিদ্যামন্দিরের হয়ে সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে তাঁর ৬৬৪ রানের পার্টনারশিপ শুধু ভারতেই নয়, ক্রিকেটবিশ্বেও নজর কাড়ে। এর পর মাসে ২০০ টাকা পেতেন কাম্বলি। যা দিয়ে ক্রিকেটের খরচ চালাতেন সচিনের বন্ধু। ১৯৯১-এ শারজায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথমবার ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপান কাম্বলি। দু" বছর পর কলকাতায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক মুম্বইয়ের প্রতিশ্রুতিময় এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানের। দেশের হয়ে ১৭টি টেস্ট এবং ১০৪টি ওয়ান ডে খেলেন তিনি।৬) মহম্মদ শামি: উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার সাহসপুর নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম শামির বাবা ছিলেন এক দরিদ্র কৃষক। ক্রিকেটের প্রতি ছেলের আগ্রহ দেখে গ্রাম থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে মোরাদাবাদে এক ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে তাঁকে ভর্তি করেন বাবা। উত্তরপ্রদেশে অনূর্ধ ১৯ দলে সুযোগ না পাওয়ায় শামিকে কলকাতায় পাঠান কোচ বদরুদ্দিন সিদ্দিকি। এখান থেকেই প্রথমে বাংলা এবং ২০১৬ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে ভারতীয় দলে ডাক পান শামি। যিনি এখন টিম ইন্ডিয়ার পেস বোলিংয়ের মূল সম্পদ।৭) হরভজন সিং: ভারতের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট প্রাপক ভাজ্জি বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের আর্থিক হাল ধরতে কানাডায় ট্রাক ড্রাইভার হওয়ার কথা ভেবেছিলেন। ১৯৯৮-এ দেশের হয়ে টেস্ট অভিষেক হলেও প্রথম আটটি টেস্টের পর দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। কিন্তু ২০০১-এ অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ফের ভারতীয় দলে ডাক পান হরভজন। বাকিটা ইতিহাস। কলকাতা টেস্টে তাঁর হ্যাটট্রিক-সহ ১৩টি উইকেট নেন ভাজ্জি। চেন্নাইয়ে পরের টেস্টে ২০টি অজি উইকেটের মধ্যে ১৫টিই নেন টার্বুনেটর।৮) বীরেন্দ্র সেহওয়াগ: নজফগড়ের নবাব বলে পরিচিত সেহওয়াগ একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়েছেন। ৫০ জনের বেশি লোক এক সঙ্গে থাকতেন। সেহওয়াগের বাবার গমের ব্যবসা ছিল। বাবা চাইতেন সেহওয়াগ বড় হয়ে এই ব্যবসা দেখুক। কিন্তু বীরুর তা না-পসন্দ ছিল। প্রায় ৮৪ কিলোমিটার দূরে ক্রিকেট খেলতে যেতেন। সচিন তেন্ডুলকরের ব্যাটিং টিভিতে দেখে প্র্যাকটিস করতেন বীরু। বকিটা ইতিহাস। দেশের হয়ে ১০৪টি টেস্ট এবং ২৫১টি ওয়ান ডে খেলেছেন সেহওয়াগ। ১৯৯৯-এ মোহালিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে প্রথমবার ভারতীয় দলের জার্সি পড়েন বীরু।৯) উমেশ যাদব: ভারতীয় দলের পেসার উমেশের বাবা ছিলেন একজন খনি শ্রমিক। ক্রিকেট খেলার মতো অর্থ ছিল না।ছোটবেলায় টেনিস বলেই খেলতেন উমেশ। কিন্তু বড় হয়ে পুলিশের চাকরি করার ইচ্ছে ছিল বিদর্ভের এই ডানহাতি পেসারের। কিন্তু ট্রায়ালে সুযোগ পাওয়ার পর ধীরে ধীরে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন তিনি। ২০১০-এ ভারতের জিম্বাবোয়ে সফরের দলে সুযোগ পান উমেশ। পরের বছর ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয় ভারতীয় দলের এই স্পিডস্টারের।১০) রমেশ পওয়ার: দেশের হয়ে ২টি টেস্ট ও ৩১টি ওয়ান ডে খেলা মুম্বইয়ের এই অফ-স্পিনার জীবন সংগ্রাম অন্যদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার মত। ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ায় পর রমেশের বোন তাঁকে সাহায্য করেন। মোটা থাকার জন্য কেরিয়ারের শুরুতে অনেক কটুক্তি শুনতে হয়েছিল রমেশকে।

জাগরণ 12 February, 2020, Wednesday আগরতলা ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ইং, ■ ২৮ মাঘ , ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ডিমা হাসাও বনধে উত্তপ্ত হাফলং, জ্বলেছে গাড়ি, নিগৃহীত সরকারি কর্মচারী, লাঠি-কাঁদানে গ্যাস, শূন্য গুলি পুলিশের

হাফলং (অসম), ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম আহূত মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালীন ডিমা হাসাও জেলা বনধে ব্যাপক হিংসা ছড়িয়েছে সদর শহর হাফলঙে। শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও বনধ সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে কোথাও মৃদু লাঠিচার্জ, কোথাও কাঁদানে গ্যাস এবং রবার বুলেট ছুঁড়তে হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কম করে সাত বনধ সমর্থক আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও রয়েছেন। এঁদের সবাইকে হাফলং সরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তবে আজকের বনধ-এ পাহাড় লাইনে ট্রেন পরিষেবায় কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি পিকেটাররা, সব ধরনের ট্রেন ছিল সচল।

ডিমা হাসাওকে দুভাগে বিভক্ত করে পৃথক দুই ডিস্ট্রিক্ট এবং পৃথক স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবির ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোর ৫-টা থেকে অনির্দিষ্টকালের বনধ ডেকেছিল এনসি হিলস পিপলস ফোরাম। বনধকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে এমনিতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ডিমা হাসাও জেলার পরিস্থিতি। ডিমাসা জনগোষ্ঠীর সাতটি সংগঠন এর বিরোধিতা করে চলমান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আহূত বনধ প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম ডিমাসা জনগোষ্ঠীয় সাতটি সংগঠনের কোনও আর্জিই কানে তুলেনি। ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৃহৎ সংগঠনকে নিয়ে গঠিত জয়েন্ট কর্ডিনেশন কমিটি, ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া এবং পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈও বনধ প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারোর আহ্বানে কর্ণপাত না করে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে।

আজ ভোর ৫-টা থেকে প্রথম কয়েক ঘণ্টা বনধ শান্তিপূর্ণ থাকার পর সকাল ১০টা নাগাদ অশান্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। প্রথমে হাফলং সিনোড পয়েন্টের কাছে পিকেটার্সদের পুলিশ আসতে বাধা দিলে শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে কয়েক রাউন্ড রবার বুলেট এবং কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে। তাছাড়া উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সামনে বনধ সমর্থকরা একটি বলেরো গাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। পরিষদের কর্মচারীদের সচিবালয়ে ঢুকতে বাধা প্রদান করলে শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। উত্তেজিত বনধ সমর্থকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ক্যাটিবল চালাতে থাকে। তখন এদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। তার পর বেলা দেড়টা নাগাদ সিনোড রোটারির কাছে ডিএফও রমেন দাসের বলেরো গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বনধ সমর্থককারীরা। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ সচিবালয়ে একটি পর্যালোচনা সভা শেষ করে নিজের আবাসে ফেরার পথে বনধ সমর্থকরা গাড়ি আটকে ডিএফও রমেন দাসকে নামিয়ে নামিয়ে তাঁর বলেরোতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এছাড়া হাফলং ডিসগাঁওরাজিতে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পাথরবৃষ্টির ফলে কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এভাবেই মঙ্গলবার গোটা দিন হাফলং শহরের বিভিন্ন স্থানে চলে সংঘর্ষ। আর এতে বেশ কয়েকবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং রবার বুলেট ছুড়তে হয়েছে।

এদিকে শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের কার্যনির্বাহী সভাপতি সামসুদ্দেনবে জেমি এবং সভাপতি ডেভিড কেভম-সহ বেশ কয়েকজন পিকেটার্সকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম আহূত অনির্দিষ্টকালীন বনধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নর্মাল সেক্টরের প্রধানসচিব তাঁর এক নির্দেশে কর্মচারীদের আজ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেও সরকারি কার্যালয়গুলিতে উপস্থিতির হার ছিল নগণ্য।

ফোরামের ডাকা ডিমা হাসাও জেলা বনধ ছিল আংশিক। জেলা সদর

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিকে পৃথিবীর অন্যতম সেরা শহরে পরিণত করতে চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

মঙ্গলবার ভোটের ফলাফল ঘোষণায় দেখা যায় সদ্য শেষ হওয়া বিধানসভা নির্বাচনে এককভাবে দিল্লিতে ফের ক্ষমতায় আসছে আম আদমি পার্টি ঊ ৭০ আসনের মধ্যে ৬২টি আসনেই এগিয়ে আপ ঊ দিল্লিতে এই জয়ের জন্য এদিন সন্ধ্যায় টুইট করে আম আদমি পার্টি ও সেই দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঊ এরপরই প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুইট করেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঊ টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'ধন্যবাদ স্যার। আমি কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ ভাবে আমাদের রাজধানীকে পৃথিবীর অন্যতম সেরা শহরে পরিণত করতে চাই।'

কেজরিকে অভিনন্দন স্ট্যালিন, অখিলেশের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্ব ভোটে জিতে ফের ক্ষমতায় আপ। যা নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উচ্ছাস প্রকাশ করেছে এনডিএ বিরোধী দলগুলি। ফের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলা কেজরিওয়ালকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিন্নারাই বিজয়ন, ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিন, সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অখিলেশ যাদব জানিয়েছেন, কৃষক, গরিব, যুবক যে উন্নয়ন দেখেই ভোট দেবে দিল্লির নির্বাচন গোটা দেশকে সেই বার্তাই দিয়ে গেল। বিজেপির ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে জনগণ। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।এম কে স্ট্যালিন নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হারিয়ে জয় হয়েছে উন্নয়নের। দেশের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকার এবং আঞ্চলিক চাওয়া পাওয়া জোরদার করা প্রয়োজন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী, জনগণের সপক্ষের রাজনীতি এবং একতার জয় হয়েছে। অন্যদিকে এদিন ফলাফল সামনে আসতেই সংসদ চত্বরে আপ সাংসদ সুশীল গুপ্ত কংগ্রেস এবং আরজেডি সাংসদদের মিষ্টি মুখ করান।

ভোটাররাই প্রকৃত রাজা আপের জয় প্রসঙ্গে নীতিশ

পাটনা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভোটাররাই প্রকৃত রাজা। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এমনই জানিয়েছে জেডি(ইউ) নেতা তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। উল্লেখ করা যেতে দিল্লির একাংশে বিহার রাজ্য থেকে আসা জনগণের কথা মাথায় রেখে দিল্লিতে দুইটি বিধানসভা আসন জেডি(ইউ) জন্য ছেড়ে ছিল বিজেপি। রাজধানীতে ভোট প্রচার করতে এসেছিলেন স্বয়ং নীতিশ কুমার সহ জেডি(ইউ)-র শীর্ষ নেতারা। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। দুটি আসনেই হেরেছে নীতিশের দল। দলের এই বিপর্যয় খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বর্ষীয়ান জেডি(ইউ) নেতা অশোক চৌধুরী। অন্যদিকে, আরজেডি নেতা শিবানন্দ তিওয়ারি জানিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক রঙ লাগাতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে, জেডি(ইউ) থেকে অপসারিত নেতা প্রশান্ত কিশোর উচ্ছাস প্রকাশ করে নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, ভারতের আত্মাকে রক্ষা করার জন্য দিল্লিকে ধন্যবাদ।

জনাদেশ মেনে কেজরিওয়ালকে অভিনন্দন মনোজের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) দিল্লিবাসীর জনাদেশ মেনে নিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অভিনন্দন জানালেন দিল্লির বিজেপি রাজ্য সভাপতি মনোজ তিওয়ারি।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনোজ তিওয়ারি জানিয়েছেন, 'দিল্লিবাসী এবং নির্বাচনের সময় নিরলস পরিশ্রম করা দলীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। আশা করব জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করবেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

বিজেপি প্রত্যাশা মত ফলাফল না করায় স্বভাবই হতাশ মনোজ তিওয়ারি জানিয়েছেন, বিধানসভা নির্বাচনে দলের পরাজয় খতিয়ে দেখা হবে। প্রত্যাশিত ফলাফল না হলে হতদ্যোম হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু দলীয় কর্মীদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ২০১৫ সালের তুলনায় আসন বেড়েছে বিজেপির। উল্লেখ করা যেতে পারে, এখনও পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে ৬২ আসনে এগিয়ে আপ। মাত্র ৮টিতে লিড বিজেপির।

জনগণের রায়কে সম্মান জানায় বিজেপি : জগত প্রকাশ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রয়াত নেতা মদনলাল খুরানার দিল্লি দখলের স্বপ্ন এবারও পূরণ করতে পারল না বিজেপি। দিল্লির মসনদ ফের নিজেদের দখলে রাখল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। রাজধানীবাসীর জনাদেশকে বিনম্রতার সঙ্গে মেনে নিল বিজেপি।মঙ্গলবার নিজের ট্যুইটবার্তায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা লেখেন, দিল্লিবাসীর জনাদেশকে সম্মান জানায় বিজেপি। ভোটের প্রচারে দলের সমস্ত কর্মী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন। সকল কর্মীকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জিততে সর্বশক্তি দিয়ে লড়েছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং জগত প্রকাশ নাড্ডা নিজেও প্রচারে কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিল। কেজরিওয়ালকে উৎখাত করতে দিল্লির বুক একাধিক জনসভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিজেপি যে দিল্লিতে গঠনমূলক বিরোধী হয়ে উঠবে তা দাবি করে জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দিল্লির উন্নয়নে কাজ করে যাবে বিজেপি। অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর দলকে শুভেচ্ছা জানাই।

এনআরসি, সিএএ ও এনপিআর নিয়ে কংগ্রেস এসসি শাখার সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। এনআরসি, সিএএ এবং এনপিআরের প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার আগরতলায় টিবি অ্যাসোসিয়েশন হলে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এসসি ডিপার্টমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়, কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক, তাপস দে প্রমুখ। সেমিনারে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন নেতৃবৃন্দ। সেমিনার থেকে ভবিষ্যৎ সাংগঠনিক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বেতন পাচ্ছেন না সিকিউরিটি গার্ডরা ক্ষোভে কর্মবিরতি মোহনপুর হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। একটানা চারমাস লাগাতার সময় ধরে বেতন মিলছে না মোহনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের সিকিউরিটি গার্ডদের। যার পরিপ্রেক্ষিতে টেন্ডার পাওয়া এসআইএস বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতিতে গেল এই বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা। সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা জানান ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তারা এই এসআইএস সংস্থার হয়ে কাজ করে আসছেন। প্রথমদিকে সংস্থা কর্তৃপক্ষ বেতন-সঠিক সময়ের মধ্যে প্রদান করে গেলেও পরবর্তী সময় থেকে চলছে বেতন প্রদান নিয়ে নানান তালবাহানা। অবশেষে শেষের চারমাস কোন বেতনই পাননি তারা। প্রায় ২১জন কর্মী রয়েছে এই স্থানে। সকলে একত্রিত হয়ে সংস্থা কর্তৃপক্ষের সাথে বসে কথা বললে একরাশ আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি বলে জানান তারা। তাই ক্ষোভের বহির্প্রকাশ ঘটেছে। তারা আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হয়েছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস রাজ্যেও পালন করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাণ পুরুষ দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস মঙ্গলবার রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাপন দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দলের রাজ্য কার্যালয়ে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিজেপির প্রাণ পুরুষ দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা বলেন, দীনদয়াল উপাধ্যায় যে একাত্মমানববাদ পঞ্চনীতি প্রণয়ন করে গেছেন তা খুবই সময় উপযোগী। এবিষয়ে সম্যক ধারনা লাভ করা ছাড়া সমাজকল্যাণ ও মানব কল্যাণ সম্ভব নয়। তিনি সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের উল্লেখ করে বলেন এসব ব্যবস্থাও বর্তমানে সময় উপযোগী নয়। ধনতন্ত্রে সামান্য কিছু লোকেরই লাভ হয়। সমাজতন্ত্র যারা পরিচালনা করেন তারা সমাজের শত্রু হয়ে উঠেন। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্মমানববাদই সময়ের দাবি রাখে। তিনি বলেছেন, সবাইকে নিয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণ করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ক'ষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, ডেয়ারী ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তা দ্রত রূপায়ণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি তিনি ক'ষি দপ্তরের প্রতিটি প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার জন্যও ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। আজ মহাকরণের কনফারেন্স হলে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের পর্যালোচনা করে এই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, ডেয়ারী ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি থেকে আয়ের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। রাজ্য সরকারও এই ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রাজ্যের কোন কোন এলাকায় ধান, ডাল, ইত্যাদি ফসল উৎপাদন হয় সেগুলি চিহ্নিত করে ক্লাস্টারের ভিত্তিতে চাষ করার জন্যও ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি উৎপন্ন ফসল বাজারজাত করণের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. দেবপ্রসাদ সরকার জানান, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জমি পরীক্ষা করে ক'ষকদের সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান করছে দপ্তর। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাজ্যে ৫৮টি ব্লকের ১৯ হাজার ৭৭৬টি ক'ষি জমি পরীক্ষা করে ক'ষকদের সয়েল হেলথ কার্ড প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা দপ্তর নিয়েছে। ইতিমধ্যেই ৮২৫৪টি সয়েল হেলথ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকের চিহ্নিত ৫টি গ্রামের সমস্ত ক'ষকদের এক'শ শতাংশ সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এজন্য রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের জন্য ২৯টি সয়েল টেষ্টিং ল্যাব স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছে দপ্তর। এছাড়াও বর্তমানে রাজ্যের তিনটি জেলায় যে সয়েল টেষ্টিং ল্যাব রয়েছে সেগুলি আরও উন্নতকরণের পাশাপাশি বাকি ৫টি জেলাতেও নতুন সয়েল টেষ্টিং ল্যাব স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক'ষকদের শুধু সয়েল হেলথ কার্ড দিলেই হবেনা, কার্ড দেওয়ার পর সেইসব জমিতে ফসল উৎপাদন বেড়েছে কিনা তা দপ্তরকে পর্যালোচনা করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক'ষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শও প্রদান করতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় অধিকর্তা ড. দেবপ্রসাদ সরকার আরও জানান, রাজ্যে মোট ক'ষক রয়েছেন ৪ লক্ষ ৭২ হাজার জন। এর মধ্যে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার জন ক'ষকের নিজস্ব জমি রয়েছে। এদের মধ্যে ২ লক্ষ ৭০ হাজার জন ক'ষকের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুসারে ফেবয়ারি, **ছয়ের পাতায় দেখুন**

রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে অধিকর্তাকে ডেপুটেশন সেভ অ্যাডুকেশন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অল ইন্ডিয়া সেভ অ্যাডুকেশান কমিটি দাবি জানিয়েছে। দাবির সমর্থনে তারা শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নমুখী হয়েছে বলে দাবি করেছে অল ইন্ডিয়া সেভ অ্যাডুকেশান কমিটি। নো-ডিটেনশন ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ায় শিক্ষার মান তলানিতে এসে ঠেকেছে। ড্রপ আউটের সংখ্যা বেড়েছে বলে দাবি করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক স্বল্পতায় পঠনপাঠন বিঘ্নিত হচ্ছে। টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদেরকেও শিক্ষকপদে নিযুক্ত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা অভিযানে শিক্ষকদের ভবিষ্যৎও নিশ্চিত নয়। রাজ্যের যেসব স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কম সেইসব স্কুল সংযুক্তিকরণের কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। তাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে সংগঠন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্রিয় হল মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত গৃহবধূ দীপা দাসের মৃত্যু রহস্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সোমবার দক্ষিণ রামনগরে মৃতার বাপের বাড়িতে যায়। পনের দায়েই বিয়ের ৭ মাসের মাথায় গৃহবধূকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পনের দায়ে গৃহবধূ নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এসব ক্ষেত্রে কঠোর আইনি সংস্থান থাকলেও আইনকানুনের তোয়াক্কা না করেই সমাজে এসব অনভিপ্রেত ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। এ ধরনেরই এক ঘটনা ঘটেছে এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নারায়ণপুরে। বিয়ের মাত্র ৭ মাসের মাথায় দীপা দাস নামে এক গৃহবধূকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মৃতার বাপের বাড়ির তরফে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামী-পিন্টু সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বর্তমানে সে জেল হাজতে। রোমহর্ষক এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী মঙ্গলবার দক্ষিণ রামনগরে মৃতার বারের বাড়িতে যান। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনকে কাছে পেয়ে মৃতার মা সহ পরিবারের লোকজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা জানান, পাত্রপক্ষের দাবি অনুযায়ী নগদ টাকা, সোনাগয়না সহ যাবতীয় জিনিসপত্র মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও গৃহবধূকে বাপের বাড়ি থেকে আরও টাকা পয়সা এনে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। টাকা পয়সা মিটিয়ে না দেওয়াতেই এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বলেন, পনের বিরুদ্ধে অভিযান দীর্ঘদিন ধরেই চলেছে। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় এখনও পনপ্রথা রয়ে গেছে। পন দিয়ে বিয়ে দেবার পরিণতি হিসেবেই এসব ঘটনা ঘটছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সমাজ থেকে পণপ্রথা উৎখাত করার আহ্বান জানিয়েছেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। তিনি বলেন, দীপার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় যদি স্বামী অভিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। পণবিরোধী অভিযানে সমাজের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনাকে আরও সফল করতে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরহিত্যে আজ মহাকরণের ১নং কনফারেন্স হলে শ্রমদপ্তরের প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনা, ন্যাশনাল পেনশন স্কিম ইত্যাদি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বাল স্বচ্ছতা মিশন, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, পোষণ অভিযান এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রমদপ্তরের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনাকে আরও সফল করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান সংঘটিত করতে হবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।